অপর্ণা।

বা

তপস্যান্তে উমার প্রার্থনা।

"যেন এ প্রাণের মাঝে নিরাকুল নবীন কি আশা
জাগিয়া উঠেছে আজ, অভিনব পাইয়াছে ভাষা।"

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১৫

কলিকাতা

৯১/২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

নববিভাকর যন্ত্রে

শ্রীগোপাল চন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য দশ [illegible] মাত্র।



প্রকাশকের নিবেদন।

প্রায় দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে এই কবিতাটী অতি ক্ষুদ্রাকারে প্রথম রচিত হইয়াছিল লেখক তখন বি, এ ক্লাসে পড়িতেন পাঠ্য কুমারসম্ভব অধ্যয়নে তদ্বর্ণিত শিবচরণার্থিনী উমার কঠোর তপস্যা তাঁহার হৃদয়ে একটী অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল সেই তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক তদনন্তর উমার শিবপদে প্রার্থনা কল্পনা করিয়া লেখক "অপর্ণা" কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন রচিতই হইয়াছিল, প্রকাশ-যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তাহা আর প্রকাশিত হয় নাই তার পর মধ্যে মধ্যে লেখকের চিত্ত ও লেখনী সেই কবিতাটীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে ইহার তৃতীয় আবেগের কিয়দংশ সাংপ্রতকালের রচনা, তাহা তত্তৎস্থান পাঠেই সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রসঙ্গক্রমে যে শক্তি-পূজার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা কেবল এই নিস্তেজ মৃতপ্রায় সমাজের আত্মরক্ষার্থ নহে শক্তির পুনরুদ্ধারের কল্পনা করিয়া পতিত সমাজের উদ্ধার, স্বদেশীয়ই হউন্ বা বৈদেশিকই হউন্ সকল প্রজাহিতৈষী রাজারই আশ্রয়ে সম্ভব, অপিচ তাঁহার সাহায্য-সাপেক্ষ প্রজারঞ্জক রাজার আশ্রয়ে ও সাহায্যে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহার সন্তান সদৃশ প্রজাগণ রাজপদে অচলা ভক্তি রাখিয়া

স্বকীয় নষ্টবীর্য্য সমাজের বহুবিধ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনার উন্নতি লাভ করে, ইহাই লেখকের বাসনা এই কথা তাঁহার প্রার্থনাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে—

"অপর প্রার্থনা যার—যেন নৃপ, দ্বিতীয় ঈশ্বর,
না ভুলিয়া কর্ণেজপ খলবাক্যে, থাকি' ন্যায়পর,
ভীমকান্ত সুশাসনে দমি' দুষ্টে পাল'ল' শিষ্টজনে,
ধরেন সার্থক নাম সদা রাজা প্রকৃতি রঞ্জনে

প্রচুরান্নবারি আর ঋষিবৃন্দ,—রাজার সন্তান,
পিতৃসম রাজপদে রাখি' মতি, স্থির, ধৃতিমান্,
দাঁড়াইয়া করি ভর নিজ জীর্ণ চরণ উপর,
চলে যেন ধর্ম্মপথে নিজ কর্ম্ম সাধি' নিরন্তর" ৩।২

২১এ আশ্বিন, ১৩১৪।
বিপণ কলেজ, কলিকাতা

শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা

উদ্বোধন

ওঁ নমঃ শিবায়

অপর্ণা।

প্রথম আবেগ।

প্রথম উচ্ছ্বাস

"শ্রীপদে প্রণমে দাসী।"—আনমিত শিরে
শিখর-বাসিনী উমা প্রতিমা শিখার
ভাষিলা,—"বাসনা তাঁ'র পূরিবে অচিরে"
ভাষিলা, উথলি' শান্ত প্রভাত কান্তার
সহসা নিঃসরি' যেন নগনির্ঝরিণী
ধাইল নিভৃত পথে কলকল স্বনে,
ঢালিল সঙ্গীত যেন বন-বিহঙ্গিনী
ভঙ্গকরি' নীরবতা নিশীথ-কাননে
নিদ্রিত বাঁশরী যেন জাগিয়া সহসা
ধরিল ললিততান আবেগ-বিবশা।

বলিলেন "দেবদেব! সেবক সদয়!
জীবনের চির শিব শান্তির নিলয়।
মনে হয়, আজি তব অভয় চরণ
লভিয়া সফল হ'বে অবলা জীবন।"
মলিন কমলরাশি কঠিন বিদলে,
জীর্ণ বাকলেতে বাঁধা শীর্ণ তনুলতা
উন্নত আনত জানু চরণযুগলে;
প্রযত্ন আশ্রয় যেন কর্ম্ম-সফলতা।
তদুপরি সুখ যথা, পবিত্র উজ্জ্বল
দেবীর শ্রীমুখচ্ছবি শোভে সুনির্ম্মল
শোভন বসন্তে পূর্ণ সন্ধ্যা সুধাকর
কুসুমিত লতাকুঞ্জ অর্দ্ধ অন্তরালে;
অর্দ্ধাবৃত জটাপুঞ্জ-কুন্তলের জালে
সুরসুন্দরীর আস্য অধিক সুন্দর;
ভাস্বর অরুণ সম স্বর্ণ ঊষাভালে;
কাতর কমল যথা শিশিরে আকুল
উন্নীত অঞ্জলিপুট; যুগল মৃণালে
বিরাজে ঊর্দ্ধমুখী যেন কুমুদমুকুল
আনন কমলে নীল নয়ন ভ্রমর
ঊর্দ্ধপক্ষ্ম; যেন তৃষিত চকোর কাতর
নিরখে তারকাপথে, ঘন আবরণে
তাদের বাঞ্ছিত যেন উদিত গোপনে

কল্পনা অতীত মূর্ত্তি, চিত্র অতুলন !
দেহবদ্ধ তেজোরাশি মাধুরী-মণ্ডিত ;
কনকপ্রতিমা যেন কমলে শোভিত।
কঠিনে কোমলে মরি, মধুর মিলন।

বিশ্বের সৌন্দর্য্য আর মধুরতা সনে
মিশাইয়া পবিত্রতা, বিধি একমনে
রচেছেন রমণীরে—রচনার সার
সুষমা সম্পদ্ চারু চন্দ্রানন তাঁর ;
কি সুন্দর ! যবে তার করে ঢলঢল
বিহ্বল ভকতি আর প্রেম সুবিমল ;
কি মধুর যবে তার কাতর নয়ন
অশ্রুভরা মাগে প্রাণকান্ত দরশন ;
কি পবিত্র, যবে তার মরমের ভাষা
নিঃসরে প্রকাশি' পূত প্রাণের পিয়াসা,
নিখিল কল্যাণ বাঞ্ছা মাতৃস্নেহভরে
স্বরগের সুপবিত্র সুধা সম ক্ষরে
কি সুন্দর, কি মধুর। কি পবিত্র মরি
ঈশ্বরের লাগি' হবে এমনি ঈশ্বরী :

বলিলা কোমল স্বরে, "আসিবে প্রাণেশ।
অধীর মানস ; আজি সাধনার শেষ
যেন সদা মনে হয়, আসিবে এখনি ;
নয়নে পাইব ফিরে নয়নের মণি"

নীরব নিভৃত শাখে পরভৃতকুল
ভুলি' প্রিয়াধর ধৃত রসালমুকুল
স্থির মূক শিলীমুখ মধুফুল ভুলি'
ফুল দলে দিয়া পদ শ্যামচ্ছদ খুলি'
কুরঙ্গমিথুন মিথ অঙ্গ বিলেহনে
সমাসক্ত বক্ত্রযুগ তুলি' উচ্ছ্রবণ,
চকিতচকিত ঋজু বিশাল নয়নে
নিরখিছে তাপসীর সভীয় বদন।

আশ্রিত হরিণশাব নবভাব হেরি'
বিমূঢ় বিস্ময় ভয়ে, গুল্মতৃণদল
ত্যজি,' ত্রস্ত পদে আসি' আসন উপরি,
অধীর উচ্ছ্বাসে লঘু বল্কল অঞ্চল
চঞ্চলি', ক্রন্দনপর মাতৃমুখপানে
সাশ্রু আঁখি থাকে চাহি' যেমন সন্তানে,
বালার ব্যাকুলবাণী বিধুর আনন
নিরানন্দে অনিমেষ করে বিলোকন

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্রূর ভুজঙ্গ ভয়াল
ভীত প্লবঙ্গের অনুধাবন তৎপর,
সহসা স্তম্ভিত, ফণা বিস্তারি' বিশাল,
অগ্নিচক্ষু আন্দোলিছে ঊর্দ্ধকলেবর ;
অদূরে দর্দুর, শ্রান্ত বিমোহিত স্থির
লম্ফন-উদ্যোগ দীর্ঘ-উচ্ছ্রিত শরীর।

মদকরী নদীবপ্র কর্দ্দমাক্ত বন্দে,
বিবৃত বদনে শ্লথ বিসচ্ছেদরাশি,
সবল সবলে কুম্ভ-মর্দ্দনাভিলাষী,
বিদ্রুত করেণুদল, আসি' দ্রুত পদে,
উর্দ্ধকর রহে স্তব্ধ রুদ্ধবৃংহণ
স্থিরপৃথুকর্ণতাল স্তিমিত নয়ন
নবাস্র পিপাসু ওই ভীষণ কেশরী
আসে অবলার পাশে বজ্রনাদ করি' ;
স্তব্ধগতি মন্ত্রজড় যেন মৃগপতি
চাহিয়া নিমেষশূন্য যোগিনীর প্রতি
বলিলা শঙ্করী, "এস, এস প্রাণেশ্বর !"
ছবিতে অঙ্কিত যেন অটবী অন্তর
পবন বহে না যেন, স্তব্ধ তরুদল,
দোলে না লতিকাকুল প্রকৃতি-চঞ্চল।
অন্তর্বেদন তা'রা, মুনির বচন,
কর্ণ সম পর্ণগুলি নিবেশ-নিশ্চল
তুলিয়া, মেলিয়া শত কুসুম-নয়ন,
ফেলিছে কখন স্নিগ্ধ শিশিরাশ্রুজল
শিহরি' মৃদুল শ্বাসে ; সমবেদনায়
কভু বা সঞ্চালি' শির করে 'হায় হায়'
স্তম্ভিত উঠিয়া সূর্য্য সপ্তহয় রথে,
প্রসারিয়া কর বন পত্র-রন্ধ্র পথে;

আপন মহিমালোকে উজলি' গগন,
উজলি' গহন গিরি করেন দর্শন
সহচর মুনিবৃন্দ স্যন্দনাগ্রগামী
বিরত মরীচি সাম অদ্রিকূটে নামি'
অনিল অনল আর বরুণ ধনেশ
মিলিত তথায় ত্যজি' নিজ নিজ দেশ।
খগবাজে বিষ্ণু, আর বিরিঞ্চি মরালে,
নির্ব্বিকার যেন শম্ভু ঘন-অন্তরালে
শচী সহ সহস্রাক্ষ স্বর্ণোজ্জ্বল কায়,
কম্পিত-শ্ব হৈম রথে, বজ্র চাপ করে,
নিয়ন্ত্রি' মরুৎগণে বিদ্যুৎমালায়,
সদ্যঃসুত সোম পানে সোল্লাস অন্তরে,
আসি' পূর্ব্বাকাশে, মেঘ বিমুক্ত দর্শন,
করেন দেবীর পানে মুগ্ধ বিলোকন

নামেন নারদ ঋষি ধ্বনিছে 'মহতী' ;
সহসা নীরব, যেন চমকিত অতি
অমর-ললনাকুল সহস্র কমল—
বিকশি' অম্বরে নীল রহে অচঞ্চল ;
অপ্সর কিন্নর ত্যজি' লীলা নৃত্য গীত,
নিকট অচলতটে দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত।

নিশ্চল নির্ব্বাক্ সবে পিঞ্জরিত কায
উদ্ভাসিত উমাতনু অমলপ্রভায়,

অবণ্যানী মধ্যে যেন সদ্য অগ্নিজ্বালা,
পবিপার্শ্বে আকম্পিত দীপ্ত বৃক্ষমালা।

নিশীথ কৌমুদী ধৌত নগবীর মাঝে
মন্দিব উন্নতশিব সমাধি মগন
চাহি' সুধাংশুর পানে যেমতি বিরাজে,
চাবি পাশে মৌনী মুগ্ধ সৌধ অগণন॥

"বাসনা পূরিবে দেব" শঙ্কর বাসনা
বলিলী পঙ্কজাননা, "পূরিবে কামনা"
ভাবিলা কোকিল-কণ্ঠে যেন শবীরিণী
বনশ্রী শিশির অন্তে বসন্ত কামিনী

"অমার যামিনী সম, বিবহ-মলিন
আশায় বাঁধিয়া বুক আছি এতদিন ;
হৃদয়ের সুখ-শশী দেহ দরশন
কাঁদে প্রাণ, প্রাণে তব বাজে না বেদন ?
শুনেছি, প্রাণের বাণী গিয়া কোথ দিয়া
আপন জনেব দূর আসন টলায় ;
কামিনী ব্যাকুল প্রাণে ডাকিলে কাঁদিয়া
প্রাণের দেবতা তা'র রহিবে কোথায় ?
বিধুরা আহুতি যবে আকুল আহ্বানে
ডাকিল প্রাণেশে তা'র চাহি' শূন্যপানে,
মরণ-প্রবাহ হ'তে যেন কবি' স্নান
আসে নি কি ফিরে' তা'ব কাণ্ড নবপ্রাণ ?

তাই আশা, আসিয়াছ রয়েছ অদূরে,
মহামেঘ মেঘে তব রূপচ্ছটা স্ফুরে ;
কলাপীর সম মোর মর্ম্ম আবেদন
নহে নাথ ! প্রলাপীর অরণ্যে রোদন
আশার মিলনামৃত আসার নির্ম্মল
অচিরে এ হৃদিতল করিবে শীতল।

হয় ত ভুলিয়া গেছ পূর্ব্বকার কথা ;
ভোলানাথ বলি' সব ; ক্ষম বাচালতা
এ সুদীর্ঘ মুনিভাবে হৃদয়মাঝারে
হয়েছে ভাবনারাশি পুঞ্জীকৃত যত,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে তাহা ভাষার ঝঙ্কারে
বাহিরিতে চায় নগ নিঃস্রাবের মত .
কত ভাব কত ভাবে আসে আজ মনে,
শক্তি দাও শক্তিনাথ প্রকাশি বচনে।"

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

বলিলেন মহাশক্তি ;—প্রকাশিল কথা
শুদ্ধবর্ণা বিষ্ণুপদী সুরনদী যথা ;
কোথায় প্রসন্না আর মধুরা কোথায়,
কোথায় বা ওজস্বিনী কলস্বনে ধায়।

" মনে কি পড়ে না নাথ বসন্ত প্রথমে
ধরিলে বিটপী লতা পুষ্প কিসলয়,
কুহরিলে পুন পিক মধুর পঞ্চমে,
বিহরিলে সমীরণ ত্যজিয়া মলয়
ফুটিয়া কমল মল্লী নবপবিমল,
সেই সন্ধ্যা, আব সেই দেবদারুতল,
সেই শুক্লদশমীর অর্দ্ধকায শশী,
নীরবে সুনীল নভে অগ্রে হ'তে বসি',
এক দিন, সেই পিতা ও বন্দের পাশে,
আব আমি অলক্ষিতে তরু অন্তরালে
মহতীব স্বরোগীত শ্রবণের আশে
বালিকা আমাবি কথা যেন হেন কালে
শুনিনু তাঁদেব মুখে, আব কা'ব কথা
কা'র কথা প্রাণনাথ! জান যোগেশ্বর
প্রবাসী শুনিল যেন স্বদেশ বারতা
বহু বৎসবেব পরে, 'পার্ব্বতী' 'শঙ্কর'

দুই নাম এক সঙ্গে শ্রবণে আমার
পশিল প্রথম সেই, দুটী ভিন্ন নাম
মিলিয়া সহসা চিত্তে করিল বিস্তার
কি এক বৈদ্যুত জ্যোতি দীপ্ত অভিরাম।
সে আলোকে বিশ্ব যেন নবীন আকারে
আমার নযনে মনে ভাতিল শোভন।

নিদ্রাভঙ্গে যেন কোন্ সিন্ধু পরপারে
আনন্দ নগরে পদ করিনু অর্পণ

কি সুধা সঙ্গীত গাহি' বায়ু গেল চলি',
ধরিল বিহঙ্গকুল কি মধু কাকলী,
কি নব গৌরব হাস্য চন্দ্রের বদনে,
কি নব সৌরভ শোভা কুসুমের ধনে
প্রিয় সারিকাটী মোর ছিল শির'পরে,
তুলে কি নবীন তান গেল শাখান্তরে।
কুরঙ্গ-শিশুর চারু চুম্বি' মুখখানি
কি দিব্য আমোদে কোলে লয়েছিনু টানি'

কবেকার ভালবাসা যেন এল মনে
স্বপনের স্মৃতি সম, অস্ফুট সুষম;
মনে হ'ল তুমি যেন কোন্ শুভক্ষণে
ছিলে কাছে, ছিলে যেন চিরসঙ্গী মম;
যেন তুমি কত মোর আপনার জন,
করেছ প্রবাস ত্যজি' দেশে আগমন

'ঋষি-আজ্ঞা শিরোধার্য্য',—বলিলেন পিতা,
'পার্ব্বতী আমার কিন্তু দ্বাদশে পতিতা,
—নিতান্ত বালিকা,—ভাঙ্গি' খেলার সংসার,
সত্য সংসারের তপ্ত কটাহের ভার
এখনি স্থাপিতে তা'র পুষ্পমৃদু শিরে
শঙ্কা হয় হে দেবর্ষি। তবে ধীরে ধীরে

ফিরাইতে বালিকার মানসের গতি
যতনিব যতিব্রত মহেশের প্রতি

গমনে উদ্যত হৃষ্ট ঋষির চরণে
উচ্ছ্বিরস জনকের নমিল শেখর,
বিন্ধ্য সম ; কিন্তু পুনঃ আশীষ-ধাবণে
ধীরোন্নত সমুজ্জ্বল শোভিল সুন্দর

চলিয়া গেলেন মুনি, বালিকার মনে
কি নব সংবন্দ যেন কহিয়া গোপনে ;
নলিনীর কাণে কাণে যেন কি বলিয়া
উষার অনিল কোথা যাইল চলিয়া

নবীন বাসনা এক ক্ষীণ-পবকাশ,
প্রতিপদ্ শশি বেখা, উদিল মানসে ,
সন্ধ্যার তারার মত কত না উল্লাস
উঠি' মনে সর্ব্ব অঙ্গ ছাইল হরষে
ইন্দুতাবা-বিলসিত নিশার গগন
আলোকে আঁধারে মেশা, তেমনি আমার
আনন্দ ভাবনা দুই সম অধিকার
করিয়া বালিকা-চিত্ত করিল কেমন !
ইচ্ছা হ'ত নিরজনে ভাবিতে তোমায় ,
[illegible] তুমি, কেমন তুমি, থাক বা কোথায় ?
তুমি কে, আমি কে ? নাহি দেখা চেনাশোনা,
তথাপি তোমার তরে কেন এ ভাবনা ?

বুঝিতে না পারিতাম, কিসের এ ভুল,
পরের লাগিয়া কেন পরাণ আকুল।

সখীরে সুধা'লে বালা বিজয়া সরলা
থাকিত নীরব ; জয়া চতুর চপলা
চাহিয়া মুখের পানে উঠিত হাসিয়া,
কহিত সে কত কথা করতালি দিয়া

মেলেনি চোখের দেখা লোকের বচনে
ফেলেছি হারা'য়ে মোর সমস্ত আপন !
অদেখা অচেনা দুটী সুদূর জীবন
পরের প্রসঙ্গবাক্যে কে জানে কেমনে
অতর্কিতে দেয় ধরা, বাঁধা পরস্পরে
একটী নিমিষে পড়ে কি মোহ মন্তরে

নিগূঢ় কি মায়াস্পর্শে সুগুপ্ত মরমে
সুপ্ত প্রেম ওঠে জাগি' ; শরৎ আগমে
তড়াগে পঙ্কজ সম , হৃদয় লালস
সহসা বিকশি' মুগ্ধ বিস্মিত বিবশ
নিরখে সম্মুখে চির আপনার জনে,
সর্ব্বস্ব বিকায় তার মোহন চরণে !

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

ক্ষণেক থাকিয়া মৌনী, "গেল কত দিন,
কোন্ গুপ্ত অমৃতের উৎসের উদ্দেশে
ধাইল তৃষিত মোর হৃদয় হরিণ,
ধাইল, জানে না কোথা, কি বা আছে শেষে "

ফেলিয়া নিঃশ্বাস, "সেই এক দিন আর,
দেখিনু মুরতিখানি যে দিন তোমার
আঁকা চিত্রপটে, জয়া দেখাইল হাসি'
অঞ্চলে লুকা'য়ে, যেন অমৃতের রাশি
কি মুরতি! সৌম্য শান্ত উ'জ্জল সুন্দর
অমল চন্দ্রিকা যেন নব-কলেবর।
স্বরগের পুণ্যরাশি মরতে রাখিয়া
দিয়াছেন বিধি যেন মানুষে আঁকিয়া

লিখিত আলেখ্যপদে ললিত অক্ষরে
তোমার অমিয় নাম পড়িল নয়নে,
পড়িলাম মনে মনে; শ্রবণ-বিবরে
চারিদিক হ'তে যেন মধুর নিস্বনে
পশিল সে ধ্বনি; কাণে আজিও সে নাম
তেমনি সুস্বরে যেন বাজে অবিরাম,
তেমনি সুরাগে যেন নিরন্তর জাগে
সে চিত্র আজিও মোর নয়নের আগে

ভাবুক যেমন রাখে সুকবির লেখা,
জীবনের স্থির বন্ধু, বিজনের সখা,
রাখিনু যতনে বক্ষে তোমার সে ছবি ;
হায় ডুবিল সে তথা' যথা সন্ধ্যারবি
সিন্ধুর হৃদয়ে জয়া লইয়া সেখানি
তোমার কতই কথা কত না বাখানি'
কহিত আমারে, এড়াইতে তা'র 'জ্বালা',
বিজয়ারে সঙ্গে করি' নিকুঞ্জ সদনে
বসিয়া গাঁথিতে রত কুসুমের মালা
কহিতাম গল্প কত, তাহার বদনে
সহসা শুনিয়া তব নাম সুমধুর
উঠিতাম চমকিয়া, মুখ ফিরাইয়া
কহিতাম কটু তারে কপট নিষ্ঠুর ;
বালিকা মুখের পানে রহিত চাহিয়া
অপ্রতিভ ছলছল যুগল নয়নে ;
মুছিতাম অশ্রু তার স্নেহের চুম্বনে

এমনি স্বপনময় দিনগুলি আসি'
স্রোত'পরি পুষ্প সম, কোথা' গেল ভাসি' ;
দিন গেল দিন এল, প্রতি আবর্ত্তনে
নিত্য নব ভাব দিয়া দেহে আর মনে।

ধীরে যথা শরতের পূর্ণিমার হাসি
ধরণীর শান্ত বক্ষ অলক্ষিতে ছায় ;

ধীরে যথা পুষ্পমাসে মল্লিকার রাশি
নিভৃতে কাননময় শয়ন বিছায়,
তেমনি নীরবে ধীরে হে চিরসুন্দর!
তোমাতে ভরিল মোর সমস্ত অন্তর

না হেরিতে রবিচ্ছবি, ঊষার আভাসে
সরস হৃদয়খানি খুলে শতদল;
না উদিতে পূর্ণ বিধু দূর পূর্ব্বাকাশে
উল্লাসে মাতিয়া উঠে সমুদ্রের জল;
তুমি দূরে অন্ধকারে, তবু হৃদি মোর
বিকসিত উল্লসিত তোমাতে বিভোর।
মনে হয়, দূর দুটী প্রণয়ীর মনে
প্রেমবার্ত্তা গতায়াত করে সঙ্গোপনে;
কহি' সে অনঙ্গলিপি প্রিয় আগমন
অগ্রে হ'তে তোলে চিত্তে তরঙ্গ প্লাবন

কোথায় রয়েছ তুমি, আমি বা কোথায়.
জানি না মিলিব কি না কভু দু'জনায়;
তথাপি, নলিনী সম, বিজনে বসিয়া
দূর দুর্ল্লভের পথ রহি নিরখিয়া।
সন্ধ্যা এলে তা'রি মত মুদিয়া নয়ন
একান্তে ধ্যায়িব তব আরাধ্য চরণ।
প্রভাতিলে রাতি যদি দেখ দাও আসি',
অরুণ নয়নে স্মিত করুণ সম্ভাষি',

জানি না তখন মোর ম্লান অঙ্গদল
তোমার প্রসন্ন কর-পরশে কোমল
ঝরিয়া পড়িবে কি না জানি না তখন
দর্শন-লালস মোর বিনিদ্র নয়ন
মুদিয়া আসিবে কি না চিরদিনতরে;
তবু আশা, পা'ব দেখা স্বপ্ন অবসরে"

—

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

একটী দীর্ঘশ্বাস নিঃসরিল ধীরে
"সে দিন গিয়াছে আর আসিবে না ফিরে;
জননী যতনে যবে আনন্দিত-হিয়া
শিখা'তেন শিবপূজা কাছে বসাইয়া।
বলিতেন, 'কর পূজা, মাগ' ইষ্টবর,
শ্রেষ্ঠ বর কর লাভ পূজিয়া শঙ্কর'
রসনায় পূজামন্ত্র, নিভৃত অন্তরে,
কান্তারকুসুমসম, নিতান্ত গোপনে
ভাষাহীন কি বাসনা নবরাগভরে
উঠিত ফুটিয়া ধীরে অতি সন্তর্পনে

দেখিতাম লুকাইয়া,—জননী যখন
শুভ্রবাসা একাকিনী বৃক্ষবাটিকার

কুসুমিত কুঞ্জপথে একান্ত নির্জ্জন
মন্দগতি, করে পুষ্প চন্দনের ভার
পশিতেন সুগম্ভীর দেবতা-মন্দিরে
নীরবে নিশব্দ পদে ভক্তিনম্র শিরে
দেখিতাম লুকাইয়া,। দেবতা সম্মুখে
বসিতেন যবে দেব পূজায় নিরত ;
অন্তরের কথাগুলি মন্ত্ররূপে মুখে
বলিতেন ধীরে ধীরে আহা। মনে হ'ত
মূর্ত্তিমতী ভক্তি বসি' শান্তির আলয়ে
তন্ময় হৃদয়ে যেন পূজেন চিন্ময়ে
কি আনন্দে কি ভক্তিতে বালিকা হৃদয়
হ'ত পূর্ণ, বাক্যে তাহা নহি ব্যক্ত হয়
আমিও আসিয়া পুষ্পচারু উপবনে,
তুলি' ফুল, সুরভিত নিকুঞ্জবিতানে
মুখরিত বিহঙ্গের সুমঙ্গল গানে,
একাকিনী বসিতাম দেব-আরাধনে
কোন্ দেব, কা'র পূজা ?—বলিতাম ভুলি'
মা'য়ের শিখানো সব শিবমন্ত্রগুলি।"

মন্দ হাসি বিকসিল সবাষ্প নয়ন,—
"মনে পড়ে ? মন্দাকিনী-পুলিনে যখন
অন্বেষি' অরুণ-দীপ্ত নিভৃত উদ্দেশে,
স্নানশুচি পট্টবাসে আলুলিত কেশে,

সযতনে একমনে সিক্ত সিকতায়
গঠিতাম মূর্ত্তি তব, বিজয়া সহায়।
আনিত সে শতপুষ্প বিকচ ধুস্তুর
দূর্ব্বা আর বিল্বদল যতনে মধুর।
ভুলিয়া পূজন, নাগকেশরের মালা
গাঁথিতাম ; চেয়ে চেয়ে রহিত সে বালা
সাঙ্গ হ'লে গাঁথা মালা ধরি' দুই করে
সাবধানে নবআশা-প্রফুল্ল অন্তরে
দিতাম তোমার গলে , হায় বালুকার
দেবতা পড়িত ভাঙ্গি মনআশা আর

কখন বা নগমূলে বিজন প্রদেশে
বিজয়ারে সাজা'তাম তোমার সে বেশে ;
অবাক্ রহিত বালা দাঁড়াইয়া স্থির :—
হইত ভূষিত বেণী ফণী মণিশির,
নীলকান্ত মণিময় কণ্ঠভূষা গলে,
মাখিত সরোজ রজ বিভূতির ছলে,
বেণীতে জটিল হ'ত কুটিল কুন্তল,
আবরিত অঙ্গ সিত অংশুক-অঞ্চল,
কর্ব্বুরিত স্বর্ণোল্লাসে দ্বীপিচর্ম্ম আর,
বকপুষ্পে বিলম্বিত শুভ্র অস্থিহার,
মণি মেরু হৈম হার ফণীর আকারে
বেড়ি' কণ্ঠ কক্ষতল দুলিত দু'ধারে,

বিপরীতমুখী ধরি' যুগল কমল
নীরব ডমরু হ'ত কোমল সুন্দর ;
নানাবর্ণ কুসুমের আসন শবল
বিছা'তাম তরুতলে শৈলেয় বিস্তর
শীতল সুবাসস্নিগ্ধ শিলাতল'পরি
সহর্ষ অবশ যেন চেতন পুত্তল
বালিকার চারু করকিসলয় ধরি'
স্থাপিতাম তদুপরি কি শোভা আমরি
সে প্রতিমার পাদতলে প্রেমে-পুলকিত
বসিতাম নত শিরে ভক্তিনম্র চিত
ধীরে ধীরে মুখ তুলে' দেখিতাম চেয়ে'
কপট গম্ভীর সেই স্মিতমুখী মেয়ে ;
দূরে যেত-পূজা ভক্তি, আনন্দে বিহ্বলা
চুম্বিতাম মুখ তা'র জড়াইয়া গলা
রক্তাশোকে পিকবঁধু উঠিত ঝঙ্কারি',
দরীমুখে সমীরণ উঠিত ফুকারি',
অদূরে আসিয়া জয়া করতালি দিয়া
গাহিত মিলনগান নাচিয়া নাচিয়া।
শূন্যমনে কত দিন, জানি না কেমনে,
ভ্রমিয়াছি কত দূর বন্ধুর গহনে ;
অরুণ প্রচণ্ড হ'যে উঠিত মাথায,
নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষ্ণা, চলেছি কোথায

শেষে হায় ক্লান্ত বসি' চন্দনের মূলে,
যেতাম ভাবিতে তোমা' আপনারে ভুলে'
নিবোধিত পঞ্চপথ, উদ্বোধিত মন,
মনে হ'ত তুমি যেন এসেছ কখন ;
চরণ-অরুণ স্পর্শে হৃদয়কমল
মধুর কোমল রাগে হ'ত বিকসিত ;
কি শোভা সৌরভ আর কি জ্যোতি বিমল,
কি গম্ভীর বেদগান কম্বু-সহকৃত
মুহূর্ত্তে ভরিত মোর সমস্ত হৃদয়,
আরতি-ব্যাপৃত যেন সন্ধ্যা দেবালয় ;
ভকতি-চন্দনে লিপ্ত মানস-কুসুম,
দেবতার পদে যেন, রহিত নিঝুম

কতক্ষণ এ ললিত মিলন স্বপনে
থাকিতাম নিমগন নিরজন বনে ;
ভাঙ্গিত সে স্বর্গসুখ সখীরা আসিয়া !
জয়া ধরি' মোর পাণি   বাঁধাইত টানাটানি,
'ভাল লো বাসিলে ভাল'—বলিত হাসিয়া,
পাগল হইলে তুমি ভাল যে বাসিয়া ।'
বিজয়া বলিত, 'সখি !   এ কেমন ভাব দেখি !
ঠাকুরাণী ফিরে তোমা' সব অন্বেষিয়া,
আর তুমি একাকিনী এখানে বসিয়া ?"

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

বসিলা উঠিয়া ধীরে নীরব তাপসী
ক্ষণেকের পরে পুনঃ, "শুনিনু একদা,
উৎকর্ণ অদূরে আমি অন্তরালে বসি,'
বলিছেন পিতা, 'রাণি। অন্যমনা সদা
জান কি কিহেতু হেরি প্রাণের কন্যায়?'
'জান না কি মা আমার পিনাকীর পায়
বিকায়েছে আপনারে? হা হতভাগিনী।
হ'তে চায় গৃহহীন নিঃস্ব সন্ন্যাসীর
দুঃখিনী গেহিনী!' মাতা বলিলা অধীর
'সৌভাগ্য আমার, গৌরী শিবানুরাগিণী',
বলিলেন পিতা, 'মূঢ়ে। নিন্দ'না তাঁহারে
ত্রিভুবনে মহেশ্বরে কে বুঝিতে পারে?
জ্ঞানের অতীত তিনি সর্ব্বজ্ঞানময়;
পদে তাঁ'র দেবগণ সদা নত রয়'
'কি জানি অবলা আমি!'—বলিলা জননী,
'জানিবারে নাহি চাই তোমারি ঘরণী
তুমি যা' বুঝিবে আজ, ভাল মোর তা'ই;
তুমি যা' করিতে চাও তা'ই আমি চাই।'

কত দিন পরে শুনি, তুমি এই বনে
শান্তিময় গিরিতটে বসি' বীরাসনে

আছ মগ্ন যোগে, অতি সন্নিকটে আর ;
বাঞ্ছিত নিকটে আসে ধ্রুব বাসনার।

আছ তুমি সন্নিধানে, বলিলেন পিতা,
কন্যার আনন্দ বুঝি মাতা আনন্দিতা
চুম্বকের আকর্ষণ প্রণয়ি-যুগলে
করে সন্নিহিত গুপ্ত বৈদ্যুতিক বলে।
আপনি চরণ মোর চলিল তথায়
তুমি যথা' আছ মগ্ন কা'র ভাবনায়
দেখিনু তোমারে শ্যাম-দেবদারু তলে
নবীন নীরদ অঙ্কে ধবল অচলে।
কি দেখিনু, অভিনব, অতুল, অনুপ !
কোটীকামকমনীয় রূপ অপরূপ।
যোগমগ্ন, মহাসুখ মহাশান্তি আর,
একাধারে একাকারে সম্মুখে আমার !
চিরস্বপ্ন সত্যরূপে দিল দরশন ;
দরিদ্রে পাইল করে কামনার ধন ;
চিররম্য চিরাগম্য গন্ধর্ব্বনগর
আসিল সমীপে যেন ত্যজিয়া অম্বর
মহতের অবয়বে কি দৈব শকতি,—
প্রথম দর্শনে চিত্তে জাগায় ভকতি,
আকর্ষে চরণে তার দর্শকের শির,
করে তা'র কর স্বেচ্ছা-সেবায় অস্থির।

আপনি মস্তক মোর নমিল সে পায়,
হস্ত যেন ব্যস্ত হ'ল সেবিতে তোমায়
স্মরণে কি নাই নাথ! সে সেবা আমার—
বালিকার দেবপদে ভক্তি উপচার ?
পাইয়া ইঙ্গিত তব যোগপ্রয়োজন
আনন্দে আনিয়া কুশ পুষ্প দীপ জল,
সাজা'তাম বেদি 'পরে, অজিন আসন
পাতিয়া দিতাম তায়, তেমনি অচল,
তেমনি গম্ভীর তুমি রহিতে নিয়ত,
বল্লরী সেবিত পদ পর্ব্বতের মত
অপাঙ্গে প্রীতির রেখা, তড়িল্লেখা সম,
কখন বা উদ্ভাসিত হৃদাকাশ মম।
অর্পিতাম পত্র পুষ্প চরণে তোমার!
কোথায় বা ক্ষণপ্রভা নিশার আঁধার!
চাহিতে না মোর প্রতি বাম তুমি হায়!
তবু কি অপূর্ব্ব সুখ খেলিত হিয়ায়!
ভাবিতাম, কেন তুমি বিরাগী এমন,
কার লাগি' ভাব বসি' হেন নিশিদিন!
কে তোমার হেন ধ্যান ধারণার ধন!
ঈশ্বর কাহার তরে বিবস মলিন!
মনে হ'ত,—হায়! নারি অবশহৃদয়,—
মানসে কত না তব দুরাশা-উদয়!

মনে হ'ত, তুমি যেন ভাবিতে আমারে !
প্রণয় বিচিত্রদৃক্,— পাষাণমাঝারে
হেবে সে প্রেমের ছবি ; যা'রে ভালবাসে,
মনে ভাবে, সেও ঝুরে তা'র প্রেম আশে ;
প্রিয়েব সকল কাজ, সকল বচন,
মনে ভাবে, একমাত্র তাহারি কারণ।

প্রাণেশ্বর ! একি মোর মিথ্যা অনুমান,
দুরাকাঙ্ক্ষ মানসের জাগিয়া স্বপন
আপনার মন দিয়া প্রিয়জন মন
প্রণয়ী বুঝিতে পারে, দিব্য তাঁ'র জ্ঞান .
প্রেমিকেব গুপ্তচিত্তে প্রেমপ্রতিচ্ছায়া
দূর প্রেমিকের মনে প্রকটে গোপনে ;
একেব উদাসভাব আর স্নেহ মায়া
কেমনে ফুটিয়া উঠে অপরের মনে।"

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

ক্ষণেক নীরব, যেন ঝটিকার আগে
নিঃস্তব্ধ প্রকৃতি ধীরে ফেলিয়া নিঃশ্বাস
বলিলা পার্ব্বতী, "এখনো মানসে জাগে
সে ঘোর দুর্দ্দৈব হায় ! আশাতে নৈরাশ !

কোন্ পাপে হারাইনু তব শ্রীচরণ !
এখনো কাঁপিছে হৃদি করিতে স্মরণ।"
স্তম্ভিত সে বনস্থলী, জঙ্গম স্থাবর,
স্তব্ধ অনিমেষনেত্রে যত নভশ্চর

"একদিন,—হায় নারী ! মানস-গগনে
সাধের প্রাসাদ রম্য তুলেছ যতনে ;
কত না আশার সাজে বিচিত্রবরণ
সাজায়েছ তা'র ভিত্তি প্রাঙ্গণ তোরণ,
রচিয়া মঙ্গলবেদি দিব্য তা'র মাঝে
বসায়েছ আপনার হৃদয়াধিরাজে ;
একদিন অকস্মাৎ ফেলিতে পলক
থামিল উৎসবগীত, নিভিল আলোক
কোন্ সূক্ষ্ম পথে আসি' দৈব প্রতিকূল
একটী ফুৎকারে সব করিল নির্ম্মূল

শরৎ আসিয়াছিল পূর্ণিত যৌবনা
বরাঙ্গনা সম, সর্ব্ব অঙ্গে রূপরাশি
উছলিত, স্তোকাবৃত শ্যামল অঞ্চলে
কুসুমস্তবকভার, তটিনী রশনা
হংসমালা-মুখরিত, সুমশুভ্র হাসি
বিম্বাধরে, নীলাম্বর ব্যাপিয়া কুন্তলে ;
সহসা বহিল মৃদু বসন্ত-পবন
সঞ্জীবন, বনদেবী সুখতন্দ্রালস

সহসা জাগিয়া দেখে নবীন বয়স,
সর্ব্ব অঙ্গে তা'র পুন নবীন যৌবন,
মধুকণ্ঠে উঠে পুন কোকিলঝঙ্কার,
সরাগ সকল অঙ্গে পুলকসঞ্চার
রসালমুকুল ছলে, উন্মীলি' নয়ন
চলভৃঙ্গ পঙ্কজের, হেরিয়া সম্মুখে
ঋতুরাজে ববসাজে, নবমল্লিকার
মুখে মৃদুহাসি, কর্ণে নব কর্ণিকার
অলকে অশোক ফুল্ল, পলাশ কিংশুকে
অরুণ অংশুকে যেন আবরিয়া কায়
বসিল আবার নব বধূটীর প্রায়
ভরিল উল্লাসে নব সমস্ত কানন,—
মিশিল প্রণয়ী সহ পশুপক্ষিগণ,
সঞ্চরি' ভ্রমর পুনঃ চঞ্চরীর সনে,
গাহিল মিলনগীত মিলিত গুঞ্জনে

হেন কালে, একদিন, নবীন আশায়,
নবীন কুসুমে সাজি', লতিকার প্রায়,
তোমার চরণে গিয়া, নম্রশির প্রণমিয়া,
কম্প্র পুলকিত করে পুষ্করের হার
দিতেছি শ্রীপদে মম ভক্তি উপহার ;
তুমিও আশীষ দিয়া নিতেছ আদরে ;
পড়িল নয়ন মোর নয়নের পরে ;

একি অহ . অকস্মাৎ . —বিনা মেঘে বজ্রপাত,—
জ্বলিল তৃতীয় নেত্র ধক্ ধক্ ভালে,
পুড়িল পতঙ্গ কোন্ সে বহ্নি করালে
জ্বলিল অনল, মোর নিভিল সংবিত ;
চেতন লভিয়া পরে দেখিনু অবনী'পরে
কেবল ভস্মের রাশি পবন-তাড়িত,
—শরহত সহচর, কুররী রোদনপর
অদূরে মদনবধূ ধূলি-ধূসরিত
দূরে ঊর্দ্ধে দেবগণ নীরব স্তম্ভিত।

হায়! হায়! কোথা' তুমি—সে রজতগিরি
পিঙ্গজটা সানুতটে ফণি শৃঙ্গ ধরি'!
কোথা' আমি, হায় তুমি কোন্ দেশান্তরে!
না ধরিতে ইন্দ্রধনু লুকা'ল অম্বরে

মিটা'তে প্রাণের তৃষা সেবিনু সাগর,
না ছুঁইতে, বারি তা'র গেল শুকাইয়া ;
হেরি' সে মূরতি গেনু তাপিত অন্তর,
মরুমরীচিকা সম গেল মিলাইয়া

হায় রে মাধবি! কত উল্লাসে দুলিয়া
ছুঁয়েছিলি স্থাণু-অঙ্গ আশায় ভুলিয়া ;
অন্তরিত আজ সে যে, ধূলি'পরে পড়ি'
দলিত মলিন তুই দিস্ গড়াগড়ি!

হায় চক্রবাকী, কমল কেশর মুখে
সহচর তরে ল'যে যেতেছিল সুখে,
কাল নিশামুখ আসি' নিরাশিল তা'রে ;
বিধুরা বিহগবালা কাঁদে নদীপারে ।

অচিন্ত্য তোমার লীলা, কে বা মর্ম্ম পায় !
তোমার প্রণয়ে দেব । পুণ্য বাসনায়
মর্ত্তের মদন মন্দ থাকিতে কি পাবে ?
আগে তাই নিজ তেজে দহিলে তাঁহারে ।

অথবা আমারি ভ্রম,—কামক্লিষ্ট মনে
শান্তির স্বরূপ তোমা' পাইব কেমনে ?
ধরে কি বিধুর বিম্ব আবিল চঞ্চল
আপন হৃদয়'পরে সরসীর জল ?

ফিরিলাম গৃহমুখে ; হায় ! মুগ্ধা বালা,
যাইতে মন্দিরপথে হাতে ফুলডালা
পূজিতে দেবতা তা'র, দেখে সব অন্ধকার,
ভগ্ন দেবালয়, ইষ্ট মূর্ত্তি অপহৃত ;
সে যেমন ফিরে আসে লজ্জিত ব্যথিত !

ফিরিলাম মা'র কোলে—কন্যা যথা ফিরে
রাখিয়া হৃদয়নাথে জাহ্নবীর তীরে,
চিতার আগুন বুকে ধরি' অনির্ব্বাণ,
সব আশা সুখ সাধ দিয়া বলিদান

ফিরিলাম গৃহে,—কোথা' শান্তি নিরমল ?
এসেছে আমার সঙ্গে স্মর-চিতানল,
লেগেছে আমার অঙ্গে দেহভস্ম তা'র,
রতির বিলাপ কাণে বাজে অনিবার।

ফিরিনু ভবনে চিরবিরহ কাতর ;
ফিরিল কুলায় পাখী বুকে বেঁধা শর।"

নীরবিলা গিরিবালা,—হায় রে যেমতি
নীরবে পূরবী-তান করুণ মধুর,
সন্ধ্যার মন্দিরে যবে ফুরায় আরতি,
তবু বাজে বাঁশরীর সে উদাস সুর।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

ক্ষণেকের পরে,—"নাথ ! কি বলিব আর !
ফুটেছে কুসুম সে কি মুদিবে আবার ?
জ্বলেছে অনল মনে, চাপা র'বে সে কেমনে ?
রমণীর প্রেমানলে সরম-অঞ্চল
না হইয়া আবরণ আহুতি কেবল

তোমারে ভুলিতে বলে হায় পরিজন !
হৃদয়ে ধরেছে যা'রে তাহার চরণে
চিরতরে নারী নিজ সঁপিয়াছে মন ;
জীবন থাকিতে তা'রে ভুলিবে কেমনে ?

রহিব কেমনে বাসে—বহিব কি আশে,
দহিব কি আজীবন বিরহ-হুতাশে ?
তুমি নাই কাছে নাথ প্রাসাদ রাজার,
সে যে মোর নিরানন্দ গহন আঁধার।
তুমি যদি কাছে নাথ বিকট শ্মশান,
সে যে মোর চিরানন্দ নন্দন সমান
হে বন্ধু হে প্রাণপ্রিয়। তুমি কোন্ দূরে,
রহিব কেমনে আমি অন্ধকার পুরে ?
কুশাঙ্কুর বিঁধে যদি কঠিন চরণে,
যা'র বেঁধে সেই জানে কি বেদনা তা'র ;
হায় শম্ভু অবলম্ব কোমল মরমে
বিঁধিয়াছ ; তুমি বিনা কে করে নিস্তার ?
লোকে বলে কণ্টকেতে কণ্টক-উদ্ধার

প্রাণ যে তোমারে চায়—পাইব কোথায় ?
তৃষিত হরিণী সম মরি পিপাসায়।
ফণিনী নিশ্চিন্ত মনে রহিবে কেমনে
আপন মাথার মণি হারাইয়া বনে।

ভবনে কেমনে পা'ব তোমার দর্শন ?
তুমি যে শ্মশানে বনে বিষণ্ণ উদাস মনে,
ভালবাস বনবাসী যতি ব্রতিগণ ;
ক্ষীণ দেহে হীন বেশে তোমার শরণে এসে
চরণ লভেছে শুনি মুনি যোগী কত ;

বন তব পঞ্চানন প্রিয়তম নিকেতন ;
যোগিশ্রেষ্ঠ ! ইষ্ট তব কষ্ট তপোব্রত ।
পায় তোমা', তোমাতে যে একান্ত-নিরত
পরম মঙ্গল শিব চরণ কমল,
তাহে সদা ঢলঢল প্রেম পরিমল ;
সে বাসে হইয়া অন্ধ সংসার আলান-বন্ধ
ছেদি' করে পলায়ন মনো মত্তকরী,
সুখময় গেহতরুতল পরিহরি,'
পরিজনমায়া তাঁ'রে ধরি' কি রাখিতে পারে ?
সকল আপন জনে যা'রে লভি' পায়,
সে পরম আপনার জন আশে ধায় ।
তোমারি লাগিয়া তাই যোগিনীর বেশ
ধরিনু, বাঁধিনু তনু কঠিন বল্কলে,
ভস্মে অঙ্গ ধূসরিত, শিরে রুক্ষ কেশ,
অক্ষ হারে বক্ষ, কর শোভিল বৈদলে ।
মায়ের স্নেহের উমা রাজার নন্দিনী
ভিখারিণী চলিলাম বনে তপস্বিনী ।
পিতার সে উপদেশ স্নেহযুক্তিময়,
জননীর সাশ্রুমুখে আকুল বারণ,
বিজয়ার ম্লান চক্ষে বিষাদ বিস্ময়,
জয়ার ধরিয়া কণ্ঠ বিকল রোদন,
মৌনানন বন্ধুজন, স্তব্ধ পৌরগণ,

নিশব্দ পাষাণ স্থির চাহি' বহুদূর
বিলাসের লীলাভূমি রাজনিকেতন,
সযত্নপালিত পশু বিহগ বিধুব,
স্বহস্তবর্দ্ধিত তরু লতিকা নিচয়,
তেয়াগি' সকল, শিলা কঠিন হৃদয়,
নিশার আকাশে যথা ধায় বহ্নিতারা
মহাবেগে কা'ব টানে জ্বলন্ত পরাণ,
ধাইনু কাননে আমি হ'য়ে আত্মহারা
পাইতে তোমার পদে শান্তিসুখস্থান
চলিনু লইয়া সঙ্গে গুরু আশীর্ব্বাদ ;
ছত্র সম শির'পরে করিয়া ধারণ
বৃষ্টি রবিতাপ সম বিপদ্ বিষাদ
সকলি সহিব বনে অম্লানবদন
আমার সমস্ত মন অর্পিত তোমায়
ভাবিতে পারেনি ভয় কেমনে কোথায়।

নিভৃত এ গিবিবপ্রে নিবিড় কান্তারে
বাঁধিনু উটজ ক্ষুদ্র নির্ঝরের ধাবে,
পশু পক্ষী সরীসৃপ নির্ভয় অন্তবে
তাহাদের একজন ভাবিয়া তোমায়
আসিত নিকটে। কি এক আনন্দ ভরে
ভক্ষ্য ভক্ষকেতে মিলি' মাতিত খেলায়
ভেক-মুখে দিত সর্প কীট অন্বেষিয়া,

লতায় বাঁধিলে শৃঙ্গ মত্ত হরিণীর,
শার্দ্দূল আসিয়া দন্তে দিত ছাড়াইয়া ;
মদকল করি-গণ্ড কেশরী সুধীর
বিমর্দ্দিত সুখে পটু সনখর করে ;
নাচিত উল্লাসে ফণী কলাপি গোচরে

অতি সন্তর্পণে আসি' সকাশে আমার
নিশব্দে ঘেরিত সবে মোর চাবি ধাব ;
হেরিত সকল কাজ বিস্মিত নয়নে,
শুনিত সুস্থির যেন বিমুগ্ধ শ্রবণে
নবীন মানব ভাষা ; কভু অবসরে
শুনিত কাহিনী, মনুষ্যজীবন কথা,
কোথা' ধর্ম্মপথে সুখ, কোথায় বা ব্যথা
অধর্ম্মের পথে, যেন বুঝিত সকল
শাখামৃগগণ নিত্য স্নেহপ্রীতিভরে
যোগাইত নানারস স্বাদু বৃক্ষফল,
আনিত নলিনীপত্রে নির্ঝরিণীজল

হাসিত কুসুমরাশি বাসগৃহ-ঘরে,
মনের উল্লাস যেন ফুটিত বাহিরে
মনে যে উঠিত তান শান্ত সুমধুর,
পাখীরা ধরিত আসি' সেই গান সুর,
মৃদুকল নির্ঝরিণী যেত দূরে বাহি'
সমীরের সহ মিলি' সেই গান গাহি'

মহতের চিত্ত সম নিত্য নিরমল
সুপ্রসন্ন সমস্ত সে হ'ল বনস্থল।
বিস্তারিল শান্তিছায়া বিমল মধুর
করিতে যোগের পথে মোর শ্রান্তিদূর

নগোপরি স্নিগ্ধছায় নমেরুর তলে,
অর্দ্ধতৃণ চমরীর রোমন্থের স্থলে,
বিহগকাকলী যথা সুভগ শ্রবণে
মিশে নিত্য প্রস্রবণ জল কলস্বনে,
মন্দারের মকরন্দ ল'য়ে গন্ধবহ মন্দ
আন্দোলিয়া মন্দাকিনী হিমদ্রব জল,
আনে বহি' তা'র লঘু শীকর শীতল,
সরাইয়া গন্ধমৃগ শুষ্ক নাভিনাল,
সুবাসিত শিলাতটে মসৃণ বিশাল
বিস্তারিয়া কুশাসন, মৃগচর্ম্ম আস্তরণ
করি' তা'র, তদুপরি নাসাগ্র নয়নে
বসিনু একান্তমনে তোমার চিন্তনে।

ভাবিতে-ভাবিতে তোমা' জগৎ সংসার
যাইতাম ভুলে' ; যেন নিবিড় আঁধার
নামিত বাহিরে, আর মানস-মন্দিরে
কি এক আলোক দিব্য উ'জলিত ধীরে,
সেখানে কেবল তব চরণ কমল
পূর্ণ পরিমল সদা হেরিত নয়ন ;

আর মোর মনোভৃঙ্গ নীরব নিশ্চল
তাহাতে পড়িত ঢলি', হারা'ত আপনি
আপনি ধ্বনিত কণ্ঠ তব পঞ্চাক্ষর
মহামন্ত্র, মহতীর সম নিরন্তর "

নীরবিলা যোগমায়া ক্ষণেক নীরব,
স্বপনে মগন যেন ; মীলিত নয়ন,
স্থির দেহলতা, দশ ইন্দ্রিয় তাঁহার
লীন একাদশে যেন, যোগীর প্রকার

অষ্টম উচ্ছ্বাস

কতক্ষণ পরে ক্ষীণ সুধীর বচন
"হায . নাথ স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন সদা ;
স্বপ্নসুখে ভুলি' কত রহিবে প্রমদা ?
স্বপ্ন যে চপলা প্রভা বর্দ্ধিতে আঁধার
সত্য রূপে নিত্য দেব চরণ তোমার
ধরিতে বাসনা হৃদে ; জুড়া'তে জীবন
জানি না কি আছে মোর অদৃষ্ট লিখন ।

মনে হ'ল,—গৃহে বসি' ভাবিয়া কেবলি
কবে কা'র সিদ্ধিলাভ ? কর্ম্মলভ্য ফল
ইচ্ছাবশে কা'র করে হয় অগ্রসর ?
কে পায় তপস্যা বিনা দেবতার বর ?

তপোগম্য তুমি দেব দুরারাধ্য অতি,
তোমারি চরণ আশে তপস্যায় ব্রতী
হইনু একাগ্র মনে সঁপিয়া আপনা'
কি অসাধ্য কি বা সাধ্য ছিল না ভাবনা।
মিতাহার অনশন ক্রমিক অভ্যাসে
শীর্ণ দেহে দৈত্যবলে সব অনায়াসে
সাধিনু নিয়ত স্থির উৎসাহ-সহায়
ব্যাপৃত সমস্ত চিত্ত তোমার চিন্তায়
না গণিত শরীরের ক্লেশ অগণন
তোমার প্রেমেতে মোর মহাবল মন
ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গণে, যথা নরেশ্বর,
করাইল সব কাজ কঠোর দুষ্কর
মনে যার আছে বল তা'র ভূতচয়
শরীরে পীড়িতে আসি' মানে পরাজয়
দেহে পড়ে তীক্ষ্ণ অসি, মন স্থির রহে বসি';
ভীমদণ্ড রাজরোষে দিয়াছে ধিক্কার
অম্বর তনয় আর জার অহল্যার

প্রখর নিদাঘ-দিনে চারি দিকে জ্বালি'
শমীর্যি অনল, তা'রি মাঝে অঙ্গ ঢালি'
কৃতাঞ্জলি ঊর্দ্ধাননা, তব ধ্যানে নিমগনা,
মধ্যাহ্ন নিরভ্র নভে সে সহস্রকরে
বদ্ধ অনিমেষে নেত্র ছিনু অকাতরে

বর্ষার অজস্র ধারা ঘোর তমিস্রায়
সয়েছি বিবৃতশিরা স্মরিয়া তোমায় ;
ঝটিকা করকাঘাতে টলেনি চরণ ;
চঞ্চলা চমকি' ভয়ে নাদিত ভীষণ

হেমন্তে অলকনন্দা-হিমানী-শীতলে
ছিলাম আকণ্ঠ ডুবি' স্রোতোহীন জলে
শিশিরার্দ্র শিলাতলে, হিমবর্ষী সদাচলে,
শুইয়া সুসিক্ত বাসে, নীলাকাশতলে
হেরিতাম সপ্তঋষি-মাঝে অরুন্ধতী,
তারাদলে শীতকর ফুল্ল তারাপতি।

এ নহে লভিতে শত প্রশংসা-বচন
কুহকীর যাদুখেলা, মিথ্যা প্রাণ অবহেলা
দক্ষ মায়াবীর ; এ যে নারীর যতন
পাইতে প্রাণান্ত পণে কান্তের চরণ।

এস তুমি এস নাথ ! সে মূরতি ল'য়ে,
যে মোহন রূপ মোর জাগিছে হৃদয়ে।
আপনি এস হে তুমি, এ বিজন বনভূমি ;
বিপ্রবরে প্রেমার্থিণী বরার্থিণী প্রায়,
পড়ি না ক যেন দেব ! কারো ছলনায়।

এমনি অধীর আমি, তুমি আছ স্থির ?
উথলে তটিনী যবে থাকিয়াছে স্থির কবে
নদীর জীবননিধি জলধির নীর ?

কাঁপে না কি মহীরুহ, সমীর-হিল্লোলে
তা'র অঙ্গ-বিহারিণী লতা যবে দোলে ?"

ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যজি' নীরবিল সতী
পরে—"নাথ! অনুক্ষণ হেন তপে ব্রতী
যাপিনু বরষ চারি, বারি সমীরণ
সেবিয়া শশীর কর, তরুর মতন।

আপনি স্খলিত পর্ণ ক্ষুধানাশ করে
তাপসের ; উদাসীন তাহারো উপরে
ছিনু আমি অনাহারে কি বা হানি তা'র
অটল উৎসাহ মনে যা'র অনিবার।"

"ধন্যাসি অপর্ণা," শূন্যে হ'ল উচ্চারিত ;
শীতল বহিল মন্দ বায়ু সুগন্ধিত,
বরষিল শির 'পরে সুরবালাকুল
আনন্দাশ্রু-সুশীতল নন্দনের ফুল।

প্রার্থনা।

দ্বিতীয় আবেগ।

প্রথম উচ্ছ্বাস

নন্দনের পুষ্পরাশি সুন্দর সুবাসময়
সুরবন্দ্য সে প্রতিমা পূজিয়া পড়িয়া রয়
চারি পাশে ফুলরাশি, ফুলে ভরা তনুখানি,
কুসুমের সিংহাসনে যেন কুসুমের রাণী
দাঁড়াইলা পুষ্পময়ী, শেফালিকা যেন মরি !
মন্দানিলে ঝর ঝর—প্রসুন পড়িল ঝরি' ;
দুলিল কপোলতলে জটিল অলকচয়,
বিকচ কমলে যেন নাগশিশু কতিপয়

দাঁড়াইলা উমা, বামে ঈষৎ হেলায়ে শির,
প্রেমাকুল ত্রিনয়ন সুদূর-প্রেরিত স্থির,
যুড়িয়া যুগল কর ধরিয়া বক্ষের 'পরে
ক্ষণেকের মৌন অন্তে বলিলা কাতর স্বরে ;

নীরব সে বনভূমি, নিথর নিশীথ বুকে
জাগিল বেহাগ যেন আকুল বিরহদুখে ;—
"প্রাণনাথ এস এস, চাতকিনী তৃষাতুর,
দরশন-বারিদানে কর তা'র তৃষা দূর।

কত আর র'বে দাসী আধেক জীবন বহি' ?
সাধ বুঝি পূরিল না ? তুমি নাথ এলে কই ?"
ধীরে নিঃসরিল দীর্ঘ নিঃশ্বাস কাঁপায়ে বুক ;
মুকুর মলিন বাষ্পে, অশ্রুম্লান হ'ল মুখ

বলিলেন হরবাঞ্ছা ;—পঞ্চম বরষ যায়,
ভাসিয়াছি দুঃসাহসে এ ক্ষীণ-দেহ-ভেলায়
দুস্তর তপঃপাথারে ; কবে বা হইব পার,
কবে সে অভয়পদ জীবনের পা'ব আর ?

তবে কি ফিরিয়া যাব ? সে ত নাথ ! পারিব না
চরমে যাহাই থাক্, ত্যজিব না এ সাধনা
এ ব্রতে জাগিয়া র'ব জ্বালিয়া আশারি বাতি,
দেখি কি ফুরায় আগে জীবন বা দুখরাতি ।

ভেদিয়া মলিন পঙ্ক সলিল শেবলাবৃত,
রবির আলোক-আশে আকুল তৃষিত-চিত
ওঠে যে মৃণালীলতা, সে কি কভু অর্দ্ধপথে
দুবে ভা'বি' প্রাণান্তে ফিরে ভগ্ন মনোরথে ?

আর কি ফিরিতে পারি ? আসিয়াছি বহুদূর ;
ওই না নয়নে ভায় দিবস্পৃশ শিবপুর !
সেখানে বাজিছে বাঁশী, পশিছে শ্রবণে তান ;
সেখানে ফুটেছে ফুল, আসিছে সুরভি ঘ্রাণ

হউক্ বিক্ষত দেহ মৃণাল কণ্টকাঘাতে,
সুবিষম বিষধর থাকুক্ লুকা'য়ে তা'তে,
আঘ্রাণি' সৌরভ তা'র, লভি' স্পর্শ সুকোমল,
কে মূঢ় ফিরিয়া আসে না তুলিয়া শতদল ?

ফিরে যা'ব ? কেন দেব ! এতই দুর্ব্বল আমি,
এতই দুর্লভ হায় ! তুমি হে প্রাণের স্বামী !
হউক্ অবলা নারী, হও দূর দুরাসদ,
থাক্ পথে প্রতিবন্ধ শত মুনি ঐরাবত,

তবু জাহ্নবীর মত প্রেমসিন্ধু তোমা' পানে
ছুটিবে সে অবিরাম অটুট প্রাণের টানে ;
তপঃপূত অভিলাষ যেন মূর্ত্ত ভগীরথ
বিমোহন শঙ্খনাদে সতত দেখা'বে পথ

কত নদী কত বন, করি' সবে বিলঙ্ঘন,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ 'পরে পাইয়াছি দরশন
দেবমন্দিরের মম ; না দেখিয়া দেবতায়
ফিরে' যা'ব দীন মুখে দীর্ণবুকে নিরাশায় ?

ফিরে যা'ব ? নিরাশায় ? কেন নাথ ! ভাগীরথী
নামি' দূর শৈল হ'তে ধায় ক্লান্তিহীন-গতি ;
তখন সরিৎপতি প্রসারিয়া শত কর
ধরিতে হৃদয়ে তা'রে হয় না কি অগ্রসর ?

নাহি যদি আস তুমি, থাক দূরে অদর্শন,
যাইব তোমার কাছে করিয়াছি স্থিরপণ
সিদ্ধি যদি থাকে দূরে সাধনা কি যাবে ফিরে
যত দিন নাহি পূরে চিরাদৃত আশা ?
বারি যদি নাহি আসে যাইবে পিপাসা

বাণ কি বিমুখ হয় আপনার লক্ষ্য হ'তে ?
সমীর কি আসে ফিরে' বাধা যদি পড়ে পথে ?
উচ্চ কিংবা নীচ মুখে, অচ্ছির-বারির প্রায়,
পশ্চাতে না ফিরি' নারী আপনার বেগে ধায়

যা'ব আমি, অসম্পূর্ণ এ মোর সাধনা যদি,
দেহ মন ঢালি' ব্রতে যা'ব আমি নিরবধি
যা'ব আমি যত দিন না পাই চরণ তব ;
তুমি মোর ধ্রুবতারা পথহারা নাহি হ'ব ”

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ।

“সত্য কথা,—নারী আমি, অবলা জগতে,
কি বা কর্ম্ম অবলার হ'তে ?
তাহার কুসুম-তনু, নবনী-হৃদয়,
লোল চিত্ত লজ্জাভীতিময়,
কঠিন কর্ম্মের তরে নয়

নারী কি মানবী নয় ? নারী কি কাতর
কর্ম্মপথে হ'তে অগ্রসর ?
নারী আমি !—সে কি শুধু বিলাসের ফুল,
পুরুষের খেলার পুতুল ?
কেবল কি নরের সে ছবির মতন
সাজাইতে সুখনিকেতন ?
রচিত সতর্ক যত্নে উন্নত আসনে
বসি' র'বে জীব অচেতন,
শত মুগ্ধ নয়নের প্রশংসা-বচনে
র'বে স্থির বধির শ্রবণ ?
হাসি মুখ মূক অনুক্ষণ ?
নারী আমি ! নহে নারী নরের কেবল
জীবনের সঙ্গিনী কুশল,
প্রাণের অভাব ক্ষত করিতে পূরণ
সুখসেব্য স্নেহপ্রলেপন !
তাহারো স্বাধীন সত্তা, পুরুষের মত,
আছে প্রাণ স্বতন্ত্র নিয়ত ;
আছে তা'র শক্তি সাধ শক্ত নিপুণতা
সাধিবারে জীবনের ব্রত

বঙ্গীর আছে কাজ, আছে তার বল,
কর্ম্মপথে চরণ অটল
প্রাণনাথ ! কি তায় বিস্ময় ?

প্রেম তা'র রক্তরূপে দেহে চলাচল,
ধর্ম্ম তা'র অস্থির সঞ্চয়,
কর্ম্মে নারী বাসে না ক.ভয়।
রবে সে পতির বুকে—প্রেম-সিংহাসনে,
তবু র'বে অসি করে তা'র,
তবু সে, চঞ্চলা সম, ঘনরণাঙ্গণে
শত্রুদলে করিবে সংহার।
হে শঙ্কর ! মিথ্যা নয়; ভেবে' দেখ মনে,
কান্তা হ'বে ভীমা অবতার,
শান্তি হ'বে শক্তির আকার ”

ক্ষণেক নীরব, পুরে আরক্তিম অভিমানে
তুলিয়া কুমুদানন, বলিলেন ক্ষুব্ধ প্রাণে

"তোমরা পুরুষ—তারে 'অবলা' বলিয়া
রাখিয়াছ চরণে দলিয়া ;
যদি সে উঠিতে চায় আপনার বলে,
নিজ পায় ভর করি' চলে,
বিঘ্ন বাধা দলি' পদতলে,
অমনি তোমরা আসি' করি' ভ্রূকুঞ্চিত
বল তারে, "অতি অনুচিত
কেবল পরের শুভ কর্ম্মের সাধন
অবনীতে অবলা-জীবন,
মানবের গবাদি যেমন

অনর্থ ঘটা'বে নারী পেলে স্বাধীনতা ,
বহিবে সে সদা পদানতা ,
পাদপের পদলগ্না লতা ;
আপন জীবন-ধন হৃদয় রতনে
চিনিবে সে পরের নয়নে ,
লভিবারে অতুর্লভ আপনার হিত,
আপনার প্রাণের বাঞ্ছিত,
প্রবলের স্বার্থপর কৃপার উপর
সর্ব্বদা সে করিবে নির্ভর ;
নতুবা সে মরিবে নিশ্চিত ।

হে পুরুষ , তোমাদের চাতুরী কৌশল,
ভক্ষকের রক্ষণের ছল,
কত দিন রহিবে প্রবল ?

হে প্রভু প্রবল নর ! পথ ছাড় তা'র,
দাও তা'র নিজ অধিকার ;
তাহারে উঠিতে দাও, দাও তা'রে স্থান,
সাধুক্ সে নিজের কল্যাণ ;
পা'ক্ ফিরে' বিনষ্ট সম্মান ।
ভয় নাই, তোমাদের উচ্চ সিংহাসন
করিবে না বলে সে হরণ ;
সহস্র নিগড়ে তা'রে রাখিও না বাঁধি'
গভীর আঁধারে অকারণ ।

ঘুমা'য়ে সে পড়ে যদি বহুদিন কাঁদি',
ডাক্ ডাক আজ তা'রে সাধি',
কর তা'রে সংসারে বরণ ;
চলুক্ সে আপনার শত কাজ সাধি',
ঘুচে' যাক্ জীবনে মরণ ;
মুছে' যাক্ কলঙ্কাবরণ ।

নারী আমি, পাইয়াছি আপনারি পথ,
পূর্ণ মোর হ'বে মনোরথ ;
হোক্ দেহ শতচূর্ণ ছিন্ন প্রাণ ডোর ;
অনশ্বর ধ্রুব আত্মা মোর ;
অদ্য যদি নাহি পাই কভু পা'ব তোমা',
চির নয় চকোরীর অমা।
নারী আমি, নারী সম সাধিয়া স্বকাজ,
বসে' র'ব চাহিয়া চরণ ;
যখন আসিবে তুমি হৃদয়াধিরাজ ।
পাতি' দিব হৃদয়আসন ।
তত দিন র'ব স্থির—সর্ব্ব বীর্য্য বল
কার্য্য কেন্দ্রে বাঁন্ধি' অবিরল ;
তত দিন রব স্থির চাহি' অন্যাপথ
যাবৎ না সিদ্ধ মনোরথ,
নাহি পাই জীবন মঙ্গল ”

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

নীরব নগেশবালা, স্থির জ্যোতির্ম্ময় কায়,
গুরু গরজন অগ্রে স্থির সৌদামিনী প্রায়।
পুনর্ব্বার দৃঢস্বরে—থামিলে পাপিয়া-গান,
প্রকৃতি ধরিল যেন কোকিল ঝঙ্কারতান।

"পা'ব না তোমারে আমি ? পূরিবে না আশা ?
প্রয়াসে হ'বে না সিদ্ধি—নিষ্ফল সাধনা ?
বৃথায় হৃদয়ভরা হেন ভালবাসা,
সমস্ত বাসনা দিয়া ইষ্ট উপাসনা ?
অদৃষ্ট আমার প্রতি নহে অনুকূল
এই কি সান্ত্বনা মোর অশান্ত জীবনে ?
আছে কর, আছে খড়্গ, ধরণী বিপুল
বিশাল কর্ম্মের ভূমি, যা'ব না ক রণে
যুঝিতে প্রাণান্ত পণে ? গৃহকোণে বসি'
কেবল করিব মিথ্যা অদৃষ্টেরে দোষী ?

সম্মুখে গর্জ্জিছে কর্ম্ম-ভীমপারাবার,
উত্তাল তরঙ্গ তা'র তটের আঘাতে
উচ্ছ্বাসিয়া জলকণা গাত্রে অনিবার
নিক্ষেপিছে, শিহরিয়া, শির স্থাপি' হাতে
বীর কি বসিয়া র'বে তীরে অচঞ্চল
সার করি' নিরাপদ ছায়াতরু তল ?

তটস্থ হেরিবে শুধু শূর তরিকুল
পড়িছে উঠিছে দূরে বাত্যা নিরাকুল।
সাহসে করিয়া ভর, ঈশ্বরের দান—
বুদ্ধির তরণী 'পরে চরণ স্থাপিয়া,
যাবে না সে উড়াইয়া যশের নিশান,
নরকর্ম্ম বীর্য্যদণ্ড সহায়ে বাহিয়া;
স্থির লক্ষ্য রাখি' সত্য ধ্রুবজ্যোতি 'পরে,
দূর সিন্ধু পরপারে সৌভাগ্য নগরে?

দূর হ'তে কর্ম্মাচল যদি ভয়ঙ্কর,
দুর্গম দুরতিক্রম, আবৃত শরীর
বাধাবিঘ্ন লতাবৃক্ষে, বিপদ-বিবরে,
শত শত্রু হিংস্র পশু খল বিষধরে
অধিক বিষম; কিন্তু পদ চিত্ত স্থির,
যতই নিকটে তা'র হয় অগ্রসর
ততই বর্দ্ধিত হয় সাহস যাত্রীর;
ততই সে হেরে সেই গিরি-বক্ষ'পরে
সিদ্ধির সুগম পন্থা আছে স্তরে স্তরে;
ততই সে বৃক্ষ লতা, কর্ণ পক্ষিগানে,
স্নিগ্ধ ছায়া রম্য পুষ্প স্বাদু ফল দানে,
শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষুধা তা'র করে বিদূরিত;
শূরে হেরি' সর্প পশু হয় লুকায়িত।

ততই সে দেখে তা'র সাধু সাধনায়
অলক্ষ্যে বিধাতা যেন আছেন সহায়।

জয় তা'র সুনিশ্চয়, বিজয় প্রয়াসে,
সাধনায় ধ্রুবসিদ্ধি—ধারণা যাহার
এক চিত্তে স্বশক্তিতে অটল বিশ্বাসে
অদম্য উদ্যমে দীপ্ত উৎসাহে অপার
সর্ব্বদা উদ্যত পদে সাধনের পথ
যে ধরে, অবশ্য তা'র পূর্ণ মনোরথ।

তা'রি জয়, অশংসয় নির্ভয় যে নর
না ফিরিয়া এক পাদ পশ্চাতে পারশে,
বাগ্রপদ, বজ্রতেজে সদা অগ্রসর,
ঈশ্বর প্রসাদ শিরে বিশ্বাস মানসে।
হৃদয়ে আশার আলো উৎসাহ প্রবল
অটল চরণে রণে, অনুদিনক্ষণ
সংকটে পাতিয়া বক্ষ বিঘ্ন-অবিরল
দলিয়া সবলে, চলে জীবনান্ত-পণ।
রৌদ্রতপ্ত হোক্ শির পদ হোক্ ক্ষত,
শরীরে বাজুক্ ব্যথা কণ্টকের শত,
উচ্চ হতে উচ্চতর সর্ব্বোচ্চ শিখরে
করে আরোহণ কর্ম্ম-পর্ব্বত উপরে
ডরে না চরণ যদি সহসা স্খলনে
আনে অন্ধ মহাগর্ত্তে নিশ্চিত পতন,

ডরে না মরণ যদি মন্ত্রের সাধনে
আসে কাছে বিস্ফারিয়া বিকট বদন,
হাসিতে হাসিতে ধায় বিশ্রামের তরে
সকল সন্তাপনাশি অমৃতসদন
পিতৃপতি স্নেহকোলে ;—বিশ্রামের পরে
আবার সে ক্ষুণ্ণ পথে নবীনজীবন
ক্ষিপ্র পদে চলে সুখে ; না ধরে যাবৎ
গৌরবকিরীট শিরে সুন্দর ভাস্বৎ।
যত্নে জয়, যত্ন বিনা কেবল ইচ্ছায়
রত্ন কার আসে করে ? মণি পায় নরে
খনি' বসুধার খনি ; সাহস সহায
আনে সে প্রবাল মুক্তা ডুবি' রত্নাকরে।
তন্দ্রালস মৃগেন্দ্রের ক্ষুধিত আননে
আপনি কি আসে কভু ভক্ষ্য পশুগণে।

বীর যে সাহসী, কার্য্য অনায়াসকর
চাহে না সে ; ঘৃণা করে ভিক্ষুকের ব্রত।
প্রীত ইষ্টদেব যদি দেন তা'রে বর,
অসন্তুষ্ট হবে তাহা অনিষ্টের মত,
চেষ্টা তা'র অসমাপ্ত রহি' যায,
আপ্তকাম তবু শ্লিষ্ট শির দিতে চায।
যাক্ দেহ, যাক্ প্রাণ মন্ত্রের সাধনে ;
কি ভয় মরণে রণে ? রণাঙ্গনে মরি'

যায় নব সুরসেব্য সুখের নন্দনে।
দৈবে যদি পরাভব কেন তায় ডবি' ?
কিসের বা লজ্জা তায় ; হারিলেও জয়
কে জানে সে কৃত কর্ম্মে কি ফল-সঞ্চয়।
বদ্ধবেগ সিন্ধু-বুকে পঙ্কজিনী ফুটে
ভগ্নতপ বিন্দাভস্মে পুণ্যতরু উঠে।
মরিয়াও কবে শর্ম্ম কৃতকর্ম্মা বীর ;
অমরেন্দ্র বজ্র হয় অস্থি দধীচির।

থাক্ জয় পরাজয় বিধাতার হাতে,
কাজের লাগিয়া কার্য্য করি' আপনার,
হ'ব নিত্য অগ্রসর, সত্যে নিয়া সাথে
পথের প্রহরী, জ্ঞান আলোক-আধার
মানসে রাখিয়া বশে অনলস ধীর,
যশ অপযশে করি' শ্রবণ বধির।
চলিব স্বকার্য্য সাধি', সমস্ত হৃদয়
নিয়ত সঁপিয়া তায়, নাহি অবকাশ
ভাবিতে চরমে কি বা, আসিলে সময়
আপনি সুউপ্ত বীজে অঙ্কুরবিকাশ
বৃক্ষক রোপিয়া ক্ষেত্রে মূলে ঢালি' জল,
যথাকালে পা'ব তার আকাঙ্ক্ষিত ফল।
বারেক নিষ্ফল, তবে ত্যজিয়া কি আশা
বিরস থাকিব বসি' অলস আবাসে ?

ভাবিব কি সব বৃথা ; ধরাধামে আসা
এবার বিফল হ'ল ? মোর চারি পাশে
যত লোক জীবন সংগ্রামে, শুধু আমি
করলগ্ন গণ্ডতল দীর্ঘ দিবা যামি
ভাবিব এ কামধেনু বিশ্ব বসুমতী
কেবল আমার দুঃখ শোনে না মিনতি ?
হেরিয়া পরের শ্রম সুখপরিণাম,
মনের সকল বিষ ঢালি' অবিরাম,
গালি দিব তাহাদেরে ? অশান্তি তাপিত
রহিব, অঙ্গার সম, ঈর্ষাদগ্ধ চিত ?

নহে নহে ; পুনর্ব্বার দৃঢ় পদক্ষেপে ধীরে
অগ্রসর হ'ব কর্ম্মপথ অনুসরি'
ছিন্নসূত্র যতবার, ততবার ফিরে'
উঠিব লূতার সম কর্ম্মতন্তু ধরি'।
গাভীবৎস সম পড়ি', উঠি' কতবার
ধরিব আনন্দে পরে উৎস সে সুধার।

যাক্ তা'রা ধরা ত্যজি' ধরার জঞ্জাল,
লক্ষ্যহীন, হীনচেষ্ট, নিরুৎসাহ, দীন,
ক্ষীণাশ, কীনাশ নখ রেখাঙ্কিত-ভাল,
নিয়ত সঙ্কোচজড, শঙ্কা বিমলিন,
কূর্ম্ম সম, কর্ম্মপথে মন্থরাচরণ,
প্রতি পদে স্তব্ধগতি, আঁধার বিবর

নিত্য অন্বেষিয়া যায় লভিতে মরণ,
অধ্বরগ পশু যথা, বিরসঅন্তর
আপনাতে অবিশ্বাস, যৌবনে স্থবির,
সুস্থ তবু নিরিন্দ্রিয়, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ,
জীবনের ভারে যেন নিত্য নতশির,
সদা ভ্রষ্টপথ, স্রোতে তৃণের সমান,
সমীরচালিত তূলা লঘু অত্যধীর
যাক্ তা'রা ধরা হ'তে ভার ধরিত্রীর

লভি' জন্ম আসে নর কর্ম্মভূমি 'পরে,
হেথা' সবে কর্ম্মরত,—বায়ু সূর্য্য শশী
রাত্রিদিন অবিশ্রাম স্বকক্ষে বিচরে,
নাহি ক্লান্তি অবসাদ। কর্ম্মস্রোতে পশি'
যায় সবে গম্যদেশে, সে স্রোতের সনে
না মিশিয়া নর প্রতিকূল আকর্ষণে
আকৃষ্ট পশ্চাৎ পথে পুন ফিরে' যায়,
তটসন্নিকটগত তরুপর্ণ প্রায়।

যাক্ তা'র রসাতলে কর্ম্মহীন নর,
উর্ব্বীর অলস পশু দুর্ব্বল পামর,
বিষণ্ণ উলূক সম যারা আপনার
প্রাচীন বিবিক্ত বাসে কর্ম্ম চন্দ্রমার
তন্দ্রাহর করজাল পশিতে হেরিয়া,
আরামের বিঘ্ন ভাবি,' পরাণ ভরিয়া

গালি দেয় কটু ভাষে বিরক্ত অন্তরে।
দৃঢ় পণে হোক্ সবে জীবন সমরে
রত অবিরাম কর্ম্মে রত নিরন্তর
প্রান্তর উঠুক্ জাগি' সমৃদ্ধ নগরে
অলস নিশার দুঃখ আঁধার মলিন
ঘুচিয়া উঠুক ফুটে কর্ম্ম সুখদিন

হোক্ নর কর্ম্মপর একান্ত মানসে
অনুরাগ ধরি' হৃদে, দুর্জ্জয় সাহসে
বিসর্জ্জিয়া আপনারে কাম্যের চরণে,
তা'রি কার্য্য করি' সার সমস্ত জীবনে
চলুক্ সে নিরন্তর অক্লান্ত চরণ ;
মন্ত্রের সাধন কিংবা হউক্ মরণ
শিখুক্ মানব হেন দেব-আরাধনা ;
করুক্ ইষ্টের লাগি' কষ্টের সাধনা।

—

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

"কঠোর সাধনা হেন প্রাণপণে ভালবাসা"—
সহসা কোমল হ'য়ে থামিল সে দৈবী ভাষা
চারুমুখ লজ্জানত, আরক্ত কপোলদ্বয়,
নয়ন তুলিয়া পরে বলিলেন সবিনয়

"নহে গর্ব্ব নহে নাথ ! দাসীর প্রগল্ভ ভাষা,
যত্তপি সে বলে হেন ধ্রুব তা'র ভালবাসা !
এমনি প্রাণের টানে, জ্বলন্ত অনল পানে
অনন্ত বিশ্বাসে, মুগ্ধ পতঙ্গী সমান,
কান্ত অভিমুখে তার একান্ত প্রয়াণ
এমনি অশ্রান্ত করে জীবন্ত উৎসাহ ভরে
কাটিয়া আপন পন্থা, বাহিনীর প্রায়,
ধায় সে নিয়ত অগ্রে ভেটিতে তোমায়।
হে ভূপতি, তুমি তা'রে দিবে না কি ধরা ?
নদীধর। বক্ষ তব প্রেমরসে ভরা
দিবে না প্রসারি' ? সে যে আত্মহারা তায়
জীবনে জীবন সঁপি' হইবারে চায়।
হায় ! হায় ! যতই সে হয় অগ্রসর,
মনে হয়, তুমি তত দূর দূরতর !
অম্বর-নীলিমা সম ধরিগা তোমারি,
ধরিতে উধাও ধাই ধরিতে না পারি

তবে কি নিদয় তুমি অভাগীর ভাগ্যদোষে ?
কে কবে অলব্ধকাম আরাধিয়া আশুতোষে ?
গুণাকর। তব সেবা করিয়া কেঁদেছে কে বা ?
মানব, দানব, দেব, ব্যাধ বা ব্রাহ্মণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তব করিয়া পূজন,
কত জনে মনোমত কত বর পায়।

না চাহিতে শুভলাভ তোমারি সেবায়
হে দেব! তোমার পদে কি দোষ আমার,
এ প্রেম সাধনে মোর নাহি পুরস্কার ?

তবে কি বৃথা এ সব ব্যর্থ যত্নসমুদয় ?
মত্তের চেষ্টিত সম, শুধু শক্তি অপচয় ?
তবে কি এ ব্রত মম, বিপথে ভ্রমণ সম,
অনর্থক পরিশ্রম অনুতাপ-শেষ ;
প্রাসাদ প্রবেশে চেষ্টা ভুলি' দ্বারদেশ ?
মাথার উপরে বিধু, না তুলি' বদন
চঞ্চল সলিলে যথা চন্দ্র দরশন।
অথবা প্রয়াস মোর, শিশুক্রীড়া সম,
হীন-উপাদান যোগে মূঢ় পণ্ডশ্রম ?
হর্ম্ম্য বিনির্ম্মাণ যত্নে শুষ্ক বালুকার ?
নিজকরে অঙ্গে মুখে ধূলি মাখা সার
কিংবা ভুলি' বাণ ক্ষেপ বন-আলোড়ন,
করেছি কিরাত সম অস্থানে যতন
কেবল প্রভাত-মেঘ-ডম্বরের সম
সাড়ম্বর বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া মম !
কোথায় কীলক আর কোথায় আঘাত
বিতথ প্রযত্নে হায়! মোর দেহ-পাত।
কি করিতে কি করেছি ; হয় ত আমার
প্রাণপণ এত চেষ্টা সবি 'একে আর'।

হয় ত বা সপ্রমাদ যথা চিত্রকর
নির্জ্জর আঁকিতে গিয়া এঁকেছি বানর
হায়, মিথ্যা অহঙ্কার ভাবি' সাঙ্গ কাজ,
কি বা আমি করিয়াছি?—মনে হয় আজ।
সবি ত রয়েছে বাকি, কিছুই হলো না
এ কেবল সাভিমান আত্ম প্রতারণা
কত জন্মে কত বর্ষে ঘোর তপস্যায়
পায় কি না পায় যোগী তোমার চরণ;
আমি তবে এ সামান্য কালের চেষ্টায়
কেমন পাইব সেই দুরাসাধ্য ধন।
অতি তুচ্ছ মনে হয় এ মোর উদ্যম
তোমার মহত্ত্ব যবে ভাবি মহত্তম
ভীমাদ্রির পাদমূলে সেচি' অশ্রুজল
আর্দ্রিয়া করিতে পথ, বাঁধিয়া অঞ্চল
বট-বনস্পতি-মূলে, টানি' ক্ষুদ্রবলে
প্রয়াসে বালিকা তারে পাড়িতে ভূতলে।
অসম সাহস মম! ব্যগ্র আকিঞ্চন
দুর্ল্লভের লাগি, হায় ব্যর্থ প্রযতন
আরোহণ গিরিশিরে ধরিবারে মরীচীরে;
উঠিতে ত্রিদশালয়ে নিঃশ্রেণীরচন;
রত্নরাশি লাভ আশে সমুদ্র-সেচন।
হয় ত এমনি চির কাননে একেলা
চাহি' তব আশাপথ জীবন ফুরা'বে;

শুধু আয়োজনে মোর কেটে যা'বে বেলা ;
লক্ষ্য করি' বসে' র'ব পক্ষী উড়ে' যা'বে।
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা পোহা'বে যামিনী ;
কোথায় প্রাণের প্রিয়, কাতরা কামিনী।

হায়! কি বিরস চিন্তা উদয় মানসে মোর।
নৈশ তম সম ছায় হৃদয় নৈরাশে ঘোর।
কিন্তু হে কে যেন আসি', মানস তিমির নাশি',
নীবন্ধ্র আঁধার মগ্ন দুর্যোগ নিশায়,
বলে মেঘমন্দ্র স্বরে সৌদামিনী প্রায়,
চির-বন-প্রবাসীর বন্ধু সম্বোধন,
ভগ্নপোত নাবিকের তীর-দরশন,
নিদাঘের তপ্তবুকে ধারা-বরিষণ,
মুমূর্ষু রোগীর যেন বসিয়া শিয়রে
নিজে ধন্বন্তরি বলে আশ্বাসের স্বরে
করিতে আরোগ্য স্নান ; আর্ত্তা পতিব্রতা
পথিকবধূর কর্ণে প্রাণেশের কথা ;
তেমনি মধুর হিত সে ভাষণে মোর
পুনঃ দৃঢ় ছিন্নপ্রায় মর্ম্মগ্রন্থিডোর
"অয়ি শিবপ্রিয়া। আজি পূর্ণ এ সাধনা,
অচিরে পূরিবে তব মনের বাসনা।
হের ওই সহকার নিয়াছে চরণে তা'র
কত দিন পরে তব মাধবীলতায়।

ধব ধৈর্য্য, সাধু চেষ্টা বিফলে না যায় ”
তুমি তবে প্রাণনাথ ! দেখা দিবে অচিরাৎ,
স্থান দিবে পদে তব শরণাগতায় ;
সাধিকার সিদ্ধিলাভ হ'বে সাধনায় ”।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

ক্ষণেক নীরব, ক্ষুব্ধ, অনুতপ্ত আত্মভ্রমে
“ক্ষম নাথ এ বিকথা ; এ দাসী চরণে নমে
কি সাধ্য আমার প্রভু আপনার বলে কভু
লভি তব পদযুগ যোগীর দুর্লভ ;
ক্ষম মোর এ সাহস হে প্রাণবল্লভ !
হায় রে ! দুরাশামুগ্ধ দরিদ্র বালিকা
সযত্নে গাঁথিয়া ক্ষুদ্র বকুল মালিকা
হাতে ল'য়ে দ্রুত পদে বাহিরিয়া রাজপথে,
রাজার দুর্গম দ্বার উদ্দেশিয়া চলে ;
বাসনা পরা'বে তা'র মাল্য রাজগলে !
ছিন্ন পদে, স্বিন্ন দেহে, হায় ! খিন্ন প্রাণে
রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রাসাদের পানে
কাতর নয়নে চায় ! অবোধ আমার
ওই বালিকারি মত দুরাশা দুর্ব্বার
হোক্ প্রাণপণ তপ, জপ নিরন্তর,

হোক্ ধ্যান একতান, ব্যাকুল অন্তর
বলি এত বাক্যরাশি, কত ভালবাসি,
তাহা বুঝাইতে, দেখাইতে সুপ্রকাশি'
কি ভাব তরঙ্গলীলা এ-প্রাণ পাথারে,
যদিও হৃদয় শশী আমার আঁধারে ;
হোক্ এ প্রযত্ন মোর, সুতীব্র দিবস
সুদীর্ঘ রজনী যাপি,' রহি' অনলস
সাধি এ কঠোর ব্রত, তোমা হেন ধনে
কেমনে লভিব তবু ? তবে আশা মনে
আর্ত্তের নয়নে হেরি' সবলাশ্রুজল
তোমার নয়ন ঝরে হে দীনবৎসল
নাই নিক্ ধবিত্রীশ দরিদ্রার হার,
বিশ্বনাথ ভকতের ভক্তি উপহার,
প্রাণ উপহার, বিকলক্রন্দনময়,
তোমার অভয়পদে অনাদৃত নয় !
তাই এ কাতর ভক্ত মুগ্ধ প্রাণে চায়
সতত কাঁদিতে বসি' ; যদি ওই পায়
এক বিন্দু অশ্রুবারি, কুসুমের সম,
করে স্পর্শ, ভবে সার্থক জীবন মম !
কেবল কাঁদিব বসি,' বালকের মত
নিষ্ক্রিয় রোদনবল ? যা'র দুঃখ যত
জননী বুঝিয়া সব, মুছা'য়ে নয়ন,
বসা'য়ে স্নেহের কোলে করেন মোচন .

তথাপি বোঝে না মন ; শক্তির চালনা
না করিলে, মানুবের সকল কামনা
হয় কি সফল ? যতখানি সাধ্য তা'র
সমস্ত হৃদয ঢালি' কার্য্য আপনার
ততখানি না করিলে, তুষ্ট ভগবান্
হ'ন কি তাহার প্রতি, করেন প্রদান
মনের বাঞ্ছিত ? শয্যা ত্যজি' রুদ্ধ দ্বার
না খুলিলে, না রাখিলে পথ পশিবার,
রবির স্বর্ণ ভাতি জ্বলিবে কেমনে
কক্ষমাঝে ? কর্ষণ রোপণ সযতনে
না করি' সময়ে, কবে কোন্ ক্ষেত্রপতি
পৌষের আনন্দ ভুঞ্জে ? অলিপুঞ্জ যদি
নিয়ত অলস রহে, মধুতে কি ভরে
আপনি তাদের মধুচক্র ? সরোবরে —
জীবনের সরোবরে, দ্বার ও প্রণালী
না কাটিলে, কেমনে বা দিবে তীর ঢালি'
বারি তা'র সৌভাগ্য প্রবাহ দুরবাহী ?
না প্রসারি' কর বস্ত্র ধরিবারে চাহি,
পূরিবে কি আশা ? ফলিন আম্রের তলে
উঠিয়া গগনে বিন', সে অমৃত ফলে,
নির্জ্জনকাননবাসী দীন অসহায়,
বসিয়া কুটীরদ্বারে বলি 'আয় আয়,'
কেমনে ডাকিয়া শুধু পা'ব অনায়াসে ?

গিয়া সেথা কেহ গায়, কেহ ফিরে' আসে
ধৈর্য্যহীন, কেহ তা'র মূলে বসি' রয়
যাবৎ না হয় তরু তাহারে সদয়।
" দয়াময়, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু স্বামি
যেতেছি তোমার কাছে দীন হীন আমি -
তুমি যা'রে দয়া কর সেই তোমা' পায় ;
কি গতি নির্ভর বিনা তোমার কৃপায় ?
কৃপাময়, পঙ্গু আমি তবু লঙ্ঘি' গিরি,
তোমারি প্রেমেতে বলী,—পশ্চাতে না ফিরি'
যেতেছি নিয়ত অগ্রে, তাপিত অন্তরে
ছায়ালক্ষ্য পান্থ সম মরুভূ প্রান্তরে
চাহি না সে মোক্ষফল যোগীর বাঞ্ছিত,
শ্রীপদ ছায়াতে মোরে করো না বঞ্চিত "

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

কোমল কোমলতর সন্নিষাদ কণ্ঠস্বর
মধ্যদিনে চাতকিনী ধ্বনি সম সকাতর
"প্রাণেশ্বর তপ্তশির হৃদয় তপ্ত বিধুর,
কোথা' সে শীতল ছায়া, আছে আর কত দূর

পড়ি' তব পাদমূলে জীবন-অঞ্জলি করে
সেবিয়াছি, সেবে যথা নির্ঝরিণী গিরিবরে

তুমি না চাহ না সেবা ; তায় প্রয়োজন কি বা ?
বিভু যে সে চায় কি বা, কি বা লয় কারে ?
আকাশ গ্রহণ করে কার উপহার ?
তবে যে তোমার পায় দিই পুষ্প বারি,
সে শুধু না পূজি' তোমা' থাকিতে না পারি।
তোমারে আমার মত ভাবি', নিজ প্রিয় যত
অর্পি পুষ্প ফল জল তোমার চরণে
পূজি' সুখ, নহে তব দুঃখ নিবারণে
দ্রবময়ী-গঙ্গা জলে, ভকতির বলি,
ভক্ত সুখী হয় দিয়া জলের অঞ্জলি

এস দেব লহ সেবা, ধর ভক্তি-উপহার ,
এই বুঝি শেষ পূজা হয় আজি অভাগার।
ছাড়ি' দেহ ম্রিয়মাণ যেতে চায় যেন প্রাণ ;
দাঁড়াইয়া মরণের মহাসিন্ধু তীরে,
হতাশের দীর্ঘশ্বাস ওঠে যেন ধীরে

অবসন্ন তনু যেন হ'তেছে অবশ ম্লান ;
কত বা সহিবে ধনু দূরলক্ষ্য-শর-টান ?
এ জীবন-পারাবার কত বা মথিত আর
হবে নাথ। কত স'বে হৃদয়মন্দির
অভিলাষ নাগ-পাশে বন্ধন-কাতর ?
মিলন অমৃত-কুম্ভ না উঠিতে হায়।
মরণ-গরল রাশি, বাড়বাগ্নি প্রায়,

ওঠে বুঝি, নীলকণ্ঠ। কব প্রতীকার;
মৃত্যুঞ্জয়, তুমি বিনা শরণ কাহার
নিব আর? হে শরণ্য! তোমার শরণে
যে আসে বিশ্বাসে, তা'র কি ভয় মরণে?
কালেশ হে, কাল তব চির আজ্ঞাকারী;
কভু ধর্ম্মরাজ কভু ভীমদণ্ডধারী
তোমারি ইচ্ছায় প্রভু! কেমনে বা আজ,
—না ফুরা'তে জীবনের আরব্ধিত কাজ,
না পূজিতে তব পদ, না পূরিতে সাধ,
অকালে শুকা'য়ে ফুল সাধিবে সে বাদ?
যাক্ সে জীবন ল'য়ে জীবনাধিপতি,
কিন্তু মোর এ অন্তিম আকুল মিনতি
রাখ নাথ! দুঃখিনীর দলিত এ দেহ
তব ব্রতে দণ্ডবলি, যেন আর কেহ
না পরশে ক্রূর করে, দগ্ধ নাহি করে
ক্রূরতর জ্বালাময় বাঁধি' চিতা 'পরে
জীবনে হলো না সুখ, মরিয়াও যদি
পাই স্থান পদপ্রান্তে;—গঙ্গা নিরবধি
খেলে সুখে যে বরাঙ্গে, তাহে পুনর্ব্বার
নাহি ধর সতীধর! এ দেহ আমার
দিও পদে স্থান; সেথা' মুহূর্ত্তের তরে
যদি রয়, চক্রপাণি পুন যদি করে
তা'রে শতখান, নাহি দুঃখ, মহাসুখ

মরণ-মিলনে মোর হয়ো না বিমুখ
সর্ব্বসুখ তাহার অবতরণে। অভাগিনী
চলিল ফিরিয়া আজি চির পিপাসিনী।"

মুছিয়া নয়ন বারি, "মরি তায় দুঃখ নাই,
তবে শঙ্কা, মরিয়াও তোমারে যদি না পাই
তুমি সেই র'বে দূরে, এত পথ এসে', ফিরে'
যেতে হ'বে; হ'বে সেই বহিতে আবার
দুস্ত্যজ দুর্ভর দুঃখ জীবনের ভার।
দুঃখের জীবন হ'তে শ্রেয় যে মরণ!
শঙ্কর বিমুখ যদি সে মোর শরণ

কি সুখ মরণে, যদি মরিলে ফুরায় সব,
সর্ব্ব শোক দুঃখ জ্বালা জীবনের হাহারব।
বাসনার অবসান যদি হয় ত্যজি' প্রাণ,
মরণে ভাবিয়া শিব করিব বরণ।
কিন্তু হায়! মরিলে ত না হয় তর্পণ
জীবের এ অবিনাশী প্রেম-পিপাসার,
যত দিন নাহি মিলে পূর্ণ-প্রেমাধার
তাই ভয়,—অনির্ব্বাণ অতৃপ্ত বাসনা
আবার দানবী সম করিবে তাড়না;
আগুন জ্বালিয়া বুকে, আবার কাতর মুখে
করি' হাহাকার, ধরি' পুরাতন পথ
চলিতে হইবে। আজি ব্যর্থ মনোরথ।"

আশ্বাসিত কণ্ঠে, "সদা সত্যের ভাবনে ভোর,
মিথ্যারে রবিনি কভু মরণে কি ভয় মোর ?
"হয় যদি হোক্ তবে ; মরণ শুনেছে কবে
বারণ মর্ত্যের ? নাহি যমের নিয়ম,
লোকে বলে, কৃতান্ত সে নিতান্ত নির্ম্মম'!
হোক্ মৃত্যু, ফলোন্মুখী লতিকার সম
তপগিরি অঙ্গ-লগ্ন, শীর্ণ তনু মম
হোক্ শুষ্ক কিন্তু মোর আকুল প্রার্থনা,
জীবনেশ নববেশে নবীনজীবনা
আবার আসিব যবে চরণোপকূলে
কৃপাসিন্ধু তব, নিও মোরে কোলে তুলে',
কুল্যা সম নিদারুণ-তপঃ-অবসানে,
তোমা' বিনা এ অধীনা কাবে নাহি জানে
আশীর্ব্বাদ কর দেব ! এবার যেতেছি ভেসে' ;
গাঁথা মালা থাক্ হাতে, পরাইব ফিরে' এসে'
ওই মালিকারি মত, সময়-তরঙ্গাহত,
অধঃস্রোত-টানে ত্রা'ব যেতেছি ভাসিয়া ;
তুমি শঙ্কু ! উচ্চ বেলা-আসনে বসিয়া
তাপিত কাতর প্রাণে চাহিয়া তোমার পানে,
এবার ভাসিয়া যাই ; আবার যখন
ফিরিব দুয়ারে, যেন স্পর্শি ও চরণ,
যেন ও চরণে তব চির বাঁধা রই
কোথা' পাব শান্তি তব পদাশ্রয় বই ?

মরণে কি ভয় নাথ। সে ত ধর্ম্ম শরীরীর ;
জন্ম মৃত্যু দুটী প্রান্ত জীবন তন্তুর স্থির।
শান্তির শীতলাঞ্চল, নিশার নিদ্রার প্রায়,
শ্রান্ত প্রাণে ক্ষণকাল মরণ বুলা'য়ে যায়।

তোমার চরণ-সুধা-তৃষাকুল নিরবধি
এবার নিয়তি বশে অকালে চলিনু যদি,
তবে নাথ শোন শোন সব কথা অবলার ;
তোমারে বলিয়া আজ লাঘবি হৃদয়ভার

সর্ব্বসহা মহী সম এতকাল যে অনল
অন্তরে রেখেছি চাপি', আজি সে অশনিবল
ভাঙ্গিয়া পাষাণবক্ষ, প্রবল উচ্ছ্বাসময়,
আকুল করিয়া সবে, আপনি প্রকাশ হয়!

এ ব্যাকুল হৃদয়ের কাতর ভারতী মম,
জলদের বক্ষোজাত দামিনীর ধ্বনি সম,
হৃদয়-কন্দরে তব বাজে না কি হে ভূধব।
মরম-নিঃসৃত বাণী হানে যে হৃদয়ান্তর "

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

ম্লান সন্ধ্যা অন্ধবাসে না ঢাকিতে সিন্ধুহৃদি,
মন্থর চরণে যবে পূর্ণিমার সুধানিধি

দূর নভে পরকাশি', মধুর কোমল হাসি
ঢালে তার শান্ত বুকে ; তখন বারিধি
যেমন আনন্দে ফুটে , শ্রান্ত দেহলতা
ক্লান্ত-অবসাদ অন্তে অনন্তার্বি তথা
ধরিল প্রফুল্ল ভাব ; উল্লসিত প্রাণে
বলিল ভাবিনী চাহি' অনন্তের পানে

"সত্য শিব সুন্দর হে নিত্য প্রেমানন্দধাম
এস নাথ , এস এস, চিত্তচোর প্রাণারাম
মানসমন্দিরে মম, প্রাণের দেবতা সম,
বিরাজ হে দেবদেব বিপুল গৌরবে,
উজলি' উথলি' তাহ শোভায় সৌরভে

এস নাথ ধরি' তব মদন মোহন রূপ ;
সে বেশে হেরিতে তোমা' সাধ যায় অভিরূপ !
কিশোর কমন দেহে ফণী হ'বে মণিহার
জটাজূট কেশদাম, ভস্ম মলয়জসার,
মোহন বাঁশরী শৃঙ্গ, ডমরু সুশঙ্খ হ'বে,
পিনাক কুসুমচাপে শূল ফুলবাণ র'বে,
দ্বীপি চর্ম্ম রম্য বাস, অধরে মধুর হাসি,
বচনে ঢালিয়া দিবে শ্রবণে অমিয়রাশি

যেন আজি মনে হয়—"তেমনি মোহন বেশে,
তেমনি মোহন ঠামে, তেমনি মোহন হেসে',
তেমনি বাঁশরী করে, তেমনি মধুর স্বরে,

বনমাঝে কোন্‌খানে কোন্ তরুতলে
ঢালিছ সঙ্গীতধারা বসিয়া বিরলে
সে মন্দ মদির তান আকুল করিছে প্রাণ,
হৃদয়ের বীণা তায় উঠিযাছে বাজি',
মিলনমঙ্গল গান গায় প্রাণ আজি

আজ যেন মনে হয়, বাহিরের সব কাজ
হইয়াছে সমাপিত কি কাজ রাসিয়া লাজ ?
হে বর . হে প্রাণসখা। তোমার মিলিবে দেখা,
অন্তরে জ্বালিয়া আলো, এ মধু নিশায়
খেলিব সাধের খেলা তোমায আমায়।"
যেইরূপে হে মদন। মুনির কামিনীগণ
ভুলিল দারুকা বনে চারুমূর্ত্তিধর।
সে বেশে এ সুবিজনে এস দিগম্বর।"

অষ্টম উচ্ছ্বাস

ক্ষণেক নীরব ভব ভাবিনী ভাব গম্ভীরা,
ক্ষণেক অচলবালা রহিলা অচলা স্থিরা ;
নিমীলিত ত্রিনয়ন, নিদ্রিত ইন্দ্রিয়গণ,
নিদ্রাভঙ্গে যেন, ধীরে বদন তুলিয়া,
বলিলেন দেবী পুন নয়ন মেলিয়া ঃ
"ভবেশ। তোমার ভাবে আবেশ-বিভোর মন,
ভাবিতে ভাবিতে তোমা' কোথা' হয নিমগন !

যত ভাবি, যত বলি, অসমগ্র সে সকলি
মনে হয় ; মনে হয়, আরো বলিবার
আছে কথা , নব ভাব নব ভাষা আর
মনে আসে যত হেরি ততই অসীম
ততই অপূর্ব্ব হও হে মহামহিম
সান্ত মূর্ত্ত ভাবি তোমা' সে রূপে ভাবিতে
ভালবাসি, কান্ত রূপ তব নিরখিতে
চায় আঁখি, মহাকান্ত ওহে মহাপ্রভ .
মহাপ্রভাময়, বিশ্বময় মূর্ত্তি তব
পারি না নয়নে সহিবারে, করিতে ধারণ
ক্ষুদ্র হৃদে। হেরে সবে নয়নরঞ্জন
প্রভাত সন্ধ্যার রবি, প্রেমচ্ছবি প্রায়
মহাপ্রেমিকের ; কে পারে চাহিতে হায়।
মধ্যাদিন তপনের পানে, সুপ্রখর
তরল অনল শুভ্র ব্যাপি' ভূ অম্বর ;
সান্ত মূর্ত্ত ভাবি তোমা', ব্রহ্ম নিরাকার,
অনন্ত অমূর্ত্ত হও তুমি ; পারাবার
তবু হই পার, তবু তা'র পাই তল,
তবুও ভাবিতে পারি তা'র কত বল,
অপার অগাধ তুমি চিন্তার অতীত,
সর্ব্বগ মানব চিত্ত তোমাতে কুণ্ঠিত
সুদূর-দর্শন-যোগে সূক্ষ্ম জ্ঞানে যত
সূর্য্যে দেখে লোকে, হ'ন গ্রহাধীশ ...

মহা মহত্তর হে মহান্ সর্ব্ব রবি
একাধারে, সর্ব্ব শশী, গ্রহগণ সবি,
একাধারে যদি ধরা যায়, তবু হায়
হে রবির রবি হে শশীর শশি তায়
ফোটে না তোমার ঠিক্ ছবি ! বিশ্বাধিক !
কাজ নাই ভাবি' এত ; এস সুপ্রতীক
আমার মনের মত হ'য়ে মোর কাছে ;
অবোধ অবলা শুধু এই ভিক্ষা যাচে ”

নবম উচ্ছ্বাস।

“মনে করি ভাবিব না , মন না বারণ মানে,
পরাণ উথলি' ওঠে চাহিলে বারিধি পানে।
মহাঙ্গ ! হে মহার্ণব ! কি মহা মুরতি তব !
কি বিশাল বিশ্বরূপ , ধীরে ধীরে ভাসে
মুক্ত-ঘন তম মম মানসআকাশে ;
নির্ম্মল মানসসর-বক্ষের উপর
ভাসে যথা নীলাভাস শারদ অম্বর
হেরি' সে মুরতি মোর স্তব্ধ হয় মতি,
অনিমেষ চেয়ে থাকি সে রূপের প্রতি।
অনন্ত জগৎ দিয়া বিরচিত সুবিরাট কায়,
উদ্ভাসিত শুভ্র শোভা কোটী-সূর্য্য প্রখর-প্রভায়
স-বন-শৈল-সাগরা শবরী সহস্র ধরা

বিশাল আসনরূপে পাতিয়া হৃদয়,
করিয়া ধারণ হেন সমুন্নত দেহ জ্যোতির্ম্ময়,
শক্তিপ্রেমাশ্রয়
সত্য, ধর্ম্ম মহাবল, চরণ শিখরাটল,
তদুপরি দিবস্পৃশ দিব্য কলেবর,
দূরালোক, ব্যাপি' অনশ্বর,
দেবর্ষিদিগম্বর

দিগ্বলয় বৃত্তরেখা মেখলায় বদ্ধ কটিদেশ,
নাহি আদি, নাহি মধ্য, নাহি কেন্দ্র, নাহি যার শেষ
নিরাকার, নিরাধার, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার
বিরাজে অনন্ত বক্ষঃ শোভন ভাস্বর,
উদার আত্মার শুচি আত্মাদর্শ সুধার সাগর,
গুণ রত্নাকর
সবিদ্যুত মেঘরাশি, ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন আসি',
অঙ্কে তা'র উপদ্রবে যেন শিশুদল,
তথাপি সে অক্ষোভ অচল,
সুমেরু-অটল

ত্রিদিব সুখের ধাম, যন্ত্রণার জ্বলন্ত নিরয়,—
দুই ভুজ উর্জ্জস্বল, ঊর্দ্ধ অধঃ প্রসারিত রয়,
একে বর, আরে দণ্ড, এক কান্ত, আর চণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল তায় সতত স্থাপিত,
কর্ম্মচক্র পথে নিয়ন্ত্রিত

সহস্র ঊষার আর সন্ধ্যার প্রভায়
সে নীল লোহিত কণ্ঠ কি সুন্দর ভায়
ব্যোম-কেশে গুপ্ত ফণী, দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মণি ;
লুকায় আকাশগঙ্গা ঘনজটামাঝে
সূর্য্য, সোম, হুতাশন,— সমুজ্জ্বল ত্রিনয়ন,
প্রতাপ মাধুর্য্য তেজে কি অপূর্ব্ব সাজে
গম্ভীর সে বদন বিরাজে

কখন প্রসন্নানন কান্ত শিব শুভ-নিকেতন,
প্রশান্ত প্রসাদহাস্যে সারা বিশ্ব, জড় ও চেতন,
পলকে পুলকে ফুটে, সর্ব্বত আলোক ছুটে,
উঠে জাগি' কলরবে সকল ভুবন,
সহ সর্ব্ব সিন্ধু গিরি ক্ষেত্র হ্রদ জনপদ বন,
নবরাগ নবীন-জীবন
কখন ভীষণ রুদ্র, করাল মুখসমুদ্র
বিস্ফারিত, তা'র ভীম প্রলয় কবলে
পড়িতেছে দলে দলে দলে
অগণন বিশ্ব, গ্রহ উপগ্রহগণ সহ,
সহ জীব সহ জড় সহ তরু লতা,
উৎসব বিলাপ সহ উদ্যোগ জড়তা,
বিদ্বেষ মমতা ,
পত্ররাশি সম বেগে ঝড়ঝঞ্ঝা বলে
পড়িছে, নিমেষে লুপ্ত হতেছে অতলে

প্রকম্পিয়া বায়ু ব্যোম বম্ বম্ নিনাদ বদনে,
সন্ধ্যা-স্তনপ্রদে যথা কম্বুনাদ গম্ভীরে সঘনে ,
সমকেন্দ্র উর্ম্মি প্রায, ত্বরিত দিগন্ত ছায়,
মহানাদ কি হুঙ্কারে তোমার ওঙ্কার,
ভীষণ আশ্বাসবাণী প্রয়াসে আমার
জানাইছ হেন ধীরস্বার,
কাঁপাইয় স্বরগ সংসার
নির্মগ্ন সে মহাগানে, চাহি' সে মুখের পানে
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি মুগ্ধ দেবগণ,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধব সিদ্ধ গণ গন্ধর্ব্ব চারণ;
চারি পাশে উপনীত, স্তিমিত বিস্মিত ভীত,
করযোড়ে মহাসাম করে উচ্চারণ,
গগনের চন্দ্রাতপ সমস্বরে করি' বিদারণ
কি মহা সঙ্গীত স্রোত বিশ্ব বুকে ওতপ্রোত,
বিশ্ব তা'র তালে তালে করিছে কীর্ত্তন,
তুমিও হে মহানট . সুতাণ্ডবে করিছ নর্ত্তন,
পদতলে কম্পিত ভুবন,
শঙ্কিতজীবন !

শঙ্কিত হৃদয় মম হেরি' রূপ সে ভীম গম্ভীর,
মহাতঙ্কে শিহরে শরীব ;
তখনি প্রশান্ত শিব হেরি তোমা' সহাস সুধীর,
সম্ভ্রমে নত হয় শির।

পড়ি পদে শতবার করি তোমা' নমস্কার,
বলি মুখে নমঃ শিব নমো বিশ্বাধার,
নমো নমঃ সর্ব্বস্ব আমার।
হায় রে অধীর নারী! আপনা' ধরিতে নারি,—
হৃদয়ে ধরিতে যাই হেন প্রতিমায়,—
দীনাত্মার দুরাকাঙ্ক্ষা হায়।
নিমেষে সে রূপচ্ছটা অন্ধকারে কোথায় লুকায়,
ক্ষণপ্রভা চপলার প্রায়,
আশা যথা অভাগা হিয়ায়।
সে মুরতি জ্যোতির্দৃপ্ত হেরি' আঁখি নহে তৃপ্ত,
ঝলসে নয়ন মন; ভাল করে' দেখা
হয় না তোমারে কভু ওহে প্রাণসখা?
কাজ নাই অত আলো, এই ভাল এই ভাল,
এস তুমি নরবর নরমূর্ত্তি ধরি';
দুটি মোর ক্ষুদ্র করে প্রাণ ভরি' তব সেবা করি
দিবা বিভাবরী
মরুতে তৃষিত হৃদি ক্ষুব্ধ ভীম জলনিধি
নাহি চাহে; সুপ্রসন্ন ক্ষুদ্র প্রস্রবণে
তাহার অধিক তৃপ্তি; সেবি' তার শীতল জীবনে
কি আরাম পায় সে জীবনে

একবার এস দেব! নিরখি নয়ন ভরি',
নিরখি' চরণ তব জীবন সফল করি

না জানি তোমার পদ কি দিব্য অমৃতহ্রদ ;
মীন সম আঁখি মোর তায় নিরন্তর
মগন থাকিতে চায় নিতান্ত কাতর
আজি সে পতিত দূরে ম্রিয়মাণ ম্লান
অমৃতেশ . এস নাথ ! জীবন প্রদান
কর তা'রে। চাহি না স্বর্গের নন্দন,
একবার পাই যদি তব দরশন
কি-দিব্য-আনন্দ খনি তোমার চরণ
ওহে প্রাণ অভিরাম স্মরিতে তোমার নাম
কি আনন্দ ! সর্ব্ব শোক সর্ব্ব চিন্তা গ্লানি
দূরে যায় ; তবে তব দর্শনে না জানি
কি যে ভূমানন্দ, স্পর্শনে আবার কিবা !
আরো কত, অঙ্কে তব যবে নিশি দিবা
রহিব বিলীন, দিবা যথা মহাদীপ্তি
দিনেশের কোলে বাসনার চিরতৃপ্তি;
কামনার হ'বে যথা' সুচির বিরাম,
কামিনীরে দাও কান্ত . হেন শান্তি-ধাম
নাহি চাই অন্য মুক্তি, মুক্তি এই যদি,—
তোমার শান্তির ক্রোড়ে সুপ্তি নিরবধি,
এই যদি মুক্তি হয়, দাও তাহা মোরে,
দাও নাথ ! অবলারে শক্তি তা'র তরে

দশম উচ্ছ্বাস।

নীরব গিরিকুমারী; মুখ অভিমানে নত,
ঈষৎ আবৃত পর্ণে স্থলকমলের মত।
অশ্রুর শিশিরজল করে তায় টল টল;
চাহে যাবে তা'র যেন দর্শন-বিরত।
নীরব গম্ভীর স্থির রহিলা পার্ব্বতী,
মানময়ী সন্ধ্যা যেন, অনুরাগবতী।
বলিলেন দেবী পরে তুলিয়া বদন,
গাহিলা ভারতী যেন প্রকৃতি-বন্দন

কি আর বলিব হায় নির্ম্মম, তোমায় আজ;
বলিয়াছি এত কথা, মনে পাই ক্ষোভ লাজ।
তথাপি থাকিতে নারি নারী কি থাকিতে পারে
না বলিয়া তা'রে সব সর্ব্বস্ব দিয়াছে যারে?

শুনেছি, প্রমদা নাকি পথের কণ্টক প্রায়?
যোগী না লইবে সঙ্গে অবিশ্বাসী অঙ্গনায়।
কামিনী দামিনী সম, বিফলতা মনোরম,
দূর হ'তে হরে হৃদি পরশে পরাণ।
হেরিবে না তা'রে যোগী তুলিয়া বয়ান
অলাত-শলাকা নারী হেয় চিরদিন,
সরাগে দহন করে বিরাগে মলিন
আত্মহিতকামী কভু ছোঁবে না কামিনী।
হে নর বিচিত্র তব বীরত্ব-কাহিনী।

বীরেশ ! হে যোগেশ্বর ! কান্তা যোগ-অন্তরায়
তুমিও কি ভাব ? তাই চরণে ঠেলেছ তায় ।
থাক্ সে যেখানে আছে, নাই বা আসিল কাছে ।
ভাবিয়াছ, র'বে তুমি রমণী বিহীন,
গৃহহীন চিরদিন হেন উদাসীন ?
দম্পতির দুটী আধা প্রাণের বাঁধনে বাঁধা
অসিছিন্ন বারি কিংবা বায়ুর মতন,
ছাড়াছাড়ি দূরে দূরে র'বে কতক্ষণ ?
অঙ্গ চিরে' কর পর ওহে অর্দ্ধনারীশ্বর
আপন বামারে দূরে রাখ স্বতন্তর,
তবু তা'রে ফিরে ফিরে কভু বুকে কভু শিরে
কভু বামে রাখিবে না তুমিই শঙ্কর ?
শক্তিহীন শিব যে হে শব-নামান্তর ?

তোমারে বলিব কি বা, কি বা তব অবিদিত ?—
নরের সঙ্গিনী চির অঙ্গনা বিধিবিহিত
রবির যেমন প্রভা, শশীর বিমল শোভা,
অনলের দীপ্তি সম চির-সহচরী
নারী যে নরের নাথ ; ভিন্ন দেহ ধরি',
এক আত্মা দুই ভাগে বিভক্ত এ ভবে,
এক অর্দ্ধ অন্যে ছাড়ি' কেমনে বা র'বে ?
চণকের এক অংশ ছাড়িয়া অপরে
জীবন বিস্তৃতিবীর্য্য কতক্ষণ ধরে ?

কাছে নাই অরুন্ধতী কবে সভে ঋষিপতি,
শচী বিনা পুরন্দর করে অমরায় ?
সংজ্ঞা যায় তবু সূর্য্য ছাড়ে না ছায়ায় ।
স্মর নাথ ! মরিবারে আসিল মদন,
রতি তা'র ছিল কাছে করিতে রোদন ।

দেখ ভাবি' হে বিরূপ, কেন তব হেন বেশ ?—
বরবপু ভস্মমাখা শূন্যে উড়ে রুক্ষ কেশ
কভু দিগম্বর সাজ,' কখন বা রাখ লাজ
মারিয়া মানুষ-পশু পরিয়া অজিন ;
ছিঁড়েছ বাঁধনি সব ; কৈলাসের সে বিভব
তোমার লাগে না ভাল, বেশবেশ্মহীন ;
যথা' কর বিচরণ সে হেয় শ্মশান বন,
সঙ্গে যা'রা, তা'রা ভূত অদ্ভুত-আচার,
সংসারের সমাজের ধারে না ক ধার ।

শ্মশানের ভূতনাথ ! কাননের পশুপতি,
জান কি অভাবে কা'র তোমার ঈদৃশ গতি ?
সংসারের প্রাণভূতা, সমাজ-হারের সূতা,
সভ্যতী-প্রসূতি নাথ ! নারীর বিহনে
নহে কি অমর নর, স্বার্থ-দ্বেষ-হিংসা-পর
প্রেত আর পশু সম সুষম ভুবনে ?
কে চাহিত কার মুখ, কে বুঝিত কার দুখ,
কে সঁপিত কা'র তরে আপন জীবন ?

হ'ত কি ধরার মরু সুখের নন্দন ?
বনমাঝে লতা সম, প্রেমের বন্ধনে
কে বাঁধে স্বতন্ত্র স্বত উদাস আত্মায় ;
একে আসে অন্য-পাশে কার আকর্ষণে,
হাসে'কাঁদে পরস্পরে সমবেদনায় ?
কে আসি' মধুর হাসি' সন্ন্যাসী মানবে
করিল সংসারী বীর ভবের আহবে ;
জাগা'য়ে নিদ্রিত নরে প্রথম প্রভাতে
কে পাঠা'ল ভবারণ্যে অস্ত্র দিয়া হাতে ?
কার মায়াদণ্ড বলে কর্ম্ম জাগে ভূমণ্ডলে ;
ধর্ম্ম নীতি শিখে নর জগতের হিত ;
উন্নতির পথ নিত্য হয় প্রসারিত ?
কাহার সুখের তরে নিরন্তর ব্যস্ত নরে
নিত্য নব আবিষ্কার করে ধরা'পরে ;
গহন অরণ্য হাসে মুখর নগরে ?
কাহার চাহিয়া মুখ তুচ্ছ করি' সুখ দুখ
ছুটে নর কর্ম্মভূমে বদ্ধ পরিকরে ;
দীপ্ত আশারূপে তাঁ'র কে জাগে অন্তরে ?
কঠোর ধিক্কারে যাঁর নিদ্রিত পুরুষকার
জাগিয়া সিংহবিক্রমে ধায় রণস্থলে,
অসি করে ভীমবলে মথে অরিদলে ?
সরল যতনে কার নরের দুরিতভার
গলিত দূরিত হয়, তুহিন যেমন

গিরিবক্ষে রবিকর পরশে যখন ?
মধুর শাসনে কার দুষ্ট দস্যু দুরাচার
করের মুছিয়া রক্ত মাখে সুচন্দন,
অসি ত্যজি' করে অক্ষ-মালিকা ধারণ ?
কা'র রুদ্র অভিশাপে রাক্ষসের বক্ষ কাঁপে ;
কাহার প্রচণ্ড দাপে তস্করের চিত
বীতপাপ যোগতত্ত্বে হয় সমাহিত ?
নহে সে কি নারী, যার স্পর্শ, মণি মত,
পশুবৃন্দে বৃন্দারকে করে পরিণত ?

তোমরাই নানা শাস্ত্র ইতিহাস কাব্য গীতে
নারীর গৌরব নিত্য বাড়াও কৃতজ্ঞ চিতে
তোমাদেরি কথা নাথ বলি তোমাদের কাছে
শঙ্কা হয়, উক্তি মোর নিজস্তুতি ভাব' পাছে
তোমরাই বল নর . বিকট শ্মশান প্রায়
সংসারে করিতে স্বর্গ নারী মন্দাকিনী-ধারা
আনন্দের প্রস্রবণ, জীবনের আলম্বন,
ভবনের লক্ষ্মী—শোভা সম্পদ-আধার,
ভুবনের ধাত্রী দেবী—মূর্তি ধীরতার
রমণী প্রকৃতি পরা, শক্তিরূপা পুরুষের,
বহ্নির দাহিকা আর শীতলতা সলিলের।
অঙ্গনারে রাখি' সঙ্গে, পুরুষ পুরুষ হয় ;
অনিলের অনুভব গতি তা'র যদি রয়

সাধনে সহায় রামা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ধরাধামে ;
ব্যর্থ রাজ্য ব্যর্থ যাগ না বসিলে নারী বামে
সখী, সুখ সম্পদের, বুদ্ধি বন্ধু বিপদের,
ব্যাধির শুশ্রূষা আর আধির সান্ত্বনা,
পাপের বারণ নারী পুণ্যের প্রেরণা।

হেন নারী দাররূপে এসেছে তোমার দ্বারে ;
আদরে মালিকা সম ধর হে হৃদয়ে তারে
বাসিও না ভয় তা'র, এ নহে গরলহার
জীবন সংহারী, এ যে সরলা বালার
বিমল ভকতি প্রেমে আত্মউপহার "

একাদশ উচ্ছ্বাস।

ক্ষণেক বিরাম অন্তে, " চিন্তা বুঝি হয় মনে,
অনন্ত-ছলনা-প্রিয়া মিশিতে ললনা সনে
সত্য বটে নারী প্রেমে মজি' নর নিজ ক্ষেমে
ভুলে' যায় ; ভ্রষ্ট হয় জীবন সরণী ,
নরের নরক-পথে অগ্রণী রমণী"।
কি দোষ নারীর তায় ? না ভুলিলে কে ভুলায় ?
ফুলের স্বভাব,—সে যে হ'বে প্রস্ফুটিত,
তা'র রূপে গন্ধে বন হ'বে আমোদিত।

অলি যদি কাছে আসে, যদি তা'রে ভালবাসে,
যদি তা'র মধুপানে বিভোর সে থাকে,
ফুলের কি দোষ তায়, ফুল কারে ডাকে ?
মজিয় পুরুষ যবে, নিজের না দোষ ধরে,
বলে, নারী প্রেমানল দহিতে কেবল ;
জানে না সে, তমোনাশী আলোক বিমল।
আগুণে পড়িলে কাষ্ঠ দগ্ধ হ'য়ে যায়,
সুবর্ণের কান্তি গুণ তায় বৃদ্ধি পায়
নারীপ্রেম নিরুপম, ধরণীর বারি সম,
মগনের প্রাণহারী, তৃষিতে জীবন ;
কোথা' সঞ্জীবনী ধারা, কোথায় প্লাবন।
কেতকী কণ্টকাসনে বসি' হাসে ফুল্লাননে,
যায় চলি' মধু ল'য়ে বলী সমীরণ ;
অলি আসি' ছিন্নপক্ষ গণেন মরণ।
নারী যদি ভালবাসি' পুরুষে পরায় ফাঁসি,
যদি তা'র প্রেমে নর আপনা' হারায় ;
নারী-প্রেম করি' সার জীবনের কাজ তা'র
যদি সে ভুলিয়া শেষে করে 'হায় হায়'
যদি নারী প্রেম হ'তে অনর্থ সংসারপথে,
কত রাজ্য লুপ্ত হয় অরণ্য উদরে,
শান্তিশ্যাম জনপদ শোণিত প্রান্তরে ;
মায়াপ্রেমে যদি নারী তৃষিতে দেখা'যে বারি,
সংসার-মরুর মাঝে মরীচিকা প্রায়,

নরমৃগ প্রাণ লয়ে খেলায় খেলায় ;
নিরাশ প্রণয়ে যদি রমণীর ভগ্ন হৃদি
হলাহল-বহ্নি-হ্রদে হয় পরিণত ;
বুকে বিষ হাতে ছুরি যদি সে বেড়ায় ঘুরি',
উগারি' গরল অগ্নি উল্কামুখী মত ;
উল্কা মত জ্বলি' নিজে, বহি' অমঙ্গল,
যারে চায় পেলে তা'রে তপ্ত তা'র রক্ত ধারে
নিবায় সে প্রতিহিংসা-চিত্ত বনানল ;
রহে শেষে নির্ব্বাপিত চিতার সমান,
চারি পাশে বিরচিয়া বিষণ্ণ শ্মশান ;
যদি নারীজাতি এত বিপত্তির মূল,
অশান্তি কলুষ আনে যদি বামাকুল,
তথাপি—তথাপি নারী সুগভীর-স্নেহবারি
সোহাগ-শীতল-ছায়া বাপীর সমান
সংসার-কান্তার মাঝে ! পাপ-তাপ-ম্লান
নর যথা ছুটে' যায়, দাবদগ্ধ মৃগ প্রায়,
জুড়া'তে তৃষার্ত্ত প্রাণ, যন্ত্রণা সকল,
স্নানে প্রক্ষালিতে সর্ব্ব মানসের মল।
তথাপি তথাপি রামা ত্রিভুবনে অনুপমা,
মূর্ত্তিমতী বিশ্বমায়া মর্ত্ত্যের আবাসে,
একাধারে নানাভাবে আপনা' প্রকাশে :—
কভু মাতা কভু ভগ্নী স্নেহের মূরতি,
কভু সখী গৃহলক্ষ্মী পতি-মতি-গতি,

কভু বৃদ্ধ জনকের যষ্ঠি-স্বরূপিণী
কভু বা করুণাময়ী মর্ত্তমন্দাকিনী
আপনার সর্ব্ব স্বার্থ দিয়া বিসর্জ্জন
এমন পরের তরে কে ধরে জীবন ?
কে হেন পথের ছেলে মাতৃস্নেহে নিয়া কোলে,
অবিচারে বক্ষ'সুধা করাইয়া পান,
প্রাণপণ যতনেতে রাখে তা'র প্রাণ ?
কে হেন সরল মনে শ্রান্ত দূর পান্থজনে
আদরে, সোদরা সম, আপনার গেহে
বসাইয়া, শ্রান্তি দূর করে মধু স্নেহে ?
কে হেন পরের পায় সঁপে' দেয় আপনায়
একটী নিশার শুভ একটী নিমেষে,
আপন করিতে পরে যায় পর দেশে ?
জীবনে মরণে কে বা পরের চরণ-সেবা
জীবনের করে সার প্রধান ধরম,
ত্রিবর্গ-লাভের তরে সাধন পরম ?
কে হেন পরের তরে মরণেরে তুচ্ছ করে,
জ্বলন্ত চিতার পরে বাসর শয়ন
রচিয়া সহাস্য মুখে করে আরোহণ ?
কার হেন তেজ বুকে ;— পড়িলে কৃতান্ত মুখে,
কে পারে পরের প্রাণ আনিতে ফিরায়ে
যমে আর দেবগণে বচনে ভুলায়ে ?
কার হেন শক্তি মনে, দেবতার প্রসাদনে

যুদ্ধগত-স্বামিপুত্র-কল্যাণের তবে,
নিজ 'বক্ষ চিরে' রক্ত দেয় অকাতরে ?
কার হেন শক্তি মনে, পতিত সমরাঙ্গণে
হেরি' বীর পতি পুত্রে, নিরশ্রু নয়ন
কৃপাণ ধরিয়া করে শত্রু শরশয্যা'পরে
বলি দেয় আপনারে যুঝি' প্রাণপণ ;
অথবা জ্বালিয়া চিতা, স্থিরমতি অকম্পিতা,
দেয় তায় আত্মাহুতি পড়ি' দলে দলে,
স্থলপদ্ম শত যেন রুদ্র দাবানলে ?
কার হেন শক্তি মনে ;— নিজ করে স্বনন্দনে
সাজাইয়া, পাঠাইয় ভীষণ সমরে,
রণ হ'তে পলায়ন— শুনি' মিথ্যা বিবরণ,
বীর-পতি-কুল মান কলঙ্ক-সাগরে
নিমজ্জিত ভাবি' মনে, দুষ্টদুগ্ধ নিজ স্তনে
লজ্জিত ছেদিতে ধরে তীক্ষ্ণ অসি করে ?
ছিন্নমস্তা কভু নিজ রক্ত পান করে।
ভয় নাই, ভীমা যদি, তথাপি নারীর হৃদি
অমল প্রেমের ধাম কোমল শীতল,—
কুসুম-অধিক মৃদু ধরে পুষ্পাধিক মধু,
অশনি-অধিক যদি কঠোর অটল,
অনল-উজ্জ্বল ধরে বজ্রাধিক বল ”

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস

সস্মিত আননে পুনঃ কহিলেন হৈমবতী ;
কলকল স্বনে যেন নিঃসরিল সরস্বতী।
"বিশ্বনাথ . তপস্বিনী, বনমাঝে একাকিনী,
এ কামিনী ভয়কে তোমা' হয়ো না নিদয় ;
দেখা দাও, অনাথারে দেহ পদাশ্রয়

কি ভয় হে যোগিবর , অবলা রহিবে কাছে ;
নলিনী বন্ধনে গজ কবে পঙ্কে মজিয়াছে ?
বল্লরীর আলিঙ্গনে মহীরুহ কবে মরে ?
মক্ষী ঘাতী লূতাজালে পক্ষীজাতি কবে পড়ে ?

টলে কি বীরের পদ প্রেয়সীর অশ্রুনীরে ?
উষসীর আর্দ্র আঁখি হেরি' কি অরুণ ফিরে ?
কে বলে যোগীর পদে যোষিত শৃঙ্খল প্রায় ;
বিশিখ বিমুখ কবে পুষ্পরাজি যদি তায় ?

বিশাল অম্বর কোলে কাদম্বিনী খেলা করে,
তখন কত না রাগ লেপে তার কলেবরে ;
বহিলে প্রবল বায়, কোথা' সে উড়িয়া যায় ;
কিংবা ঝরে ধরাতলে আপনার ভারে ;
চিরমুক্ত গগনের কি করিতে পারে ?

সেই মেঘরাশি যবে তপনে নিবা'তে চায়,
কতক্ষণ রাখে ঢাকি'—রবি ভাসে পুনরায়

শত বাধা দূরে ঠেলি' তেজ সে উঠিবে জ্বলি' ;
জলদে বিজলী সে যে, বড়বা সলিলে,
শ্যামারণ্যে দাবানল বর্দ্ধিত অনিলে
হে তেজস্বী রুদ্রদেব এ ক্ষুদ্র অবলা জনে,
দ্বিজাতির সূত্র সম, রাখ নিত্য তব সনে
প্রেমমুগ্ধা প্রিয়া সহ আপনার গৃহে রহ,
ভোগে যোগে অহরহ থাকি' নির্ব্বিকার,
গ্রহণ করহ আসি' যোগীর সংসার
সংসারে থাকুক্ পঙ্ক শির সদা উচ্চে যা'র,
ধ্রুব পথে স্থির পদ, কিসের আশঙ্কা তা'র ?
সংসারে থাকিয়া যে বা ধরে ব্রত সন্ন্যাসীর,
অটল স্বকর্ম্মে রত, সেই বীর, সেই ধীর
দেখাও সে বীর্য্য ধৈর্য্য ; তুমি হে দেখাও পথ ;
অন্যে লভে পদচিহ্ন তোমার সে হে মহৎ !
রণে জয়ী হও শূর, কলঙ্ক হউক্ দূর,
মুমুক্ষু পান্থের পথে অলীক অর্গল,
হউক রমণীবর্গ প্রেমানি সম্বল
বনে ব রাজভবনে শিখিধ্বজ প্রিয়া সনে
থাকি' অনাসক্ত যথা কর্ম্ম-অবসান,
স্নেহহীন, দীপ সম, লভেছে নির্ব্বাণ
কি ফল পলায়ে বনে, কি ফল ত্যাজিয়া দারা ?
মন যে যাইবে স্বর্গে ; মন যে বিধুম কারা !

চিত্তে নিত্য-সহচর, নির্জ্জন-সজন-কর,
মানবের বন্ধু অরি, বন্ধক মোচক
নরকে সে স্বর্গ করে, স্বর্গে নরক
এক কামিনীরে ফেলি' কাননে যাইবে চলি',
সেথা' শত প্রমদার প্রমদ স্বপন
ধরিবে নয়ন অগ্রে অবশ সে মন
মন যার নহে বশে, বনবাস তা'র
বিষম অনর্থকর বিড়ম্বনা সার
জ্বলন্ত অনল পূরি' পেটক-ভিতরে
কে বা নিরাপদ রাখি' নিরজন ঘরে।
মন যার আছে বশে, বিকার কারণ
কি করিতে পারে তা'র কামিনী কাঞ্চন ?
তাহার ভবন বন, সুন্দরী বা দরী,
উভয়ে যোগের ক্ষেত্র তুল্য-হিতকরী

হায় নর। ত্যজি' গৃহ, ত্যজিয়া গৃহিণী আর,
বিরাগী বিহীন-প্রেম চাহ ক্ষেম আপনার ?
বৈরাগ্য অলীক স্বপ্ন, প্রেমহীন নর হায়
সে ত মৃত, অগ্নিদাহ্য, রসহীন তরু প্রায়।

গৃহ ছাড়ি' বনে গিয়া অর্দ্ধ অঙ্গে অর্দ্ধ মনে
কেমনে সে ভালবাসে, ভালবাস কার সনে ?
সাকার সে প্রেমাধার ত্যজি' চায় নিরাকার ?

ধ্রুব ত্যজি' অধ্রুবের করে অন্বেষণ,
গৃহপুষ্প ত্যজি' নভ-কুসুম-চয়ন ?
নব প্রেমনীরধারা পশিতে কি পারে
বনিতা-প্রণালী ছাড়ি' প্রেম পারাবারে ?

গৃহ-শিক্ষালয়ে নব গৃহিণী-গুরুর সনে,
শিখে প্রেম ধর্ম্ম নীতি ভালবাসি' আত্মজনে ;
সে প্রেম, তরঙ্গ সম, বিস্তারিয়া বৃত্তাকারে,
পরে, পরে পরাৎপরে স্পর্শে মর্ত্ত-পর-পারে"

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস।

আত্মশ্লাঘা ফণিনীর দংশনে ব্যাকুল-প্রাণী
কাতরে মিলিত করে বলিলেন হররাণী

"হে শিব ! হে জীবলভ্য ! লিপ্সু মানবের কথা
তোমাতে খাটে না সত্য ক্ষম মোর এ ধৃষ্টতা
তবে নাথ দয়া করি' অবনীতে অবতরি',
মানব শরীর ধরি' মানবের ভাবে
করিছ মানব-লীলা অমর-প্রভাবে
মানবের সুখ দুঃখ বাঞ্ছা দুর্ব্বলতা
তোমাতে আরোপি' তাই বলি এত কথা
আদর্শ-মানব তুমি ; পবিত্র মেদিনী-ভূমি
তব পদার্পণে : দেখাইতে নরগণে

একাধারে দেব নর বিরাজে কেমনে
হে নীরজ, সংসারের পঙ্কিল সলিলে,
বিকশি' না পরশিয়া তুমি শিখাইলে
অনাবিল নির্লেপতা, থাকি' ভব-সরে,
নাচিয়া হিল্লোলে তা'র, মধুব্রত নরে
বিলাইয়া মধুস্নেহ, তৃষিত পরাণে
অনিমেষ চেয়ে থাকা জীবিতেশ পানে।

ভোলে বটে ভোলানাথ বৈষ্ণবী মায়ার ছলে,
ক্ষণেকে অনন্ত জ্ঞান ধৈর্য্য যায় রসাতলে ;
বাঁধি' তারে বাহুবন্ধে নৃত্য করে মহানন্দে,
কন্দর্পের পুষ্পশর বক্ষ পাতি' ধরে,
মায়া-আকর্ষণে ধায় মুগধ অন্তরে।
মুহূর্ত্তে সে মোহ-ঘন কোথা' করে পলায়ন,—
শঙ্কর তেমনি স্থির ধীরতা আধার,
অদূরে সুন্দরী হাসে শিব নির্ব্বিকার।

নহি সে মোহিনী আমি—ভুলাইব স্মরহরে,
নাহি সে রূপের পাশ বাঁধিতে অমর নরে
কেবল দাঁড়ায়ে আছি, তোমার করুণা যাচি,
এনেছি হৃদয় ভরি' ভকতি-চন্দন,
প্রেম-পুষ্পরাশি তব পূজিতে চরণ ”

চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস

" পিতা মোর গোত্রগুরু দেবতাত্ম মহাকায়,
স্বপক্ষ-সোদর মম সাগর চিরসহায়
এ বালারে কর লক্ষ্য কি বা তায় অলক্ষণ ;
যদি থাকে, শিব সনে হবে সখি অদর্শন

আর বলি, আজি মোর হেন বাচালতা দোষ
আমার স্বভাব বলি'-ভাবিওনা আশুতোষ।
তোমারে-পাইলে নাথ ফুরাইবে সকল কথা ;
কল্লোলিনী-কলকল সাগরে ভেটিলে যথা

সকল লোকের তুমি বৎসল জনক যদি,
তথাপি স্বপুত্র হেতু লহ জায়া কুলবতী
দেখ না পার্থিব রাজা,— প্রজাবৃন্দ যদি তা'র
সন্তান-অধিক-প্রিয়, তথাপি সে কৃতদার

কিবা শঙ্কা হে পুরুষ , ত্রিভুবন-গৃহস্বামী !
হইব তোমারি আর্য্য গুণবতী ভার্য্যা আমি
হ'বে না হ'বে না প্রভু , তোমাবে করিতে কভু
সংসারের কোন কাজ আমি সে সকল
করিব তোমার লাগি', তুমি পা'বে ফল
তুমি শুধু উদাসীন চেয়ে' র'বে চিরদিন,
হে শুদ্ধ হ'বে গো বদ্ধ সংসার-কারায়

সব কাজ সাঙ্গ হ'লে, বসিয়া তোমার কোলে
হ'ব আমি আত্মহারা সুখের নিশায়,
টুটিবে সকল বন্ধ পাইলে তোমায়

হে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানায়ত্তা প্রকৃতি কিঙ্করী তব
তোমার চরণে আমি চিরদিন বাঁধা র'ব
তোমারি সুখের তরে সর্ব্ব শক্তি অকাতরে
নিযোজিয়া, অসম্ভবে করিয়া সম্ভব,
সাধি' সর্ব্ব কার্য্য তব, বর্দ্ধিব বিভব
আকাশের চঞ্চলাবে বাঁধিয়া রাখিব দ্বারে,
অনলে অনিলে দিয়া অশেষ প্রকার
করাইব অহরহ তব উপকার
ঢালিবে আদেশে তব ধারা নীলাম্বর,
বক্ষ চিরে' দিবে পথ সিন্ধু ধরাধর;
রত্নাকর রত্নরাশি বক্ষে করি' লয়ে' আসি'
তোমার চরণোপান্তে দিবে উপহার।
প্রকৃতির অধীশ্বর বিশ্ব যে তোমার

পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস।

"কি বা লজ্জা মঙ্গলেশ! অঙ্গনা হ'বে সঙ্গিনী
তোমারি বরাঙ্গে খেলে রঙ্গে সুরতরঙ্গিণী।
ক্ষীণ পুণ্য আত্মা সম, পতিতা ত্রিদিব হ'তে,
তরলা তাহারে তুমি ধর নিজ মস্তকেতে,

থাক্ সে নিম্নগা সেথা— মাথায় রেখেছ তারে,
গঙ্গাধর! তবু সে ত ধা'বে দূর পারাবারে!
রমাপতি সহ মিলি' তবু সে করিবে কেলি;
সে প্রতীপ প্রতীপের তনয়ের পাশে
কামার্ত্ত তবু সে যা'বে প্রণয়ের আশে;
স্বীয় করে নিজ সপ্ত সুতে বিনাশিয়া
পলা'বে অষ্টমে ত্যজি' সুকঠোর হিয়া

চাহি না দেখিতে নাথ কে কোথা' তোমার লাগি',
প্রেম মধুপান আশে কাতর রয়েছে জাগি';
চাহি না দেখিতে আর প্রিয় আর কে তোমার,
কারে তুমি ভালবাস, কৃপা বিতরণে
কাহারে করেছ সুখী, রেখেছ চরণে
রবি-প্রেম কর স্পর্শে শত ফুল ফুটে হর্ষে,
ক্লান্ত মুখ পানে চাহি' রহে সারাদিন;
তাহাতে কি কমলিনী হয় বিমলিন?
সেও সেই তপনের অরুণ-চরণে
দেয় উপহার নিজ জীবন যৌবনে।
কত দেশ হ'তে আসি' কত স্রোতস্বিনী
এক-জলরাশি-বক্ষে লভে সুখাশ্রয়,
তবে কোন্ মহানদী সাগর-গামিনী
মানিনী ফিরিয়া গেছে নিরাশ-হৃদয়?
আপন জীবন সঁপি' জীবনেশ-পাদে

তা'র মহাসুখ ; অন্য অব্ধি কিংবা হ্রদে,
আর কি সে যেতে পাবে ? সকরুণ স্বরে
সে শুধু বলিতে পারে তা'র প্রাণেশ্বরে,
' হে দক্ষিণ নদীনাথ ! হও অনুকূল,
হের তব পদপ্রান্তে আবো এক ফুল ' "

ষোড়শ উচ্ছ্বাস

ক্ষণেক নীরব ; পরে, "ওহে প্রেম-পারাবার
ধব নদীধব ! মোর জীবন প্রবাহ-ভার
তুমি মোর প্রাণপতি, তুমি মাত্র মোর গতি ;
তোমারি প্রেমের আমি নিত্যকাঙ্গালিনী
আছে নদ, প্রস্রবণ, সিন্ধু, হ্রদ অগণন,
তবু জলদের আশে রহে চাতকিনী
বিনা প্রাণেশের প্রেম কি চাহে কামিনী ?
হে নিত্যনবীন প্রিয় ! রমণীয় বরণীয় !
তোমার ও মহারূপে ব্যাপ্ত হৃদি মম,
মহাকাশে ধরণীর বক্ষস্তল সম
বাহির ভিতর মোর তোমাতে হ'য়েছে ভোর,
যে দিকে নয়ন চায় তুমি এস তথা',
শ্রবণ নিয়ত শুনে তব প্রেমকথা,

বসনা যা' কিছু কয় সে তোমারি স্তুতি হয় ;
ভাবিতে বসিলে মন করে তোমা' ধ্যান,
হৃদয়ের মমতার তুমি মাত্র স্থান ;
জপিতে তোমার নাম প্রাণে মোর কি আরাম
আত্মা মোর তৃষাতুর কুরঙ্গের প্রায়
হে প্রেমনির্ঝর সদা তোমা' প্রতি ধায়

হে ভীম মহিমা তব আঁধারে রেখেছে ঢাকি' ;
তবু কান্ত, সে মূরতি হেরিতে আকুল আঁখি।
অনন্ত-চন্দ্রিকাহ্রদে মগ্ন থাকে চকোরিণী,
তবু সে সুধাংশু পানে চাহে সুধা-আকাঙ্ক্ষিণী

নিতান্ত তোমারে চাহে প্রাণ মোর প্রাণেশ্বর।
কি আর বলিব নাথ। এস তুমি হে শঙ্কর !
তুমি মোর সুখস্বর্গ, মুমুক্ষুর অপবর্গ,
তোমারে পাইলে সর্ব্ব। সব আমি পাই ;
তুমি ভিন্ন কামনার অন্য ধন নাই
তোমার থাকিতে পারে আরাধ্য বিশেষ,
আমার দেবতা এক তুমিই প্রাণেশ।”

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস।

“তুমি শিব, তুমি শর্ব্ব, দয়াময় হে সর্ব্বেশ
জীবের মঙ্গল তরে ধরিয়াছ নানা বেশ ;

মহীরূপে সর্ব্ব সহ, সর্ব্ব ভার বুকে লহ,
জীবের অভাব সর্ব্ব কর বিমোচন ;
জলরূপে পরকাশি' ভব কলুষের রাশি
প্রক্ষালিয়া দাও সবে নবীন জীবন
প্রাণ সম বায়ুরূপে বিহরিছ চুপে চুপে,
বাঁচাইয়া সবে, কভু বহি' পুণ্যবাস
আনন্দের পাখী রবে প্রভাতে জাগাও সবে,
কভু উগ্র প্রভঞ্জন সংকট বিনাশ
শক্তিতে কেবল ব্যক্ত, থাক অপ্রকাশ
অগ্নিরূপে 'রুদ্র হাসি' দহিছ জড়তারাশি,
বহিছ পবিত্র হবিঃ অমর তোষণ ,
পবিত্র পরশে তব সর্ববশুচি . শুচি সব,
দৈন্যশীত পীড়িতের একান্ত শরণ
অনন্ত আকাশ কায়া হে বিভু আপন ছায়া
সবার নয়ন অগ্রে করেছ ধারণ,
বসিয়া তোমার কোলে কত লোকে কত বলে
নিজগুণে সব কথা করিছ গ্রহণ ,
মেঘে ঝড়ে কভু ভীম, কভু শান্ত সুনীলিম
কান্ত হে অসীম তব মহিম-মণ্ডল,
কভু তথা তাপহারি ঝরে প্রসাদের বারি,
কভু চণ্ডরবে ধায় ক্রোধ বজ্রানল
সুবিশাল বক্ষ' পরে সাজায়েছ স্তবে স্তরে
অসংখ্য তারকারাজি ; আপনি আবার

অনন্ত জ্ঞানের ছবি বসেছ সাজিয়া রবি,
প্রেমের চন্দ্রমা আর, আলোক-আধার,
তম হ'তে পরিত্রাণ, সময়ের পরিমাণ,
হে ঈশান মহাদেব। কর বারোমাস,
তরুলতা জীব জড় সদ রসায়ন-করু
বিতরিছ করজাল জগৎ-উল্লাস;
প্রকাশিছ তেজে জলে, সৎ ও আভাস।
কভু যজমান বেশে দেশের কুশলোদ্দেশে
বসিছ অধ্বর-পীঠে, অগ্নিকুটে মরি
সুগম্ভীর পশুপতি যেন শোভা করি'।

যে দিকে ফিরাই আঁখি তোমারি বিভূতি হেরি,
অনন্ত মহিমা তব সমস্ত রেখেছে ঘেরি'
বিরাজিছ সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা রূপে হর
অগ্নি যথা, নানাধারে নানা রূপ নাম ধর'।

তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, আদি, মধ্য, অন্ত তুমি,
এক তুমি ব্যাপি' আছ ত্রিদিব পাতাল ভূমি
যন্ত্রী তুমি বিশ্বযন্ত্রে, প্রণব বেদের মন্ত্রে,
তন্ত্রে তুমি সদাশিব ত্রিলোকী-সদয়,
সূত্রে তুমি পরব্রহ্ম অনাদি অব্যয়
নিষ্কল নির্ম্মল তুমি ছুঁয়েছ ধরার ভূমি;
হে শিব! পার্থিব রজে, অনিলের প্রায়,
সগুণ ঈশ্বর ধর মানবের কায়।

সেই রূপ ভালবাসি ; কৃপাময় . তাই আসি',
পূরাইতে অধীনস্থ মন অভিলাষ
মর্ত্তের শ্মশানে তুমি করিয়াছ বাস
দুরাসদ তবু হায় ! দিতেছ না এ জনায়
কাছে থাকি' আপনারে সহজেতে ধরা,
তাই মোর প্রাণ এত নির্বন্ধ-অধীর ;
যে নর সহজপ্রাপ্য তত নহে ত্বরা
তত সুখ তা'র প্রেম লভিতে নারীর ;
যাহার প্রেমের লাগি' নারী পায় ক্লেশ,
তাহারে পাইতে তা'র আগ্রহ অশেষ ;
আনন্দের একশেষ প্রেমলাভে তা'র,
বীর বিজয়ের সুখ হৃদয়ে বীরার ”

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস ।

“এস এস বীরেশ্বর ! ঈশ্বর উত্তমবেশ !
এস নাথ ! এস প্রিয় , হে দেবেশ হে মহেশ !
প্রাণেশ তোমার তরে প্রাণ যে কেমন করে ;
তোমারে পেয়েছি কাছে ভাবি হে যখন,
কি এক নবীন ভাবে অনির্ব্বচনীয়
সমস্ত হৃদয় মম হয় নিমগন।
সে তা'র কি এক বস্তু যে যাহার প্রিয় !

কল্পতরু ইন্দ্রলোকে, কামধেনু বনে,
চিন্তামণি করে বাস বিজ্ঞাণ গহনে ;
এ তিন দুর্লভ ধন একত্রে মিলিয়া
হয়েছে প্রিয়ার প্রিয় প্রণয়ীর প্রিয়া।
এস প্রিয়. এস মম কল্পতরুবর,
চিরমৃগ্য চিন্তামণি এস বক্ষেশ্বর।
তুমি কাছে, সর্ব্ব দুখ দৈন্য দূরে যায়,
অমৃতসাগর-কূলে কে মরে তৃষায় ?
না রহে সংসার ভয় তোমার আশ্রয়ে,
সিন্ধুতরঙ্গ ভয় কার বিন্ধ্যশিলোচ্চয়ে ?

এস নাথ। এ সময়ে, ক্ষম মোর প্রগল্‌ভত,—
হের দিব্য পুষ্পসাজে সেজেছে এ তনুলতা
ফুটিয়া কুসুম যবে শুকা'য়ে পড়িবে ঝরে' ;
তখন তুলিয়া তা'রে কি ফল আদর করে'

এস তবে এস দেব। উঠ হে নয়নে ভেসে'
উর্দ্ধকর উর্দ্ধজট নব নটবর বেশে
আর কেন থাক দূরে ? কেন বা করুণ সুরে
উঠে এ আহ্বান বাণী ? কেন ব্যবধানে
বিরহ-প্রবাহ আরি বহে নাথ। অনিবার
সাধনার নিশা-অবসানে ”

স্বপ্ন।

তৃতীয় আবেগ।

প্রথম উচ্ছ্বাস

নীরব অম্বিকা; স্তব্ধ সমীরণ, নিঃশব্দ নিথর
কানন অম্বর যেন ভীমরব প্লাবনের পর
উচ্ছ্বাসিয়া স্থির নদী; প্রকৃতির প্রশান্ত বদন।
ক্ষণেক সে শান্ত আর, পুনরায় আকুল বচন:—

"আমি হে শরণাগত হে সর্ব্বশরণ গঙ্গাধর।
চরণে পতিত ভার্য্যা, ধর ভার, হে চন্দ্রশেখর।
পতি-অঙ্ক বিনা কোথা' কুলবতী র'বে সীমন্তিনী?
চন্দ্রিকা সুধাংশু বিনা, মেঘ বিনা কোথা' সৌদামিনী।

কামিনীরে ফেলি' দূরে কোথায় বা র'বে কান্ত তার;
কেমনে বা র'বে শান্ত বক্ষে বহি' বিরহের ভার?
রক্ষঃ কারাগার ভাঙ্গি' পত্নী সনে মিলিবে না পতি?
তুমি ও কি যাও নাই দক্ষালয়ে মরে যবে সতী?

মধুমাস হের আসি' মিলিয়াছে বনলক্ষ্মী সনে,
পুষ্প-পরিমলরাশি মিশিয়াছে মলয় পবনে;
আমরা দু'জনে তবে কেন আর দূর দূরান্তরে?
মঙ্গল মিলন হোক অঙ্গে অঙ্গে অন্তরে অন্তরে।

হোক্ সে মিলন দেব ! শক্তি শিবে শুদ্ধ পরিণয়,
পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রে জীবনের চির বিনিময় ।
না থাক্ কাননে মন্ত্র মাঙ্গলিক নানা আয়োজন ;
মনে আছে যার, তা'র মন্ত্রাদির কিবা প্রয়োজন ?

অথবা সকলি আছে , দ্বিজকণ্ঠে ললিত সুস্বরে
সে মহা মিলন গাথা উচ্চারিত হ'বে শির' পরে
কীচক কুহরে মুহুঃ ফুৎকারিয়া বনদেবীগণ
করিবে শঙ্খের ধ্বনি অন্তরালে থাকি' অনুক্ষণ
কুলকুল নির্ঝরিণী হুলাহুলী উচ্চারিবে মুখে,
আকুল মধুপকুল কলবীণা গুঞ্জরিবে সুখে,
কোকিল পাপিয়া শ্যামা ঝঙ্কারিয়া নিজ নিজ তানে
ধ্বনিত করিবে বন পুরাঙ্গনা সুমঙ্গলী গানে

বসন্তের বনকান্তি সীমন্তিনী খুলিয়া গুণ্ঠন
বিরচি' বিপিন ডালি ফুল ফলে সুরভি শোভন,
শুভ আবাহন তব আচরিবে শ্রদ্ধা সহকারে ;
দীপ করে জ্যোতির্লতা দাঁড়াইবে ঘিরে চারিধারে ।

অমর প্রমদাসংঘ মরুতে আসি' সংগোপনে,
মঙ্গল আচারে কেন দিবে যোগ আনন্দিত মনে ;
বিলাস-বিভ্রম-বশে আহাদের পদাঘাতে মদোচ্ছ্বাসে আর
বঞ্জুল বকুল তরু হরষিত বরষিবে পুষ্প-উপহার

আপনি আসিয়া হেথা' পিতামহ যেমতি-বিধান
তোমার পবিত্র করে করিবেন মোরে সম্প্রদান ;

অথবা আপনি আমি যোগ্যবর তোমারে শঙ্কর।
বরমাল্য দিয়া গলে করিব হে সুখ-স্বয়ম্বর।

বধূর মধূক-দাম ধরি' গলে মধুর সুন্দর,
ধরি' মোর কম্পমান পুলকিত স্বেদসিক্ত কর,
পাদপাঙ্ক-বাসে আসি' কুসুমের বাসর-শযনে
সুখের যামিনী নাথ সকামিনী যাপিবে কাননে।

অগ্নি ইন্দু ঋক্ষগণ সমীরণ বৃক্ষচয় আর,
সাক্ষী র'বে চিরতরে পরিণয়ে হেন তু'জনার
হে ঈশ, তোমার শেষে চিররক্ত চরণের ধূলি
সিন্দূর—সতীত্ব শিখা—শিরে মোর উঠিবে উ'জলি'।

অনুরাগ ক্ষৌমবাসে আবরিত অঙ্গ দুইজনে
সুখবদ্ধ র'ব নাথ আজীবন অটুট বন্ধনে
এই সে বন্ধন সখা। প্রাণে প্রাণে মধুর মিলন,
প্রেমমন্ত্রে দুই দেহে একমাত্র প্রাণ-সঞ্চালন।
এই সে মিলন নাথ! দুটী নব অপূর্ণ আত্মার
পূর্ণতা-বিধান, যথা ছিন্নবাসে সূত্রের সঞ্চার
শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি নরত্বের সীমাবদ্ধ প্রাকার মহান্;
সংসারের সমাজের সুখ-শান্তি শৃঙ্খলা সোপান
সুবর্ণ শৃঙ্খল এ যে চিত্ত খগ যুগলে বাঁধিতে,
পবিত্র মিলন আর মানবের স্বধর্ম্ম সাধিতে
এই সেই পরিণয় সংসারের স্থিতিঋদ্ধি-হেতু;
স্বতো-ভিন্ন দ্বীপদ্বয় জীবযুগ্ম সংযোগের সেতু।

এই সেই পরিণয়, বিশ্বকর্ম্ম চারুশিল্পাগার,
যাহে নিত্য বিশ্বহিত-কারুকার্য্য শত-আবিষ্কার ;
আশার বাতাসে দীপ্ত প্রেমানলে হ'য়ে বিগলিত
লৌহধাতু হৃদিপিণ্ডচয় যথা' হয় সন্মিলিত

এই সেই পরিণয়, মহা ধর্ম্মপাদপের মূল,
সংসার প্রকাণ্ড যার সমাজের বিটপ-সংকুল,
পুণ্য যা'র পুষ্পরাশি যশোমধু, সুখ মোক্ষ আর
পত্র আর ফল রূপে পরিণত নিয়ত যাহার

হেন ধর্ম্মতরুতলে বরবেশে এস প্রাণেশ্বর .
ধর অঙ্কে মঙ্গলারে, সঙ্গিনী সে তব নিরন্তর।
তুমিই কেবল প্রভু রহিয়াছ গৃহিণী-বিহীন,
ভ্রমিছ শ্মশানে বনে দীনবেশে নিত্য উদাসীন
তবু যেন মনে হয় কার লাগি' এ তব বিরাগ,
সতীর বিরহ কি হে দহে তোমা' আজো মহাভাগ
স্মৃতি তা'র ছায়া সম সঙ্গে তব ফিরে অনিবারি,
এখনো কি মনে হয় শিরে আছে তা'র দেহভার ?
একবার গেলে নাথ! ফিরে' না কি কেহ পুনর্ব্বার—
শুনেছি, ভবের রঙ্গে ধরি' নানা অভিধা অহঙ্কার,
মানুষ-শৈলূষ প্রায় বারংবার ধায় আর আসে,
বারি সম, সংসারের ঘিরাবর্ত্তে আপনা' প্রকাশে।'
শুনেছি, অক্ষাগ্রে সম ধ্রুব কোন্ স্বতন্ত্র আত্মার
চারিপাশে ঘুরে জীব চক্র সম নিত্য বারংবার

তুমি আছ সেই স্থির আমি আজি এসেছি ফিরিয়া ;
দেখ দেখি সতীনাথ ? আমি কি না সেই তব প্রিয় ?

সবলা বালার সেই ভালবাসা পুণ্য উপাসনা,
কান্তের চরণে সঁপি' সব আশা সকল বাসনা,
সেই সে অচলা ভক্তি আত্মমেধ ইষ্ট আরাধন,
সে সব তেমনি ল'যে দাসী তবু আসেনি এখন ?

হে স্থাণু আমি কি ওই ক্ষীণ লঘু শুষ্ক পর্ণ প্রায়
কালের জুয়ারে ভাসি' দৈবগতি ঠেকেছি তোমায
অনাদরে উপেক্ষায় থাকি' সেথা' বেলা অবসানে
তোমারে ছাড়িয়া পুন ফিরে' যা'ব অধঃস্রোত-টানে ?

আমি যে কুঠিন ডোরে বাঁধা আছি চরণে তোমার,
টুটিবে না সে বন্ধন কি জীবনে কি মরণে আর ;
কি-যাদু-শৃঙ্খল এ যে বৃদ্ধি পায় প্রতি পদক্ষেপে,
যেথা থাকি টেনে' আনে লগ্ন বুকে যেন বজ্রলেপে।

আমি যে তোমার নাথ। সাগরের ঊর্ম্মিমালা প্রায়,
তুমি আছ তাই আছি, ছাড়ি' তোমা' রহিব কোথায় ?
তুমি সত্য আমি মায়া, তুমি তরু আমি ছায়া আর,
তুমি শুক্ল আমি শ্যামা, তুমি আলো আমি অন্ধকার ;
তুমি ব্রহ্ম আমি উমা, তুমি নভ আমি যে নীলিমা,
বাসনা-রূপিণী আমি এক-আত্মা চিন্ময় তোমার

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

"এস তবে, এস নাথ এ বিজন আনন্দ কাননে ;
নিরজনে নিরন্তর বিহরিব হেথা' দুইজনে
সে সুখ বিহার অন্তে শান্তিময় কৈলাসে তোমার
ফিরিয়া পাতিব দোঁহে সন্ন্যাসীর নবীন সংসার

এস নাথ ! হের আজি নব সাজে সাজিয়া কানন
মহানন্দে আন্দোলিত আমাদের করে আবাহন
পাঠাইয়া শুভবার্ত্তা পিককণ্ঠ মলয়সমীরে
পুষ্পসাজে সাজি' হের ঋতুরাজ আসিতেছে ফিরে'

তরু নদী প্রস্রবণ বিহঙ্গের মধুকল গানে
মিলন-অমৃতধারা বরষিত হয় যেন প্রাণে
যেন এ প্রাণের মাঝে নিরাকুল নবীন কি আশা
জাগিয়া উঠেছে আজ, অভিনব পাইয়াছে ভাষা

হেন সুখ মধুমাসে এস নাথ . এ প্রমদবনে ,
হের সবে মিলিয়াছে নিজ নিজ প্রমদার সনে ;
হের দূরে গিরিতটে মাধবীর কুসুম মালায়
মণ্ডিত, বসিয়া ফুল্ল-সহকার শীতল ছায়ায়,

নৃত্যশ্রান্তা স্বর্বধূর তনুলতা উৎসঙ্গ উপর
ধরিয়া, বীজনপর কলমুগ্ধ সস্মিত অপ্সর,
সরাইয়া লঘু করে পর্য্যাকুল সরজ কুন্তল,
হেরিছে শিশির-স্নিগ্ধ প্রেয়সীর মুখ-শতদল

হের ওই নির্ঝরের সন্নিকটে কিন্নর ললনা,
মধুর মধুকমদে উন্মাদন ঘূর্ণিত নয়না,
বল্লভের অংসে রাখি' বাহুলতা, রত কলগানে
বিলোকিছে সবিস্ময়ে বিকশিত কুরুবক পানে।

হের ওই কুরঙ্গের শৃঙ্গ-অগ্রে মৃদু কণ্ডূয়নে
অলস মীলিত-নেত্রে শ্লথ দর্প হরিণী-বদনে
হের ওই পিকবঁধু অর্দ্ধভুক্ত রসালমুকুল
প্রিয়ার অধরে দিয়া ঝঙ্কারিছে আনন্দে বিপুল।

পঙ্কজ-মৃণাল ছিঁড়ি' কুঞ্জরীর অর্পিয়া আননে,
হের ওই মদগজ নিজ শুণ্ডে সলিল সেচনে
প্রিয়ার পরাগ-রক্ত গণ্ডতল করে প্রক্ষালিত,
করিণী করিছে কবে সকমল জল সঞ্চালিত,
সন্ত্রাস-চঞ্চল তায় উৎপতিত ভ্রমর মিথুন
ত্যজি' এক পদ্মোদরে মধুপান; করি গুনগুন,
দলে দলে মদগন্ধি স্পন্দমান দ্বিপগণ্ড 'পরে
পুষ্পধনুগুণ যেন সশিঞ্জন বিরচিত করে

এ সুখ বসন্ত সখা, দিও না ক যাইতে বিফলে,
এস নাথ! এ সময়ে দুইজনে বসিয়া বিরলে,
হেরিব অরণ্য শোভা, রতিপ্রৌঢ়া প্রকৃতির সনে
শিখিব প্রেমের লীলা প্রেমকলা তুষিতে রমণে।

ভ্রমিব স্বাধীন প্রাণে সদানন্দ গহনে কন্দরে;
কন্দর্প সাজিবে তুমি পুষ্প-চাপ ধরি' পুষ্প-শরে,

আমি হ'ব প্রেমমুগ্ধা প্রতি তব নিত্য সহচরী
নিজে তুমি স্মরহব, তাই সদা আতঙ্কে শিহরি
কখন খেলিব নব লুকোচুরি রহস্য আলাপ,
লুকাইব লতা-কুঞ্জে, অদর্শনে করিবে বিলাপ
অদূরে বিষণ্ণ তুমি ; আমি সাজি' তব প্রভুবেশে
প্রিয়া সম্বোধিয়া তোমা' দেখা দিব শেষে অট্টহেসে
বলিব, "লো বিরহিনি ! সহ আজি সে মনোবেদনা,
কান্তে না হৃদয়ে পেয়ে' কামিনীর যে দুখ যাতনা
আর না থাকিও দূরে ; থাকি' মোর কাছে অনুক্ষণ
পরিপূর্ণ প্রেমপাত্রে পিপাসার করহ তর্পণ"
নৈদাঘ প্রভাতে যবে সুবিকচ-পাটল সৌরভে,
পক্ক-চূত রস-পানে গদগদ কোকিলের রবে,
হ'বে স্তব্ধ বনস্থলী আমোদিত নিনাদিত আর,
পর্ণশয্যা ত্যজি' দোঁহে নদীকূলে করিব বিহার
ক্ষণেক বিশ্রাম-শেষে ইঙ্গুদীর রস স্নিগ্ধ-কায়
প্রসন্ন প্রবাহে নামি' করে বদ্ধ তোমায় আমায়,
করিব সলিল-লীলা ; প্রাতুরাগে রক্ত জলরাশি,
তরলিত প্রেম হেন, উভ বক্ষে পড়িবে উচ্ছ্বাসি।
দূরে গিরি-শ্যাম-শিরে নবারুণে সহসা হেরিয়া,
কৃতাঞ্জলি, ভুলি' কেলি, নর্ম্মসখী মোরে বিস্মরিয়া,
আরম্ভিবে স্তুতি তাঁর ; আমি দূরে ভক্তিভরা প্রাণে
চাহি' র'ব করযোড়ে মর্ত্ত-রবি-স্তুব মুখ পানে

নির্ম্মল নির্ঝর-তটে সুশীতল ছায়াতরু তলে,
মধ্যদিনে দুইজনে একাসনে বসিয়া বিরলে,
পিকের দীপক তান, চাতকের করুণ প্রার্থনা,
তরুর মর্ম্মর সহ প্রকৃতির শুনিব মূর্চ্ছনা।

হেন কালে কুরঙ্গিনী পিপাসিত বারিপান আশে,
সতর্ক চরণে দ্রুত নৃত্যপর আসিবে সকাশে ;
হায়! দূরে লুব্ধকের গুপ্ত শর হেরি' জ্যারোপিত,
তা'র পথে আপনারে লক্ষ্যরূপে করিব স্থাপিত

অমনি উঠিয়া তুমি, চুম্বি' মোরে, বলিবে উচ্চারি',
' সংহর সংহর শর, হে শবর। না সংহার নারী '
অচিরে পড়িবে খেদে মৃগাজীব মুক্ত ধনুর্ব্বাণ,
অদূরে হেরিবে মৃগী সবিস্ময় ফিরায়ে বয়ান

ভিন্নশিরোমণিপ্রভ শীর্ণ ফণী, পিপাসা কাতর,
বিলোল রসনা যুগে বনবাত লেহন-তৎপর,
ক্লান্ত-দেহ কলাপীর বর্হতলে লভিবে আশ্রয়।
তা'র ফণচ্ছায়ে ভেক সন্তাপিত রহিবে নির্ভয়

কখন বা চঞ্চু দাব বক্তশোণপিসহস্র বসনা
বিস্ফারিয়া, পূরাইতে সর্ব্বগ্রাসী অতৃপ্ত বাসনা,
বৃক্ষ হ'তে অন্যবৃক্ষ, লতা হ'তে ধরি' লতান্তর,
সপল্লব পুষ্প ফল কবলিয়া হ'বে অগ্রসর

স্ফুটিত বেণুর ধ্বনি শুনি' উষ্ণ-আশুগ-উচ্ছ্বাস,
সহসা পাইয়া দূর দাবাগ্নির বনদাহ-বাস,

শুষ্কপয়-পল্বলের মুস্তাগ্রাস ত্যজি' সন্ত্রাসিত,
হ'বে মৃগ পলাতক শার্দ্দূলের পশ্চাদে ধাবিত
অগ্নিতাপে সন্তাপিত পূর্ব্বাশ্রয় ত্যজিয়া কন্দর,
মৃগেন্দ্র গবয় গজ সম্মিলিত দৌড়িয়া সত্বর,
বিপুল পুলিন হ'তে নামি' সবে বিপিন-প্রবাহে,
চাহিবে জুড়া'তে জ্বালা তা'র তপ্ত-জল অবগাহে।

প্রবল পবন বেগে লব্ধবংশ সশব্দ অনল
পত্র তৃণ-গুল্ম বৃত শিলাতলে খুলি' রক্তাঞ্চল,
চঞ্চলিয়া আর্ত্তরব সবিক্রব পশুপক্ষিচয়,
যখন করিবে বনে প্রলয়ের রৌদ্র অভিনয় ;

হে রুদ্র, তখন তুমি ধূমাকর্ষী নীলাম্বর প্রতি
ছাড়িবে বরুণাযুধ মন্ত্রপূত অমোঘ শকতি
অচিরে অমৃতধারা ঝর ঝর ঝরিয়া শীতল,
মুছি' কৃষ্ণ বহ্নি চিহ্ন শীতলিবে জ্বলন্ত ভূতল

রমণীয় দিনশেষে সন্ধ্যাদেবী যবে রাগভরে
ধরিয়া ললিত রবিবিম্বকোমল বক্ষের উপরে,
অস্তাচল সুনিভৃত কুঞ্জমাঝে, মিলন চঞ্চল,
লুকা'বে, বঙ্কিম নীল প্রসারিয়া বিশাল অঞ্চল ;

তখন বকুল-গন্ধি শীকিবার্দ্র মন্দ সমীরণে
যুগলে বসিব আসি' শীতলিত উপল-আসনে,
ঊর্দ্ধমুখ রবিকরে-স্পৃষ্টশির শিখরীর মূলে,
বিল্বতলে শৈলস্থিত কলগীত নিম্নগার কূলে ;

পশ্চাদে কানন-প্রান্ত বিহঙ্গম-কণ্ঠ-মুখরিত,
প্রান্তর শ্যামল শান্ত পুরোভাগে র'বে প্রসারিত,
বন ঊর্দ্ধে ম্লান শশী মজ্জমান মিত্রে আপনার
প্রসারি' কৃতজ্ঞ করে যেন চা'বে করিতে উদ্ধার

দূরে মন্দাকিনী-কূলে বিধিবিৎ তপোব্রতগণ
পাবন সলিলে তা'র সমাপিয়া বিহিত তর্পণ,
আসীন বালুকাসনে আমীলিত নয়ন-পল্লব
করিবে একাগ্রমনে শুদ্ধি-হেতু গূঢ়ব্রহ্ম জপ

তুমিও মুহূর্ত্ততরে ত্যজি' মোরে, বারিপূত কায,
সন্ধ্যোচিত মন্ত্রে কার স্বতন্ত্রিত বসিবে চিন্তায ;
অনন্তর মানবতী ভাবি' মোরে ভাব মৌনমুখী,
করিবে বচনামৃতে প্রেমাশ্লেষে সাতিশয সুখী

তোমার কোমল অঙ্কে অর্দ্ধ অঙ্গ ঢালিয়া আলসে,
হেরিব নিসর্গ-শোভা মুগ্ধ আঁখি বিভোর মানসে।
অখণ্ড প্রতাপ সূর্য্য কালযন্ত্রে হযে বিচূর্ণিত,
বিকীর্ণ তারকারূপে পুন নভে হবে প্রকাশিত

অথবা হইবে মনে,—যেন ঘোরা নিয়তি-রাক্ষসী,
গ্রাসিতে আসিছে হেরি' পূর্ব্বাশার করালী তামসী,
প্রবল-প্রভাব রবি, স্বীয় তেজ ঔষধি অনলে
ত্যজিয়া, ডুবিছে দূর পশ্চিমের সাগরের জলে।

জ্ঞানরূপী দিবাকরে অস্তমিত হেরি' তমোরাশি,
সাধকের চিত্ত সম, ধরাবক্ষ আবরিবে আসি' ;

দারিদ্র্য-দোষের সম, ধীরে আসি' প্রদোষ মলিন
ঢাকিয়া সকল গুণ, প্রকৃতিরে করিবে শ্রীহীন

অনন্ত জ্ঞানের খনি তব কান্ত সস্মিত বদনে,
চাহিয়া উৎসুক আঁখি, সাবহিত বিমুগ্ধ শ্রবণে,
শুনিব বিস্ময়চিত সুবিশদ গম্ভীর-ভাষণ
আগম-নিগম তত্ত্ব অজ্ঞানতিমির-বিনাশন

শক্তি অর্চ্চনার বিধি পঞ্চ তত্ত্ব, সপ্ত সে আচার,
তিন গুণে তিন ভাবে সাধকের ক্রম সাধনার,
উদ্ধারিতে ভোগপ্রিয় হীনবল কলির মানবে,
প্রকাশি' আমার কাছে শক্তিপূজা প্রচারিবে ভবে।

প্রচারিবে শক্তিপূজা, নব প্রথা, নবীন বিধান,
পবিত্র সাধন ভবে, মানবের উদ্ধার-সোপান;
শিখাইবে সে সাধনা, যারে করি' জীবনের সার
নষ্টবীর্য্য সমাজের নব তেজ আসিবে আবার

বুঝাইবে শক্তি সেবা;—বিলাসের অলস শয্যায়
শায়িত সমাজ যবে রোগজীর্ণ র'বে মৃতপ্রায়;
পেয়ে' স্বর্ণ-অবসর দূর হ'তে প্রবলেরা আসি'
বাহুবলে কৌশলে বাঁধি'বে তারে স্বকবলে গ্রাসি'।

যখন পিতার প্রতি প্রকুপিত প্রিয় পুত্রগণ
তাহার উচ্ছেদ তরে নিজপুরে ডাকি' পরজন,
নিজকরে তা'র পদে সমর্পিয়া গৃহরত্নরাশি,
সদাশঙ্ক নিশিদিন নিজবাসে র'বে পরবাসী।

ভবিষ্যৎ-অন্ধ নর যবে নিজ বন্ধন-শৃঙ্খল
রচিয়া আপন করে, কণ্ঠ পাণি চরণযুগল
আনন্দে ভূষিত করি', পরবেত্র সলীল নর্ত্তনে
তালে তালে নাচি', মুগ্ধ হ'বে তা'র শিঞ্জন শ্রবণে

নিবস্ত্র নিরন্ন খিন্ন রোগজীর্ণ প্রজার ক্রন্দনে,
যখন ধরার রাজা মিথ্যাশঙ্কা -বিচলিত মনে,
নিজগেহ-বন্ধনের রজ্জুচয়ে ভাবি' বিষধর,
হানিবে কুলিশচণ্ড কালদণ্ড তাহার উপর।

ঘৃণিত দাসত্ব যবে জীবনের ব্রত হ'বে সার,
সদাশঙ্কা অপমান তিরস্কার যার পুরস্কার,
পরপদ লেহী নর পরোচ্ছিষ্টে ধৃত নিজ প্রাণ
পরপদে শতবার দিবে বলি কুক্কুর সমান।

অকাতরে যবে নর শ্রবৃত্তির রম্য প্রতিদান
নশ্বর অর্থের মোহে তিরোহিত হিতাহিতজ্ঞান,
পরপদ বিমর্দ্দিত স্বর্গগুরু স্বীয় জননীর
ক্ষুধাপিপাসার্ত্ত কণ্ঠে হানি' অস্ত্র হাসিবে অধীর।

তুচ্ছ মান-প্রাণ-ভয়ে যবে হবে কাপুরুষ নর
সাক্ষাৎ-দেবতা মায়ে মা বলিয়া ডাকিতে কাতর;
পরের আদরে ভুলি' অতিপর করিবে সোদরে,
পরের অর্পিত বিষ সুধা বলি' ধরিবে অধরে।

গৃহের তণ্ডুল দূর পরগৃহে করায়ে রন্ধন
নীচস্পৃষ্ট পর্য্যুষিত সেই অন্ন রুচিতে যখন

ভক্ষণ করিবে নর, উৎপাদিত নিজ গৃহাঙ্গণে
তূলারাশি দিয়া পরে লজ্জাদিব্ব পরের বসনে
নিজ হিতে অন্ধ নর পর মুখ চাহি' চিরদিন
অলস বহিবে বসি' অবশাঙ্গ বিষণ্ণ মলিন ;
বদ্ধ কর পদ যেন অকারণ ক্রুদ্ধ পদাঘাতে
যখন ত্যজিবে প্রাণ নিরাশ্রয় স্বজনে কাঁদা'তে।
জীবনের অবলম্ব, ভবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন,
সে ধান্যের শেষমুষ্টি পরহস্তে করিয়া অর্পণ,
পরি' তা'র বিনিময়ে সুচিক্কণ বিনামা চরণে.
নিরন্ন উদরে ক্ষীণ ক্ষুধাতুর শিশুর ক্রন্দনে
হ'য়ে অতি উদ্বেজিত, ক্ষিপ্তপ্রায় সে পদ প্রহারে
প্রাণাধিক কন্যা পুত্রে পাঠাইয়া শমনের দ্বারে,
সর্ব্বচিন্তা-সর্ব্বক্লেশ সর্ব্বক্ষুধা-পিপাসা নাশন
দয়াশীল রাজশূলে যবে নর জুড়া'বে জীবন
যখন পরের ত্যক্ত পরিতৃপ্ত মুখের উচ্ছিষ্ট
লভিয়া কৃতার্থ নর আত্মহারা ভাবিবে যথেষ্ট ;
নিজ সর্ব্ব অবহেলি', গর্ব্বস্ফীত পরের বিভবে,
পরভাষা পরভূষা পরধর্ম্মে রুক্ত সবে হবে ;
শিয়রে উদ্যত যষ্টি পেটীবদ্ধ যথা ভুজঙ্গম,
নিস্তেজ যখন নর নিরুপায় র'বে নিরুদ্যম।
পরের ইচ্ছার বশে স-নয়ন মুদিয়া নয়ন,
সকলাঙ্গ পঙ্গু মূক র'বে নর নিষ্ক্রিয় যখন

অবিল্ল পবিঘ ত্যজি' ভিক্ষাপুট স্কন্ধে কিণাঙ্কিত
ধরিয়া, যখন নব পুরদ্বারে হ'বে বিড়ম্বিত;
বিতাড়িত শতবার, তবু তা'র প্রসাদের আশে
যাবে সেথা' শতবার, দগ্ধপ্রাণ কঠোর সন্ত্রাসে।

'অসির উত্তরে অসি' যাহাদের নীতিমন্ত্র সার,
যুঝিতে তাদের সনে, হংসপুচ্ছ, মসীপাত্র আর,
ল'য়ে অস্ত্র, অগ্রসরি', হুহুঙ্কারে ত্রস্ত যবে নিবস্ত কজ্জলে
অসিত-বদন শশী লুকাইবে প্রেয়সীর বসন অঞ্চলে;

বচন-আয়ুধ যবে পরমর্ম্ম-ছেদন-তৎপর,
আস্ফালিত কশা-শব্দে ক্ষণস্তব্ধ, স্বজন উপর
মনের সমস্ত মন্যু নিক্ষেপিয়া, বৃশ্চিক সমান
স্বদেহ দংশনশীল, র'বে নর বিষদিগ্ধ প্রাণ।

অম্লান-বদন যবে কমলার বরপুত্রগণে,
নিগড় বাঁধিয়া গলে, প্রভুহস্ত বেত্র সঞ্চালনে,
শুইবে, বসিবে, কভু দাঁড়াইবে, নাচিবে উল্লাসে,
আসিবে দর্শকজনে দংশিবারে দশন-বিকাশে।

রক্তাপ্লুত-কলেবর যতবার বেত্রের প্রহারে,
দীনমুখে শুষ্ক হেসে, ততবার পুষ্প উপহারে
অর্চ্চি' প্রহারক-পদ, ধূলি তা'র করিয়া লেহন,
করিবে কপট কণ্ঠে যবে তারা জয়-উচ্চারণ;

পরের কুহক-বাক্যে বিমোহিত, স্বজন-মস্তকে
প্রহারি' বিষম অসি, যবে নর নাচিবে পুলকে।

পরের মুখের হাসি শূন্যগর্ভ প্রশংস বচন
সর্ব্বস্বের বিনিময়ে লভিবারে করিবে যতন
মিলিত যে দুই করে ধৃত এক মাল্য বা কৃপাণ
রাজ পদ-রজে কিংবা অরি রক্তে করিবে সিনান,
সেই দুই হস্ত যবে পরদত্ত অস্ত্রযুগ ধরি'
পরস্পর সম্প্রহারে লুটাইবে ধরণী উপরি
দুরাচার দস্যুদল মহাদর্পে প্রবেশি' ভবনে,
জায়া ভগ্নী তনয়ার প্রাণাধিক সতীত্ব রতনে
সোল্লাসে লুণ্ঠিলে, যবে তাহাদের বান্ধব স্বজন
দ্রুত পলাইয়া দূরে কলরব তুলিবে ভীষণ
যখন অর্চ্চনা পূত চিরপূজ্য প্রতিমা সজ্জিত
কলুষিত দণ্ডাঘাতে শত খণ্ডে হেরি' বিচূর্ণিত,
তপ্তলোহে সুরঞ্জিত একটীও ধৃতদণ্ড কর
ভগ্নশির সহকারে লুণ্ঠিবে না ধূলিশয্যা 'পর
ম্লেচ্ছদল যবে মিথ্যা সদাবক্ষ্য পশি' ধর্ম্মমঠে,
সকল্মষ করে সব প্রবেশিয়া লুণ্ঠিয়া সাপটে,
অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করি' তাহা ফিরিলে ভবনে,
নিস্পন্দ চাহিয়া র'বে কাপুরুষ বীরপুত্রগণে।
ভেদবীজ কপর্দ্দকমাত্র তরে উন্মত্ত যখন
আর্থিক বন্ধুর অন্ধ লম্বোদর করিতে পূরণ
ঢালিয়া অজস্র স্বর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত তরুতলাশ্রয়,
পরস্পর-কণ্ঠনালী-ছেদোদ্যত হইবে ভ্রাতৃদ্বয়

সূচিব বাহক যবে পদগুলি, পাদুক-শোভন,
রক্ষক করের কর্ম্ম সাহঙ্কারে কবিবে গ্রহণ ;
হস্ত যবে দৃষ্টিধর্ম্ম নয়নের কবি' অভিনয়,
একেরে বলিয়া আর বিশ্বমাঝে ঘটা'বে প্রলয়।

সমাজের শীর্ষ যবে বীর্য্যকেন্দ্র সাধক-প্রধান,
কোন গুপ্ত নিবালয়ে মুনিব্রত ধ্যানে একতান
বসি' দেশচিন্তারত ; আর শত অধমাঙ্গচয়
কবিবে সাধনাশূন্য বাক্যে মাত্র তা'র অভিনয়

শাস্ত্র যবে প্রতিপন্ন প্রবলেব স্বার্থের সাধন,
কঠোর বিধান তা'ব মনে হবে দুর্ব্বল-পীড়ন,
না বুঝি' নিগূঢ় মর্ম্ম শাস্ত্রে ধর্ম্মে শিথিল বিশ্বাস
স্বেচ্ছাচারী পাপরত ক্রমে নব পাইবে বিনাশ।

শোনিত-বিক্রয়-লব্ধ অশ্রুসিক্ত নিয়া অর্থরাশি,
হাসিবে নির্লজ্জমুখে যবে নর শৌনিকেব হাসি ;
বক্ষিতে কুলের মান স্নেহমায়া ভালবাসা ভুলে',
প্রাণসমা তনয়াবে স্বীয় কবে ভাসাবে অকূলে

বালবিধবার তপ্ত অভিশাপে রুধিরাশ্রুময়
যখন সমাজ ক্রমে শতক্ষত যা'বে অক্ষয় ;
সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিয়া, শেষে পতিতার ব্যাকুল রোদনে
বিরক্ত, দূবিবে তারে যবে নর চরণ-তাড়নে।

প্রচুরার্থ-বিনিময়ে তুলাদণ্ডে মাপিয়া আপনি
প্রদিবে অনর্থকরী বিদ্যা যবে বিদ্যার বিপণী।

লভিয়া সে বিদ্যা যবে, প্রজ্জ্বলিত যেন দবাঙ্গার,
দহিবে বিক্রমে নর সনাতন স্বকীয় আধার
স্বার্থপর বাকসার কাপুরুষ যশের কাঙ্গালী,
করি' তীব্র আস্ফালন জ্বালাময় উগারিয়া গালি,
সহসা ভ্রূকুটী ভীত চিরাশ্রিত ত্যজি' ভক্তগণে,
লভিবে বিশ্রাম সুখ আরামের নিভৃত শয়নে ;
বসি' দূর নিরাপদ উচ্চাসনে অতি সাবধান,
রণোন্মত্ত ভক্ত বীর সৈনিকের কতগুলি প্রাণ
চিরনিদ্রাগত হ'ল, একে একে অম্লান হিয়ায়
গণিয়া ফিরিবে গৃহে যবে, ভীরু নৃপতির প্রায়।
বিদ্যা যবে গর্ব্ব আর বিবাদের কারণ কেবল,
পদ যবে মদ সম সঞ্চারিবে বিকার প্রবল,
ধন যবে নির্ধনীর নিধনের প্রধান সাধন,
বল যবে হবে সদা দুর্ব্বলের পীড়ন-কারণ।
নিদ্রিত সমাজ যবে বারংবার কশার প্রহারে
নয়ন মেলিয়া কষ্টে সচকিত হেরি' চারিধারে
সকলে করিছে কাজ, সেও তাই সদ্যোজাগরিত
উদ্ধত সাহস ভরে সাধিবারে আপনার হিত,
হেরিলে সম্মুখে সজ্জ স্বার্থপর দৃপ্ত প্রহরণ
অশেষ উপায়ে তার শুভোদ্যমে করিছে বারণ।
তবু অগ্রসর যবে নিপীড়ন সহি' অকাতরে,
অহেতু অশান্তি আনি' প্রবলের দুর্ব্বল অন্তরে।

এখন-অবশ্যকার্য্য শক্তি পূজা প্রচার কারণ,
বিবরিবে মোর কাছে তা'র সব নব প্রকরণ।
মহাশক্তি আরাধনা জীবন্মৃতে সুধা সঞ্জীবনী,
নরের সাধনা পরা, জীবনের মঙ্গল সরণী।
নরের পরম চর্য্যা— বলচর্চ্চা, শক্তির অর্চ্চনা;
'আসন' যাহার আত্ম-উদ্ধারের প্রবল বাসনা।
'মুদ্রা' যার যোগ্যকর্ম্মে করযুগ্মে নিত্য অভ্যসন;
'ধ্যান' যার একতান চিত্তে শক্তি বিভূতি চিন্তন
'ধারণা' যাহার নিজ মোহসুপ্ত মহত্ত্বের জ্ঞান,
আপন সামর্থ্যে আর অনুকূল-প্রত্যয়-আধান।
সংকল্প' ঈপ্সিত লাভে অবিচল একান্ত নিশ্চয়;
'আবাহন' সংগোপনে সর্ববজয়ী শক্তির-সঞ্চয়।
সর্বব অর্থ সামর্থ্যের সংপ্রয়োগ 'পাদ্য' 'অর্ঘ্য' যার,
'ধূপ' যার বীরোৎসাহ, 'দীপ' কার্য্যপন্থা-আবিষ্কার
'গন্ধ' যশ, 'পুষ্প' যার স্বীয় ক্ষুদ্র অভিলাষ শত,
'নৈবেদ্য' জগৎ মাঝে সাধকের প্রিয় বস্তু যত।
মদ-অন্ধ দুর্জ্জনের গুরুদণ্ড-প্রহার স্রাবিত
অগুরু 'চন্দন' যার সন্তানের সুরক্ত শোণিত;
তাহাতে চর্চ্চিত দেহ অদ্রি যেন গৈরিক নিস্রাবে
ঊর্দ্ধমুখে মাতৃনাম বহ্নিবাক্ সন্তানেরা গা'বে।
'মন্ত্র' যার মাতৃনাম,—অবিরাম কণ্ঠে উচ্চারণ,
'প্রণাম' আরাধ্যপদে নম্র শিরে আত্মনিবেদন,

'বাদ্য' যার গালশব্দ, 'গীত' শক্তি-প্রভাব কীর্ত্তন,
বীরমদে দক্ষপদে শুভযাত্রা প্রমোদ 'নর্ত্তন'
'বলি' যার কামছাগ আদি ছয় রিপুর সংহার,
বিবিধ বিলাস আর কলুষিত দ্রব্য পরিহার;
দেবীর করুণাভিক্ষা যে পূজার করুণ 'প্রার্থনা',
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সুদুর্জ্জয় শক্তির কামনা
অপর প্রার্থনা' যার,— যেন নৃপ, দ্বিতীয় ঈশ্বর,
না ভুলিয়া কর্ণেজপ খলবাক্যে, থাকি' ন্যায়পর,
ভীম কান্ত সুশাসনে দমি' দুষ্টে, পালি' শিষ্টজনে,
ধরেন সার্থক নাম সদা রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনে।
প্রচুরামবারি আর প্রজাবৃন্দ,—রাজার সন্তান,
পিতৃসম রাজপদে রাখি' মতি, স্থির, ধৃতিমান্
দাঁড়াইয়া করি' ভর নিজ জীর্ণ চরণ উপর,
চলে যেন ধর্ম্মপথে নিজ কর্ম্ম সাধি' নিরন্তর
হেন মহাশক্তি-পূজা, মাতৃপূজা যার অন্য নাম,
করিয়া সমাজ, ত্যজি' মোহনিদ্রা, হ'কে পূর্ণকাম
সকাম এ সপর্য্যার আদি, অন্ত, নাহি 'বিসর্জ্জন',
সিদ্ধিলাভ ধন্মপ্রাপ্ত, তবু শক্তি সেবা আজীবন।
তুমি নাথ! দয়াসিন্ধু রক্ষিবারে তোমার সংসার
করিবে দুর্ব্বল চিত্তে হেন শুভ শক্তির সঞ্চার;
হতবীর্য্য গতমান মজ্জমান সমাজে রক্ষিতে,
মাতৃপদে প্রবণতা সঞ্চারিবে সন্তানের চিতে

জ্বালিবে পবিত্র বহ্নি সন্তানের হৃদয়-মন্দিরে,
না নিভে' বাড়িবে তাহা নিগ্রহের প্রবল সমীরে ;
আহিতাগ্নি সম তাহা চিরদিন তোমার সন্তান
রক্ষিবে ইন্ধনরূপে প্রয়োজনে সঁপি' নিজ প্রাণ
হেন মাতৃ-উপাসনা, করিবারে পতিতে উদ্ধার,
পতিতপাবন নাথ অবনীতে করিবে প্রচার ;
দুর্গত সাধুর ত্রাণে আর পাপ দানব সংহারে
হেন ভীমা শক্তি দেবী অবতীর্ণা হ'বে বারে বারে।
উচ্ছল-রুধির-রক্ত-দৈত্যশিবসংঘ সিংহাসনে,
চিত্তের পবিত্র চৈত্যে হেন মূর্ত্তি স্থাপিত যতনে,
চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা ভীমদণ্ড-চণ্ডঅসি-করা
বিলোল-রসনা দৃপ্তা ঘূর্ণিতাক্ষী ঘোরনৃত্যপরা
ভ্রূকুটী মূর্চ্ছিত-ধরা ভয়ঙ্করী হেন প্রতিমায়
অর্চ্চিয়া, হেরিবে ভক্ত বিরাজিত মাতৃ-মহিমায়,
কমলা কমলাসনা শুভঙ্করী মধুর হাসিনী,
সাধকে সাধনা-তুষ্টা ইষ্টবর-অভয়-দায়িনী
শিখাইবে হেন দিব্য সর্ব্বতোভদ্রী শক্তির লাগিয়া
কঠোর সাধনা চাই একলক্ষ্য সর্ব্ব তেয়াগিয়া ;
বিপদে পাতিয়া বক্ষ, বিপক্ষের তর্জ্জনে অগুরি',
স্বকার্য্য-সাধন চাই ; তবে তুষ্টা সন্তানে শঙ্করী
বহু দিবসের ভার অবসাদ নিক্ষেপিয়া দূরে
উৎসাহ কুঠারাঘাতে নিপাতিয়া অদৃষ্ট-দস্যুরে,

'হয় মুক্তি নয় মৃত্যু' জীবনের কবি' সত্য পণ,
যেতে হবে কর্ম্মবশে এক চিত্ত অটল চরণ
উপাড়ি' আপন করে আপনার হৃদয়কমলে
দিতে হবে উপহার জননীর রক্ত পদতলে,
মায়ের আহ্বান মাত্রে শত শির অসির সহায়ে
নিমেষে পড়িবে খসি' অশ্রুসিক্ত জননীর পায়ে ;
তবে ত আসিবে ফিরে' সন্তানের গীতা মহীয়সী
সুবর্ণ কিরীট শিরে স্থির কোটীকরোদ্ধৃত স্বর্ণপীঠে বসি',
কোটীকণ্ঠে নিত্যগীত বিরাজিতা নিজ মহিমায়,
পুণ্যাজ্জিত-সর্ব্বলোক-সভক্তি পূজিতা সদা দেবতা সহায়
স্বজাতি স্বদেশ আর স্বধর্ম্মের কুশল কামনা,
ক্ষুদ্র স্বার্থ দূরে রাখি' তাহাদের কল্যাণ সাধনা,
শিখাইবে সার কাম্য, সার কার্য্য, নরের ধরায়,
অন্যথা পশুর হেয় নরনাম কলঙ্কিত তায়
শিখাইবে— তুচ্ছ মান-প্রাণ বলি এ তিনের তরে,
এ তিনের হিতকারী সুরপূজ্য কভু নাহি মরে ;
এ তিনের মুক্তি তরে নির্য্যাতন বীর-অলঙ্কার,
রক্তদীন অনশ্বর কীর্ত্তিচিহ্ন মর্ত্তে স্বর্গে আর
বুঝাইতে ধ্রুব সত্য, হিত কথা সকল মানবে,—
রাজা যদি রাজা হয়, প্রজা কভু অন্যথা না হ'বে
বুঝাইবে আরো দেব। প্রজা যদি আপনার লঙ্ঘি' মর্য্যাদায়
বিরোধে রাজার সঙ্গে অবশ্য সে অবিলম্বে তবে নাশ পায়

দেবতার মানবের নব নব রম্য ইতিহাস,
ভূত ভাবি উপখ্যান হ'বে নিত্য শ্রীমুখে প্রকাশ ;
পুণ্যের পবিত্র জ্যোতি মেদিনীতে ফুল্ল পারিজাত,
পাপের মলিন ছায়, উভয়ের ঘাত প্রতিঘাত
বুঝাইবে ধর্ম্মকথা,—মানবের পাবন রক্ষণ,
বুঝাইবে, শিবে মতি, জীবে রতি ধর্ম্মের লক্ষণ ;
নরের অনন্য চিত্তে নিজ কর্ম্ম সম্পাদন আর
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের সারতত্ত্ব ধর্ম্মের আচার
শিখাইবে কত তথ্য তত্ত্ব সৃষ্টি রক্ষা উপদেশ
অরি-সংহারের তরে অভিচার বিধান অশেষ,
বুঝা'বে নিদান তত্ত্ব শরীরের ক্রিয়া ব্যাধি আর,
মণি মন্ত্র মহৌষধে শিখাইবে তা'র প্রতীকার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহার যাহাতে অভিলাষ,
কি উপায়ে পাবে নর দিবে তা'র ইঙ্গিত আভাষ।
কুটিল নিয়তি বশে সুকৃতির দুর্গতি দুর্ব্বার
শুনিয়া ঝরিবে অশ্রু কৃত্তিবাস ভিজা'য়ে তোমার
নরের পাপের ফলে রোগ তাপ দৈন্য অনুতাপ,
দারুণ জ্বালায় জ্বলি অরুন্তুদ করুণ বিলাপ
শুনিয়া কাঁদিবে প্রাণ ; সান্ত্বনিবে এ দাসীরে তুমি,
'বম্'নাদে মহানন্দে নাচিবে ও অশ্রুমুখ চুমি',
শ্রান্ত অবসন্ন যবে অবনীতে পড়িবে বসিয়া,
সেবিব চরণ তব হৃদিপদ্মে ধারণ করিয়া ;

শিশিরার্দ্র পুণ্ডরীক হেরি' তব স্বিন্ন স্মিত-মুখ,
ভাবিব এই ত স্বর্গ, এই তা'র সুদুর্লভ সুখ
শিশির শীতল শান্ত নিশীথিনী নিদ্রা নিমগন
বক্ষে ধরি' নিশানাথে সুখস্বপ্ন হেরিবে যখন,
ধীর পদে উঠি' মোরা দরীগত পর্ণের শয়নে
আসিয়া সুবাস স্নিগ্ধ বনপুষ্প বিছা'ব যতনে
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইয়া তোমার গলায়,
দুজনে প্রফুল্ল মনে সংবেশিব কুসুম শয্যায়,
তব বাম-মৃদু-বাহু উপাধানে রাখি' শির মোর,
বাঁধিব তোমার অঙ্গে মোর ভুজলতিকার ডোর।
ঘুমা'লে হারাই পাছে, মনে মোর সদা ভয় হ'বে,
র'বে না পলক তাই মোর মুগ্ধ-নয়নপল্লবে ;
কভু গল্প, কভু হাস্য, কভু র'ব ক্ষণেক নীরব,
কভু ভাবগান, কভু দুইকণ্ঠে পদ্মনাভ স্তব।
তরু-পত্র-রন্ধ্র পথে অর্দ্ধ চন্দ্র কভু অতন্দ্রিত,
হেরি সে মিলন মধু, সুধাস্যন্দী, হ'বে আনন্দিত ;
কখন আনন্দভরে বৃক্ষ'পরে গাহিবে পাপিয়া,
বিকল সে কলকণ্ঠে বনান্তর উঠিবে কাঁপিয়া
কখন গোপনে আসি' নিদ্রাদেবী করপদ্ম তার
নয়নে বুলায়ে যা'বে ; জানিব না, কখন আঁধার
আবরি' সমস্ত বন, তব ভাল-বিধু-খণ্ড-ভয়ে
দাঁড়া'বে কন্দর-দ্বারে উড়াইবে খদ্যোতনিচয়ে।

ঝিল্লীকুল সমতান নিদ্রাগান সতত নিক্কণে,
হরিবে বনের শান্তি; বিলোপিবে মনের চেতনে ;
পবন আসিয়া মৃদু সুবাসিত শীতল অঞ্চল
বিদুরি' মশকদলে বীজনিবে জাগি' অবিরল

জানিব না সে সুখের বিভাবরী পোহা'বে কখন,
বিহঙ্গের আবাহনে চমকিত মেলিব নয়ন ;
হেরিব তেমনি তুমি হৃদিলগ্নী মগ্ন আছ ঘুমে ;
সহসা উঠিবে জাগি' মোর মৃদু গোপনের চুমে

আবার বনান্ত যবে গ্রতাপ নবধারা-সেচকে
হ'বে যেন পুলকিত কুসুমিত কদম্ব কেতকে,
আনন্দে না'চিবে যেন বিটপীর বায়ু আন্দোলনে,
গাহিবে কেকীর স্বরে মালতীর সহাস্য বদনে ;

যখন মল্লিকা তার মধু হাসি' যূথিকা-অধরে
আদরে মাখায়ে দিয়া অদর্শন হ'বে বনান্তরে ;
অর্জ্জুন বকুল সর্জ্জ সুসজ্জিত মধুর সৌরভে
করিবে অরণ্যভূমি আমোদিত মণ্ডিত গৌরবে ;

মধুপনিকর যবে পুষ্পহীন তেয়াগি' পদ্মাকর,
উদ্ভ্রান্ত উৎপল ভ্রমে ময়ূরীর নৃত্য-বিকস্বর
কলাপ উপরে আসি' সুমধুর পড়িবে গুঞ্জরি',
শোভিবে শিখিনী প্রিয় সেন্দ্রধনু অভ্রচ্ছবি ধরি',

তাহারে নাচিতে হেরি', কখন বা নিরখি' আমায়
বিহরিতে ঘনতরু-শ্যামচ্ছায়ে তড়িল্লতাপ্রায়,

উল্লাসে কলাপি কুল বৃত্তাকারে নাচিবে-স রবে,
তুমিও তাদের সনে নীলকণ্ঠ নাচিবে তাণ্ডবে।

আবার যখন ঘোর-অন্ধকারে ভুবন আবরি',
আসিবে দুর্দ্দিন-নিশা ঘনকৃষ্ণা যেন নিশাচরী,
তাহার বিকট আস্যে অট্ট হাস্যে গভীর গর্জ্জন
শুনিয়া, তোমারে-ভীত ভুজবন্ধে করিব ধারণ

শরদের নীলাকাশে মেঘমালা বিশদ সুন্দর
তোমার প্রতিমা হেরি' যোগমগ্ন নীরব নিথর,
বিরহ-কাতর প্রাণে তা'র পানে রহিব চাহিয়া,
ধরিবে নয়ন চাপি' তুমি চুপে পশ্চাতে আসিয়া
কখন বা, কুসুমিত কোবিদার, সপ্তপর্ণ আর,
দোলাইয়া বক্ষে শিরে মালতীর পত্র-পুষ্প হার,
কলহংস মুখরিত বিভূষিত কহ্লার কমলে
যখন হেরিবে নিজ প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সরোজলে,
তখন যুগলে আসি' তীরে তার দাঁড়াইয়া স্থির,
সপদ্ম মৃণাল করে কণ্ঠে ফুল্ল মালা শেফালির,
কর্ণে চারু নীলোৎপল, কেশে কুন্দ কুসুমের হার,
হেরিব সলিল মাঝে লীলাপর ছায়া দোঁহাকার।

শোভন শরৎ অন্তে হেমন্তের ধীর পদার্পণে,
ক্ষীণতেজ দিনমণি, যামিনীর হিম আবরণে
মলিন তুহিনকর হীনপদ্ম কুমুদ কহ্লার
সরসীর স্থির জলে সেহারিয়ে মুখ আপনার,

তখন দুজনে উঠি' লোধ্রচাক মহীধর' পরে
সুখসেব্য সূর্য্যকর সেবি' দোঁহে সুদূর প্রান্তরে
স্বর্ণবর্ণ পক্ক শালি সমীরণ-মৃদুল হিল্লোলে,
হেরিব আনন্দে, যেন কৃষকের সুখ-আশা দোলে
শীতল শিশির কালে, দীর্ঘযাম আসিলে বিয়োগা,
প্রবেশি' কন্দর-কক্ষে, কন্দর্পাগ্নি সুখোষ্ণা এ শ্যামা
তোমারে রাখিবে সুখে বক্ষোপরে ধরিয়া যতনে,
ব্যাঘ্রাজিন-আস্তরণ শুষ্কপর্ণ সুখদ শয়নে।

হেন সুখে বারোমাস নিরন্তর দিব বিভাবরী
ফিরিব তোমার সাথে, ছায়া সম, নিত্যসহচরী ;
হেন সুখস্বপ্নে ভোর প্রেম-ডোরে বদ্ধ দুজনায়
ভ্রমিব নির্ভয় মনে তপোবনে মৃগযুগ্ম প্রায়।

মাথার উপরে র'বে চিরমুক্ত বিশাল আকাশ,
বহিবে নিয়ত সেবি' সুরভিত স্বাধীন বাতাস,
চরণে পড়িয়া র'বে অসম্বাধ অগাধ কানন,
গাহিবে স্বাধীন গান বৃক্ষে তা'র বিহঙ্গমগণ,

স্বাধীন মহীধ্রকোলে স্বাধীনতা চির-প্রয়াসিনী
হ'বে চির প্রবাহিত মুক্তগতি শত স্রোতস্বিনী,
স্বাধীন অরণ্য মাঝে সুরযোনি পশুবৃন্দ আর
স্বাধীন স্বকর্ম্ম সাধি' সদানন্দে করিবে বিহার।

কন্দ মূল ফল মধু,—প্রকৃতির অযাচিত দান,
তৃপ্তির আহার নিত্য, নির্ঝরের স্বচ্ছ বারি পান,

গুহাগেহ, পর্ণতল্প, পরিধান তরুর বল্কল,
পরিচর, পশুপক্ষী, অনায়াসে পাইব সকল।"

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

"সাঙ্গ করি' সঙ্গে তব অরণ্যের অনঙ্গ বিহার,
যাইব ত্রিদিবাবাস শান্তিধাম কৈলাসে তোমার,
সেখানে সংসার পাতি', সাজি দোঁহে নবীন সংসারী,
রহিব পরমানন্দে সাধুসেবী গৃহধর্ম্মচারী।

সংসার সাগর মাঝে হ'বে তরী সে গৃহসংসার,
ক্ষেপণী-ধারিণী আমি, তুমি হ'বে তা'র কর্ণধার;
নিঃসম্বল যাত্রিগণ হ'বে পার ভব করি' তায়;
আমাদের সুখ শুধু নিজ নিজ কার্য্য সমাধায়।

সে তব কৈলাসধামে অদর্শন তুমি কত দিন?
তোমার অভাবে তাহা প্রেতপুরী শ্রীহীন মলিন,
পিশাচের উপদ্রবে নগরের অশেষ দুর্গতি,
নিপীড়িত প্রজাগণ অশ্রুসার হ'য়েছে সংপ্রতি।

তোমার চরণার্পণে, সূর্য্যোদয়ে যেন অন্ধকার,
অনাচার অত্যাচার যাবে দূরে, পূর্ব্ব লক্ষ্মী ফিরিবে আবার।
পলাইবে ভূতগণ, কেহ বশ, কঠোর শাসনে
দাস হ'য়ে রবে সেথা, শির লুটে প্রজাদের পড়িবে চরণে।

গৃহের জঞ্জাল সব বিদূরিয়া, করিয়া সংস্কার,
স্থাপিব শৃঙ্খলা তায় নব তন্ত্র বিধান বিচার।
আবার উদর ভরি' নিজ অন্ন আহারে সবল
তোমার সকল লোক সুখ শান্তি ভুঞ্জিবে বিপুল।

হে ধ্রুব! তোমারে দেখি' হ'ব তব ভবনে অচলা,
হে শিব! তোমার পাশে বসি' হ'ব সর্বমঙ্গলা।
ল'য়ে তব স্নেহসুধা লোকের মিটাব ক্ষুধা,
ভূতবৃন্দ ভূতনাথ! হ'বে আপনার
বধূ তব শান্তিময় করিব সংসার।
শান্তিরাজ্য গৃহমাঝে হ'য়ে অধীশ্বরী,
অগ্রে আপনারে আমি বশীভূত করি',
সেবায় সবারে বশে রাখি' অনুক্ষণ,
করিব বিবিধ ভাবে শাসন পালন
তব রূপ গুণে স্বামি! রূপ-গুণবতী আমি,
শক্তিমান্ হ'ব তব শক্তি-স্বরূপিণী,
হইব শঙ্করী সদা শঙ্কর-গেহিনী

হইব গৃহিণী তব যবে তুমি র'বে গৃহ মাঝে,
আপনি স্বকাজ সাধি' সবে বাঁধি' নিজ নিজ কাজে;
যোগিনী যখন যোগে, আরামদায়িনী ভোগে,
সেবায় সতর্ক সদা ইঙ্গিতপালিনী,
সমস্ত জীবন পথে নিয়তসঙ্গিনী।

নিরন্তর বদ্ধ র'ব তোমার চরণে
জীবনে মরণে যথা বল্লী তরু সনে
হইব গৃহিণী তব ভবনের আজীবন দাসী,
কর্ম্মে দক্ষা দশভুজা, নর্ম্মে বামা, ধর্ম্মে-অন্তেবাসী ;
তুমি মোর হ'বে প্রভু, শিক্ষাগুরু, ইষ্টদেব আর,
কায়মনোবাক্যে তব করি' সেবা তরিব সংসার
তোমার আশ্রম নাথ ! হ'বে সুখ শান্তির নিলয়,
ধর্ম্মচিন্তা-শাস্ত্রকথা-আলোচিত পুণ্য দেবালয়
সংসারীরে নীতি আর সন্ন্যাসীরে হিত উপদেশে
তুষিবে বিশ্বের লোকে তুমি দেব . পুত্রনির্ব্বিশেষে ।
তোমার আলয় হ'বে সকলের অভয় আশ্রয়,
ব্যাধিতের গদামুক্ত সুভেষজ আরোগ্য নিলয় ;
অনুতপ্ত পাপী আসি' পাবে শান্তি অশান্ত জীবনে,
তাপিতের আর্ত্তনাদ হবে দূর মধুর সান্ত্বনে
তোমাতে অচলা ভক্তি, প্রীতি রাখি' স্বজনের প্রতি,
পরিজনে স্নেহ মায়া, জায়া তব হ'ব কুলবতী ।
তোমার স্নেহের কোলে দিয়া কানে অনিন্দ্য নন্দন,
করিব নিশ্ছিদ্রতর দম্পতির প্রণয়-বন্ধন !
বাহিরে লক্ষ বিস্ফারিয়া অনুক্ষণ সতর্ক নয়নে,
পক্ষিণীর সম সদা হ'ব রত অপত্য-রক্ষণে,
ঝরিবে সুখাশ্রু হেরি' নেত্রে তব, ধরিত্রী সমান,
যখন বসিব ধরি' অঙ্কে মম তোমার সন্তান ।

নয়ন-আনন্দ মূর্ত্ত আশা-গ্রন্থি-হৃদির-আশ্রয়
লালনে তাড়নে স্নেহে সুশিক্ষায় পালিয়া তনয়,
করিব দোসর তব, জ্ঞানে গুরু, বিক্রমে সমরে,
ধরিবে জীবন তারা সদা পর-উপকার তরে।

উপযুক্ত ব্যবহারে, মিতাচারে, সাধু শৃঙ্খলায়,
বঞ্চিত না করি' কারে সুসঞ্চয়ে এড়াইয়া দায়,
পালিয়া গৃহীর ধর্ম্ম, পালি' নিত্য নিজ কর্ম্ম,
ইহ আর পরকালে মঙ্গল-কারণ
পুণ্যের জীবন দোঁহে করিব ধারণ।

আপনার সুখ দুঃখে না হইয়া সদা বিমোহিত,
সরল সদয় চিতে আচরিব অপরের হিত
পূর্ণ-অনাবিল-স্নেহ অতিথির প্রিয় গেহ,
দরিদ্রের দুঃখহারী, দীনের শরণ,
হইবে স্বাগত সদা তোমার সদন।
আতুর আসিলে দ্বারে নিজ অন্ন দিব তা'রে,
ধরিয়া 'অন্নদা'-নাম ধন্য হ'ব ভবে;
তোমার ভাণ্ডার অন্নে চিরপূর্ণ র'বে
তৃষিত কাতর মুখে বারি দিব ঢালি',
নিবিড় আঁধার গৃহে আলো দিব জ্বালি'
জুড়া'ব আহত জ্বালা স্নেহ-প্রলেপনে,
ফিরা'ব অশান্ত-মন মধু আলাপনে;
ঘুচা'ব রোগের তাপ সুশ্রূষার বলে,

বিয়োগীর তপ্ত অশ্রু মুছা'ব অঞ্চলে ;
দুর্গারূপে দুর্গতের ধরি' ত্রস্ত পাণি,
লইব অভয়ময় মাতৃ-অঙ্কে টানি'
যাহারে দেখে না কেহ তারে নিব কোলে,
বিপন্ন বিপথাগতে পথ দিব ব'লে।
উদ্যত কৃপাণযুগ্ম খাঝাবে পুরিয়া,
রুধির-পিপাসু অসি লইব কাড়িয়া।
অবোধ দুরন্ত যত বালকের দল,
না শুনিয়া হিতকথা, দৌরাত্ম্য প্রবল
করিলে সংসারে, মিষ্ট উপদেশ দানে
যতনে ফিরাইতে ; যদি নাহি মানে,
অপমান করি' মোরে যদি কটু ভাষে,
তুলিয়া সে ক্ষুদ্র কর প্রহারিতে আসে,
প্রসন্ন বদনে ডাকি' তাদের শান্তি গেছে,
প্রিয় বস্তু দানে আর অকপট স্নেহে
ভাল বাসি' তাহাদের তুষিব বচনে ;
লোষ্ট্র ফেলি' তারা মোর পড়িবে চরণে।
তস্কর সাধুর বেশে যখন প্রবেশি' বাসে,
গোপনে সর্বস্ব করি' অবাধে হরণ,
বাধা করিতে গেলে করিবে তাড়ন ;
অবিচার অত্যাচার দস্যু দুরাচার
তুলিবে সুখের গৃহে যবে হাহাকার,
নির্দোষের নিপীড়নে রুধির অশ্রুর সনে

যখন মিশ্রিত হবে, করুণ বিলাপ
বর্দ্ধিবে কেবল দুষ্ট দাম্ভিকের দাপ,
তাদের কুহকে মুগ্ধ, হৃত চিত্তবল,
ভবনের গুপ্তশত্রু, নির্বোধের দল
মিলিয়া তাদের সনে, আনন্দে যখন
আপনার সর্ব্বনাশে করিবে যতন ;
তখন করালী মূর্ত্তি ধরি' ভয়ঙ্করী,
শিষ্টে নিরাপদ, দুষ্টে বিদলিত করি',
আনিব ফিরা'য়ে শান্তি সংসারে তোমার,
বিনষ্ট আনন্দ ঋদ্ধি আসিবে আবার।

এ নহে অলস স্বপ্ন অকিঞ্চন দুরাকাঙ্ক্ষ মনে,
এ নহে প্রতিজ্ঞারাশি বাক্যবীর চপল বদনে ;
ব্রতরূ শিব যা'র করেছেন অধিকার
জীবনের সব কর্ম্ম বচন চিন্তনে,
কি অসাধ্য কি অসিদ্ধ তার ত্রিভুবনে।"

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

"ক্রমে প্রশমিতপ্রায় মানসের ঝটিকা আমার,
ঝরিছে সন্তাপহর সুশীতল আশ্বাস আসার,
তোমার প্রেমের কর সঙ্গোপনে পরশিছে তায় ;
তাই এ স্বপ্নগীত বর্ণচারু ইন্দ্রধনু প্রায়

কখন্ মিলায়ে যাবে নীরবে সে অম্বরের ক্রোড়ে,
কেবল পশ্চাতে তা'র স্থকোমলস্মৃতিটুকু ফেলে',
ঐ নীরনির্ভর নভ নীলকণ্ঠ। দেখ দেখ চেয়ে',
উল্লাসে করিয়া নৃত্য নটনাথ এস এস ধেয়ে'।

এস নাথ। এস সখা। এস মম জীবন-মঙ্গল
এস এস প্রাণেশ্বর, এস প্রিয়, অবলার বল,
ঐ নাথ। এস এস, বিলম্বে যে ব্যাকুল পরাণ,
এস নাথ। দেখা দাও, সাধনান্তে সিদ্ধির সমান

এস কান্ত! এস স্বামি। কাতর যে কামিনী তোমার।
দেখা দাও, রাখ প্রাণ; কত বল সহিবে সে আর।
কামিনী ডাকিলে কাঁদি' কে নিঠুর ফিরিয়া না চায়?
প্রাণপণে ভালবেসে কে কবে বা কেঁদে ফিরে' যায়?

সত্য যদি আমার এ কান্ত পদে আত্ম সমর্পণ,
সত্য যদি আমার এ আরাধন জীবনান্ত-পণ,
সত্য যদি সাধনান্তে এ ব্যাকুল প্রাণের প্রার্থনা,
ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, পূর্ণ হ'বে আমার বাসনা

ঈষৎ কাঁপিল বক্ষ, তক্ষসুখ আর বাম কর,
নিশ্চল নীরব বায়ু। বিচেতন দিব্য কলেবর
নেত্রযুগ বীতভঙ্গ চিত্রপটে যেন যত্নে লেখা,
জটাজূটে মুখচ্ছবি, ঊষামেঘে যথা ইন্দুরেখা।

লিখন

চতুর্থ আবেগ।

মূর্চ্ছিতা, পতিতা গৌরী, লতা পৃথ্বীগতা, নিমীলিত ইন্দীবর আঁখি;
পুঞ্জীকৃত বল্লীপত্র উপাধানে তাঁর অবসন্ন মৌলিভার রাখি',
অদূরে তরুণ এক অরুণ-প্রতিভ সৌমকান্তি নব[illegible]
বীজনিছে, পদ্মপুটে সিঞ্চিয়া [illegible] চক্ষে মুখে সুশীতল বারি।

সরা'য়ে মলিন ছায়া ঊষা যথা ধীরে মেলে আঁখি পূর্ববাশার শিরে
ঈশ্বরীর চারু নেত্র-শতদলত্রয় খুলিল তেমনি ধীরে ধীরে
অতি ধীরে জ্ঞানার্ক করিয়া বিনাশ সান্দ্র মোহ অন্ধকাররাশি
উমার মানসাকাশে হইল প্রকাশ মুখপটে ছটা পরকাশি।

উন্মীলিল আঁখিপদ্ম; না চাহিতে যেন উঠিলা অম্বিকা চমকিত,
সরমে সম্ভ্রমে তাঁর কমলের আভা ফুটিল কপোলে পুলকিত।
সম্মুখে সুন্দর যুবা ব্রহ্মতেজোময় [illegible]বেশ বর্ণীর আকার, —
[illegible]বি সুশ্রূষাব্রত, সাবহিত যেন মূর্ত্তিমান পর-উপকার।

ভাস্কর-উদয়বাণী-বিঘোষিণী ঊষারাণীর সুরভি [illegible]
উল্লাসিত কমলিনী নয়ন সম্মুখে নিরখিয়া চন্দ্রে মন্দ হাসে
হিমকর-পরশন সুখ সমীরণে বীজনিছে তা'র সুপ্ত কায়,
সে যথা জাগিয়া উঠি' চমকিয়া, লাজে কুমুদবান্ধব পানে চায়;

সলাজ নয়নে বালা দ্বিজরাজ স্মিতমুখ পানে রহিলা চাহিয়া,
তাহাতে মিত্রের ছবি নিরখিয়া যেন ঈশ্বরীর সবিস্ময় হিয়া;
আপনা সংবরি' পরে ক্ষিপ্র বিপ্রবরে প্রণমিতে আদরে সংভ্রমে
বরা আশু নিবারিল ক্ষীণাঙ্গীর সে উত্থানের গুরু উপক্রমে

বলিলা তাপস ধীরে, হে বরবর্ণিনি। মঙ্গল হউক সদা তব;
কিন্তু গো বিস্মিত আমি, শুচিস্মিতে! হেরি' তব হেন কার্য্য অসম্ভব
কেন অমঙ্গলে রত তোমার এ পুণ্য নবনীত-সুকুমার কায়?
শবের স্পর্শনা [illegible] রোচিত [illegible] চি স্মিত [illegible] যূথিকায়?

শুনেছি সকল কথা থাকি' আমি তব সন্নিকটে ঘন-অন্তরালে,
প্রীতি আবেগে যাহা আকুল উচ্ছ্বাসে নিবেদিছ নগরাজবালে!
[illegible] ছি [illegible] বিসদৃশ [illegible] রে প্রেত সহচরে ধরিয়াছে এ রূপের ডালা!
[illegible] ভ কি শ্মশান শূলে বল সুলোচনে! সুললিত শেফালির মালা?

হে উত্তমে। তুমি পুন প্রেমার্থিনী হইয়াছ কাহার দুয়ারে।
বরজন অন্বেষে সবে অবনী ভিতরে, বত্ন বল অন্বেষে কাহারে,
হা প্রেমদে [illegible] প্রমাদে ঘৃণ্য [illegible] দ কা'র দিতে চাহ আপনারে বালা?
এ যৌবন, হেন রূপ এ গুণসম্পদ দিবে হায়। স [illegible] জলাঞ্জলি

ভূতেশে কামনা তুমি! [illegible] জ্ঞাস্ত-সম্ভব, সকলি বিরূপ হয় [illegible]
বিকট শ্মশানে বাস, পিশাচ বান্ধব, অস্থি ভস্ম প্রিয় অলঙ্কার,
শিরে সর্প, কণ্ঠে বিষ, করে ক্রূর শূল, কটিতটে বক্ক বাঘছাল,
অকিঞ্চন যার [illegible] দল নেশায় [illegible] সদা লাল।"

"থাক্‌থাক্ হে ব্রাহ্মণ, দুষ্টবাণী তব আর না শুনিতে আমি চাই
সে শিবের এ বিকৃত বিবরণে আর তোমার হে প্রয়োজন নাই।
বিশ্বাস না রহে যদি বিশ্বের ঈশ্বরে তর্কপথে কে বুঝাতে পারে,
বিশ্বাসী সুপথ পায়, অবিশ্বাসী সদা নিন্দাবিত ভ্রমে।"

বাধা দিয়া বিপ্রবরে ক্ষিপ্র করে বালা কাঁপাইয়া অক্ষ জপমালা,
সঞ্চালিয়া দর্ভেতর ক্ষীণ করতল, চক্ষে জ্বালি' তীব্র ক্রোধ জ্বালা,
বলিলা উঠিয়া চণ্ডী, কুপিতা ফণিনী যেন ভ্রান্ত চরণে দলিত,
স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ যুবা, স্তব্ধ যেন স্থির বহ্নিশিখা সম্মুখে স্থাপিত।

"জান না জানিবে না তাঁরে, তুমি হে প্রগল্‌ভ দ্বিজবটু অচটুল ভাষী
মহেশ্বরে কটু বাক্যে স্বর্ণসৌধশিরে নিক্ষেপিছ ধূলিকার রাশি।
শাস্ত্রবিদ্ধ মোহান্ধ হে, সর্ব্বেদ প্রভাব যে সর্ব্বেশে বুঝিবে কে মনে?
মেঘাবৃত গিরিশির' বিবৃত কি হয় প্রভাকর প্রখর কিরণে?

আদি-অন্ত-হীন যিনি, দেব অভিরূপ, কে জানে স্বরূপ বল তাঁর,
নিস্পৃহ যে জন শিব, কিবা শুভাশুভ, কিবা তাঁর বাস অলঙ্কার,
ধরাধর সম যিনি সকল-আশ্রয়, মৃত্যুঞ্জয় নিরয়-নাশন,
অন্তর-ঈশ্বর যাঁর দীপ্ত জ্ঞাননেত্র, কি তপ্রাভ ইতর নয়ন?

মহতের পরীবাদ কীর্ত্তনে শ্রবণে দানবেও হয় মহাপাপ,
ফলে তার সুনিশ্চয় ইহকালে আর পরকালে নিরয় সন্তাপ।
শিবেরি কামিনী আমি, মেঘের দামিনী, যাব, যাব তারি অন্বেষণে,
সাগরগামিনী নদী, উর্দ্ধগতি শিখা, কবে কার ফিরে নিবারণে?"